Contents

সপ্তম বর্ষ

১২শ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

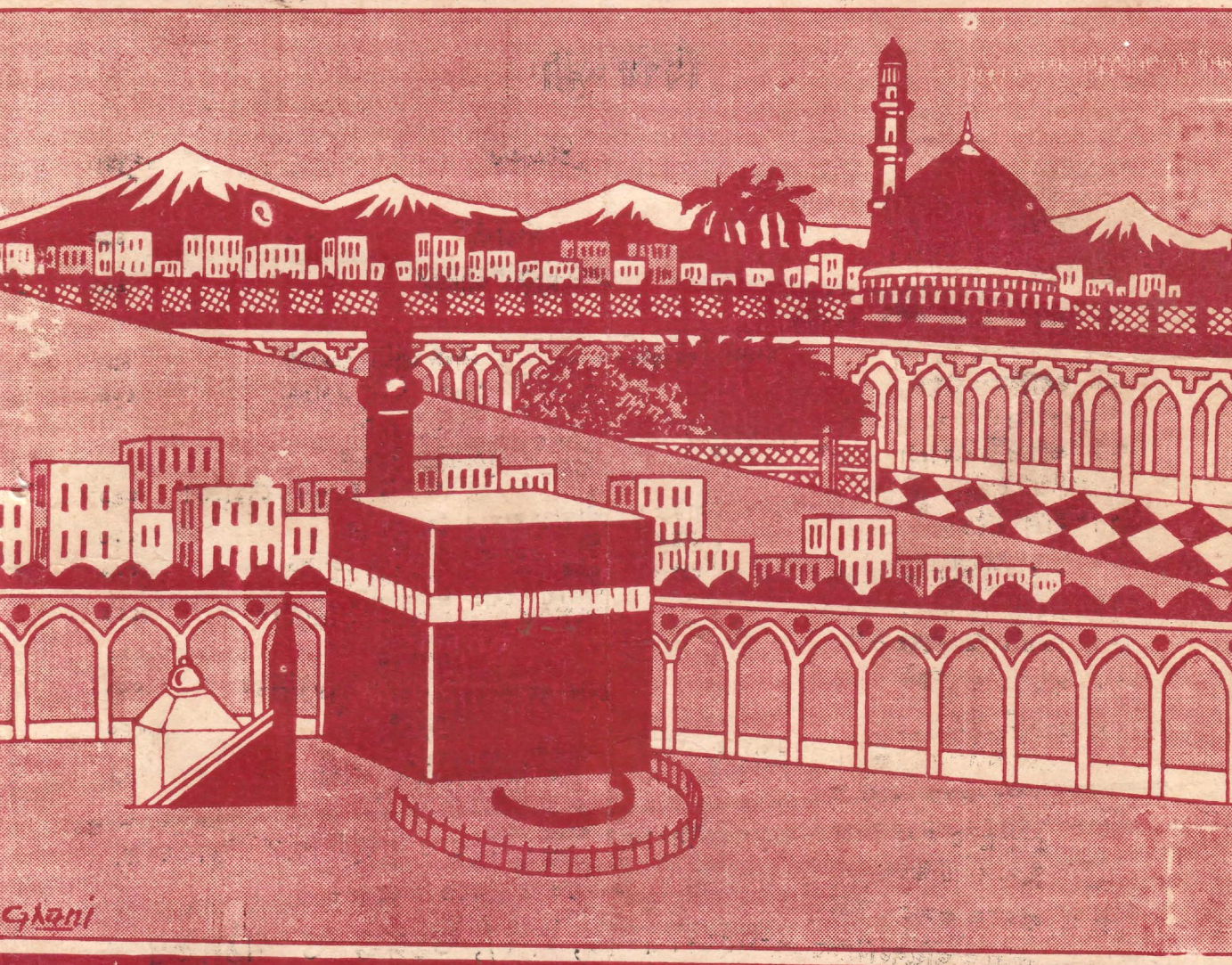

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৷৩

বার্ষিক ডুলা সডাক ৬৷৷৩

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

৭ম বর্ষ—১২শ সংখ্যা

ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৪ বাং——মার্চ ১৯৫৮ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	বর্ষবিদায়ের সম্ভাষণ		সম্পাদক	৪৯৩
২।	ফরিয়াদ (কবিতা)		আশরাফুদ্দীন আহমদ	৪৯৬
৩।	সূরাত-আলফাতেহার তফসীর		মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	৪৯৭
৪।	হুসাইন ও ইয়াযীদ		মূল-শায়খুল ইসলাম ইব্‌নে তয়মিয়া অনুবাদ : আল্‌কোরায়শী	৫০৬
৫।	ওয়াহাবীবিদ্রোহের কাহিনী (ইতিহাস) প্রতিপক্ষের যবানী		মূল : স্যর উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেছাবোণা	৫০৯
৬।	স্পেন বিজয়	(নাটক)	আছাদুয্‌যামান বি, এস, সি,	৫১৩
৭।	নারী স্বাধীনতা	(প্রবন্ধ)	ডক্টর এম, আবদুলকাদের ডি-লিট	৫১৯
৮।	জাতীয় উন্নয়নে ধর্মের স্থান	,,	অধ্যাপক মোঃ আবদুলগণি এম, এ,	৫২৪
৯।	রামাযানের সাধনা	,,	সম্পাদক	৫২৯
১০।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর		মোহাম্মদ অবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কোরায়শী	৫৩১
১১।	সাময়িক প্রসংগ		সম্পাদক	৫৩৩
১২।	জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীসের প্রাপ্তিস্বীকার		মওলানা আবদুলহক হক্কানী	৫৩৭

পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস্ কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনীতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জম্‌য়ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফ্‌তর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

সপ্তম বর্ষ	মার্চ ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ শাবানুলমুয়াযুযম ১৩৭৬ হিঃ ফাল্গুন--চৈত্র ১৩৬৪ বংগাব্দ	**১২শ সংখ্যা**

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, **ঢাকা**

বর্ষ বিদায়ের সম্ভাষণ

الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات و الصلوة و السلام علی اشرف البریات، و علی آله و صحبه التحیات الزاکیات، و العاقبة للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین

কৃপানিধান পরম দয়াময় আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহে **তর্জুমানুলহাদীস** তার কর্মজীবনের সপ্তম মন্‌জিল অতিক্রম করিল। সহায় সম্বলহীন অযোগ্য আমরা, যাঁর কৃপাকটাক্ষে ও সাহচর্যে এই দুস্তর পথ অতিক্রম করার তওফিক পাইয়াছি, বর্ষবিদায়ের মুহূর্তে তাঁর উদ্দেশে লক্ষ লক্ষ 'সিজ্‌দায়শোক্‌র' নিবেদন করিতেছি আর যাঁর তরীকা ও দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত রাখার উদ্‌গ্র আবেগ এই জনবিরল পথের সকল বাধা বিপত্তির আশংকা ও অসুবিধাকে তুচ্ছ করিয়া আমাদিগকে হামেশা আগে চলার প্রেরণা জোগাইয়া আসিয়াছে, আমাদের হৃদয়ের আলো এবং দেহের আব্রূ সেই আখেরী নবী মোহাম্মদ আরাবীর জন্য হাযারোঁহাযার দরুদ ও সালাম প্রেরণ করিতেছি।

যে উদ্দেশ্যকে গন্তব্যপথের ধ্রুবতারা ধরিয়া **তর্জুমানুলহাদীস** আট বৎসর পূর্বে যাত্রা শুরু করিয়াছিল, আজও তাহা দূরে—বহুদূরে দৃষ্টির অগোচরেই রহিয়াছে, সেদিন আর আজিকার দিনে তফাৎ ঘটিয়াছে শুধু এইটুকু যে, যাহা ছিল অস্পষ্ট সেদিন, আজ তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে, যে প্রয়োজনের তাকীদে ঈমানী আদর্শ বিস্মৃত, লাদ্বীনী বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমাজে তর্জুমান কুরআন ও সুন্নাহর আলোক বর্তিকা প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সে প্রয়োজন আজ আরও তীব্র, অধিকতর প্রচণ্ড এবং সুদূরপ্রসারী হইয়া পড়িয়াছে। বিগত ৮ বৎসর ধরিয়া **তর্জুমান** কুফর ও বিদ্‌আত, ইল্‌হাদ ও শির্ক আর যাবতীয় দুর্নীতি ও অসত্যের বিরুদ্ধে তার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া 'জদ্দ ও জিহাদ' চালাইয়া আসিয়াছে, শয়তান তার বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া সমস্ত দুনিয়া জুড়িয়া অনৈস্‌লামিকতার যে তাণ্ডবলীলা জুড়িয়া দিয়াছে, তাহার প্রতিরোধ কল্পে **"তর্জুমানুলহাদীসে"র** সংগ্রাম অতিঅকিঞ্চিৎকর হইলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, এই শক্তিক্ষয়ী সুদীর্ঘ লড়াইয়ের কোন পর্যায়েই **তর্জুমানুলহাদীস** পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা বা রণেভঙ্গ দেওয়া দূরে থাক, মুহূর্তের তরেও পশ্চাদ্‌বর্তী হয় নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসলামী আকীদা ও জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে যে দুর্দমনীয় সয়লাব 'তুফানে নূহে'র আকারে গোটা জাতিকে ডুবাইয়া মারার সংকল্প লইয়া আগাইয়া আসিতেছে, তাহার অগ্রগতি শুধু অব্যাহত নাই, বাড়ীর উঠানকে ছাড়াইয়া উহার খরস্রোত আমাদের শয়নগৃহে ও রন্ধনশালাতেও প্রবেশ করিয়াছে। সবচাইতে চিন্তা আর ভাবনার কথা যে, ইসলামী আদর্শের ধ্বজাধারীদের মধ্যেও অনেকেই এই প্রলয়-বন্যার করাল কবল হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টার পরিবর্তে ইহাকে মৎস্যশিকারের অপূর্ব সুযোগ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ইসলাম-বিরোধীদলের তথাকথিত 'মুক্তবুদ্ধি' ও 'প্রগতিবাদে'র হাতিয়ারের সম্মুখে তাঁহারা অবলীলাক্রমে আত্মসমর্পণ করিয়া চলিয়াছেন। প্রতিপক্ষের ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা ও জীবনদর্শনের বহুলাংশে ইসলামের লেবেল লাগাইয়া মার্কেটে চালাইয়া দেওয়ার কার্যকেই তাঁহারা "ইসলামপন্থী" সাজিবার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেছেন।

বস্তুতঃ ইসলামের সৌভাগ্য রবি সর্বপ্রথম যেদিন তার উদয়াচল হইতে দিশাহারা ও বিভ্রান্ত মানব সমাজে আশা ও উৎসাহের তরুণ দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়াছিল, সেই শুভপ্রভাতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (দঃ) জাতির সম্মুখে এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, দেখ, যেরূপ অনাথ অবস্থায় আজ ইসলামের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, ঠিক এই অবস্থায়েই উহার পুনঃপ্রত্যাবর্তন ঘটিবে, অতএব অনাথরাই সৌভাগ্যবান।—আহ্‌মদ।*

ان الدين بدء غريبا و سيعود كما بدء فطوبى للغرباء !

এ স্থলে "গরীব" বা "অনাথের" তাৎপর্য দরিদ্র নয়, "গরীবের" প্রকৃত অর্থ হইতেছে প্রবাসী, আগন্তুক, বান্ধবহীন, অপরিচিত। নাস্তিকতা, বহুঈশ্বরবাদ আর দুর্নীতি ও উৎপীড়নের সর্বগ্রাসী অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে ইসলাম একান্ত অপরিচিত ও সহায়হীন অবস্থায় আগন্তুকের মতই কি দুনিয়ার বুকে নামিয়া আসে নাই? অথচ অল্পকাল মধ্যেই ধরিত্রীর অন্ধ্রেসন্ধ্রে মধ্যাহ্ন ভাস্করের জ্যোতির ন্যায় "তওহীদের" পূর্ণ কিরণ বর্ষণ করিয়া কি জলস্থল আলোকিত করেনাই? বিশ্বের হৃদয়বীণায় সৌভ্রাত্র ও আত্মীয়তার একই সুর বাঁধিয়া দিয়া ধরণীর অধিবাসী-দিগকে কি পুলকিত করিয়া তোলেনাই? কিন্তু গৌরবের শীর্ষদেশে আরোহণ করার পর মধ্যাহ্ন সূর্যের মতই কি ইসলাম পুনরায় অস্তাচলের দিকে ঢলিয়া পড়ে নাই? ইসলামের আদর্শ, শিক্ষাদীক্ষা, দৃষ্টিভংগী, নীতিনৈতিকতা সবকিছুই কি পুনরায় শুধু বহির্জগতে নয়, স্বয়ং মুসলমানদের ঘরেও আজ অনাথ ও অপরিচিত হইয়া ওঠে নাই?

রসূলুল্লাহ (দঃ) যে দলটিকে 'অনাথ' বলিয়া অবিহিত এবং সৌভাগ্যবান বলিয়া প্রশংসিত করিয়া-ছিলেন, তাহাদের স্বরূপের ব্যাখা প্রসংগে তিনি বলিয়াছিলেন, তা হা রা হইবে বিরাট সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণদের মাঝে সৎলোকের একটি ক্ষুদ্র দল! তাহারা কিরূপ সৎলোক হইবে, তির্‌মিযীর হাদীসে তাহারও পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন, তাহারা এরূপ ধরণের লোক হইবে যাহারা আমার তিরোধানের পর আমার প্রবর্তিত সংস্কৃতি—সুন্নতে জনগণ যে বিপর্যয় ঘটাইবে, তাহারা উহার সংস্কারসাধন করিবে।

قوم صالحون قليل فى ناس سوء كثير - و هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدى من سنتى !

রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ মতই ইহা সাব্যস্ত হইতেছে যে, যুক্তিবাদ, প্রগতিবাদ বা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণের সাহায্যে ইসলামের রেনেসাঁ ঘটিবার নয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) কোরআন ও তদীয় বিশুদ্ধ চরিতামৃতের মাধ্যমে জগতবাসীর হস্তে যে জীবনদর্শন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, জাতির কল্যাণ ও পুনর্জীবনলাভের উপায় শুধু তাহাতেই নিহিত রহিয়াছে। "মেজরিটির" সাহায্যে জাতির অদৃষ্ট স্থিরীকৃত হইবেনা, পক্ষান্তরে কোরআন ও সুন্নাহই জাতির অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিবে।

নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার যে প্রলয়ংকরী সয়লাব সারা দুনিয়াকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে,

* মুসনদে ইমাম আহমদ (২) ৩৮৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর অমোঘ শক্তিই তাহা প্রতিহত করিতে সক্ষম, কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহকে ব্যক্তিগত বা দলীয় কল্পনাবিলাসের বাহনে পরিণত করিলে সে উদ্দেশ্য সফল হইবার নয়, নিজেদের চিন্তাধারা ও কর্মসূচি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করার পূর্ণ অধিকার কোরআন ও সুন্নাহর হস্তেই সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে হইবে আর কোরআন ও সুন্নাহ যে বাস্তবিকই এই এই সার্বভৌম প্রভুত্বের অধিকারী এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের আগত ও অনাগত সমুদয় সমস্যাই সমাধান করার উহার যোগ্যতা রহিয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দুনিয়াকে দেখাইয়া দিতে হইবে।

ইজ্‌তিহাদের প্রকৃত তাৎপার্য ইহাই!

কোরআন ও সুন্নাহতে সকল প্রকার সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে, হয় প্রত্যক্ষ রূপে, নয় অপ্রত্যক্ষ আকারে। ইস্‌লামকে একটি সর্বযুগোপযোগী জীবনব্যবস্থা রূপে সাব্যস্ত করিতে হইলে কাল্পনিক ও আনুমানিক সমাধান রচনা করা চলিবে না, কারণ কল্পনা ও অনুমান প্রত্যাদেশ নয়, আর প্রত্যাদেশ ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ জাতির জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় নয়। যে সংবিধান ও ব্যবস্থা জাতির অনুসরণীয় তাহা ওয়াহির পর্যায়ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে কোরআনের নির্দেশ সুস্পষ্ট। আল্লাহ মুসলমানসমাজকে আদেশ করিয়াছেন, দেখ, তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তোমরা শুধু তাহারই অনুসরণ করিবে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকদের অনুসরণ করিওনা—আল্‌'আরাফ : (৩) আয়ত। সূরত-আশ্‌শূরায় স্পষ্টতর ভাষায় বলা হইয়াছে, দেখ, তাহাদের জন্য কি আল্লাহর শরীকের দল রহিয়াছে, যা হা রা তাহাদের জীবনব্যবস্থার এরূপ বিধান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, যাহার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেন নাই?——২১ আয়ত।

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، و لاتتبعوا من دونه اولياء !

ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟

উল্লিখিত নির্দেশগুলি দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, যাহা প্রত্যাদেশ নয়, তাহা জাতির জীবনব্যবস্থা রূপে গন্য হইতে পারেনা। আর প্রত্যাদেশের পরিবর্তে কল্পনা ও অনুমানের অনুসরণ দ্বারা জাতির মধ্যে ভেদ ও শ্রেণীসংঘর্ষের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। কারণ কল্পনা ও অনুমানের বৈচিত্র্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তারতম্যের অনিবার্য ফল স্বরূপ এবং এই তারতম্য একান্তই প্রাকৃতিক। সুতরাং উহা জাতিকে এককেন্দ্রিগ করার পরিবর্তে বিভিন্ন গোঠ ও সমাজে বিভক্ত করিয়া ফেলিবেই!

অতএব সকল প্রকার সমাধান কোরআন ও সুন্নাহ হইতেই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানের পথে যে দৈহিক ও মানসিক শ্রম ও প্রতিভার আবশ্যক, তাহারই পূর্ণ প্রয়োগের নাম ইস্‌লামী ইজ্‌তিহাদ।

কিন্তু যুগপৎভাবে অন্ধ তক্‌লীদ আর বল্‌গাহীন ইজতিহাদের বিরুদ্ধে সংস্কার বা ইস্‌লাহের সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ইহার জন্য যে গভীর প্রজ্ঞা এবং প্রসারিত দৃষ্টির আবশ্যক, তর্জুমানের দীন সেবকের তাহা নাই। এই দুঃসাধ্য কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন আর সেজন্য চাই নিবিষ্ট মন আর স্বাস্থ্য, কিন্তু এই উভয় ন্যামত হইতেই আল্লাহ অহলেহাদীস আন্দোলনের এই রোগক্লিষ্ট অন্ধপ্রায় বৃদ্ধ সেবককে বঞ্চিত করিয়াছেন। তর্জুমান যে শাশ্বত আন্দোলনের পতাকাবাহী, তাহাকে ঊর্ধে ধরিয়া রাখার জন্য কোরআন ও সুন্নাহর যে একনিষ্ঠ সাধক সুধীচক্রের আবশ্যক, যে-শক্তিমান সেনানী দলের প্রয়োজন, এই দুস্তর পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে পরিমাণ সহচর ও সহায়ক অপরিহার্য, আজও তাহা লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, তাই তর্জুমানুলহাদীসকে পদে পদে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি বরদাশ্‌ত করিতে হইতেছে, তাহার অগ্রগতি বিলম্বিত এবং চলার পথ অধিকতর বিঘ্নসংকুল হইয়া পড়িয়াছে।

তর্জুমানকে এভাবে চালাইয়া যাওয়া আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলা চলে না।

www.ahlehadeethbd.org

ফরিয়াদ

—আশ্‌রাফ উদ্দীন আহ্‌মদ

স্বপন দেখি দূর মরুভূর আমার রসুল ঘুমায়ে যেথা ;
বঞ্চিত কী নিরাশ হব তাহার লাগি যাবার সেথা।
সেই মরুভূর পারেতে আমার পরাণ প্রিয় ঘুমায়ে আছে ;
সেই প্রিয়রে পাব কবে আমি আমার হাতের কাছে।
ওগো আমার পরাণ প্রিয়
ডাক দিয়ে হে কাছে নিও —
যেদিন আমি পথ হারায়ে সকল আশায় বঞ্চিত
আমার লাগি ওহে করিও দোওয়া মোর ধন সঞ্চিত।
তোমার লাগি জপিমালা ওহে আমার প্রাণের রসুল ;
খোদা যেন ফুটান আমার হৃদয়ে আছে যত ফুল।
খেলছি আমি জীবন খেলায়
যৌবনেরি দোলন দোলায়
পথভুলে হায় যাইলে কভু তুমি আমায় ডেকে নিও,
ওগো আমার শেষের তরী, ওগো আমার পরাণ প্রিয়।
আর কত কাল বাঁধব আশা তোমার কাছে যাবার লাগি ;
আর কতকাল কাঁদব আমি এমন দিনের রাত্রি জাগি।
সেই আঁধারের কঠিন পথে,
যেদিন আমার বিচার হতে,
সব হারায়ে সকল আশায় সব ভরসায় বঞ্চিত,
করো শাফায়াৎ আমার লাগি কোরোনা মোরে লাঞ্ছিত।
আমার মনের সকল আশা গুল বাগিচায় ফোটাও ফুল,
গন্ধ ছুটাও আমার বাগে আমায় তুমি কোরোনা ভুল।
সেই মরুভূর পথে কী তবে,
আমার কী হায় যাওয়া হবে
আমি কী কভু দেখতে পাব তোমার পাক জন্মভূমি ?
বঞ্চিত কী নিরাশ হব ওগো আমার রসুল তুমি।

বিগত কয়েক বৎসরে ইহার জন্য অন্যূন ১২ হাজার টাকা ক্ষতি দিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যবসার মানদণ্ড দিয়া আমরা কোনদিন আমাদের আন্দোলনকে যাচাই করিনাই। আমাদের মন এখনও সংশয়মুক্তই রহিয়াছে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র তর্জুমানুল-হাদীস আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের যে ভেরী নিনাদিত করিয়াছে, অতীতের মত বর্তমানের জন্যও আমরা কোরআন ও সুন্নাহর এই অবিমিশ্র ও নিষ্কলুষ আন্দোলনকেই মুসলিম জাতির পুনরুত্থান ও পুর্নর্জাগরণের অদ্বিতীয় পথ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি।

আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান সন্দর্ভ ও প্রবন্ধাদি দিয়া তর্জুমানের সাহচর্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে খুলনা যিলার মেছাঘোনা নিবাসী অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক নবযুগের সম্পাদক মওলানা আহ্‌মদ আলী ও বিখ্যাত সমাজতত্ত্ব বিশারদ ডক্টর এম, আব্দুল কাদের বি, এ, (অনার্স) ডিলিট (ইস্টপাক সিভিল সার্ভিস) ও উদীয়মান সাহিত্যিক মওলবী আসাদুয্‌যমান বি, এস-সির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের সহযোগ ও সাহচর্যের জন্য তর্জুমানের বর্ষ বিদায় মুহূর্তে আমরা তাঁহাদের কাছে বিশেষভাবে আর তর্জুমানের অন্যান্য লেখক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবৃন্দ সকলকেই আমাদের শোকর গোযারী ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পূর্বপাকিস্তানে যাঁহারা তর্জুমানুলহাদীসের মত একখানা মাসিকের প্রয়োজন স্বীকার করেন, বিশেষতঃ বিগত ৮ বৎসর ধরিয়া তর্জুমান "কোরআন ও সুন্নতে খালেছার যে দা'ওয়াত" পূর্বপাকিস্তানের নাগরিকদিগকে পরিবেশন করিয়া আসিতেছে, যাঁহারা তার সত্যতায় বিশ্বাস করেন, তাহাদের সকলের কাছে তর্জুমানুলহাদীস যাহাতে স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে, তাহার যাগু সুব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্তমানে তর্জুমানের যতজন গ্রহাক রহিয়াছেন, তাঁহারা যদি আগামী বর্ষেও ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন আর অন্ততঃ একজন করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন আর ইসলামী আদর্শের প্রতি আস্থাশীল সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তর্জুমানের মূলনীতি অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌম প্রাধান্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাদের মূল্যবান প্রবন্ধাদির সাহায্য প্রদান করেন, তাহাহইলে অনতিবিলম্বে তর্জুমানকে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও শক্তিশালী সাময়িকে পরিণত করা কষ্টকর হইবেনা। ওয়াস্‌সালাম।

و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد

www.ahlehadeethbd.org

কোরআন মজীদের ভাষ্য

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৪৯)

নাম সম্বন্ধে আলোচনা,

"আদম" ও "হাউওয়া" শব্দ দু'টি আরাবী কিনা আর ওগুলি শুধু নামবাচক বিশেষ্য পদ (*Proper Name*) মাত্র, না উহাদের কোন অর্থ রহিয়াছে? এই দুই বিষয়ে বিদ্বানগণ বিভিন্ন প্রকার অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন।

একদল বলেন, উভয় শব্দই সিরিক (*Syriac*) ভাষার। বাইবেলে 'আদম' শব্দের অন্তর্ভুক্ত আ ও দ অক্ষর দুইটি দীর্ঘ উচ্চারণে টানিয়া পড়া হয়, যথা, আ···দা···ম। ইমাম সআলবী বলেন, ইব্রীয় (*Hebrew*) ভাষায় মাটিকে আদাম বলা হইয়া থাকে। হযরত আদম আলাইহিস্সালাম মাটি হইতে নির্মিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'আদম' বা 'আদাম' বলা হয়।

কিন্তু জওহরী ও জওয়ালীকি দাবী করিয়াছেন, 'আদম' ও 'হাউওয়া' উভয় শব্দই আরাবী ভাষার। এই দাবীর পোষকতায় কেহ কেহ বলেন, আদম 'উদমা' হইতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছে। "আদীমুল আর্য" (ادیم الارض) অর্থাৎ ধরিত্রীর পৃষ্ঠভাগ হইতে তাঁহার দেহের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া তিনি 'আদম' নামে অভিহিত হইয়াছেন। কেহ বলেন, বাদামি বর্ণের মানুষকে আরাবীতে (رجل آدم) 'আদম' বলা হয়। হযরত আদম পীতবর্ণের ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে। কেহ বলেন, তিনি বিভিন্ন বস্তু ও শক্তির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছিলেন। আরাবীতে (جعلته ادمة اهلى) বলা হয়, আমি অমুককে আমার পরিবারের "উদ্মা" বানাইয়াছি, অর্থাৎ (خلطته بهم) আমার পরিবারে মিশাইয়া লইয়াছি। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, আদমের মৃন্ময় দেহে স্বয়ং আল্লাহ তাঁহার و نفخت فيه من روحى রূহ ফুঁকিয়াছিলেন, জ্ঞান ও ধ্বীশক্তি প্রভৃতি গুণ তাঁহার দেহের সহিত মিশাইয়াছিলেন, স্বয়ং পরিপক্ক মৃত্তিকাকে পানির সহিত সানিয়া তাঁহার কলেবর নির্মাণ করিয়াছিলেন। হযরত আদমের দেহ ও মন বিভিন্ন উপাদান ও বৃত্তির (*Faculty*) অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সংযোজন দ্বারা গঠিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, খাদ্যের তরকারীকে "ইদাম" (ادام) বলা হয়, ইহার সংমিশ্রণ মূল খাদ্য ভাত বা রুটিকে উপাদেয় সুখাদ্যে পরিণত করার পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে। সংমিশ্রণ ও সম্ভোগ মনুষ্য চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাই সৃষ্টির প্রথম মানুষকে "আদম" বলা হইয়াছে।

আর হযরত "হাউওয়া" আলাইহাস্ সালাম সমুদয় জীবন্ত—হাই (حي) আদম সন্তানের জননী, তাই অতিশয়ার্থ বাচক (*Superlative*) শব্দ রূপে তিনি 'হাউওয়া' বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। †

† ফত্হুল বারী, হাদীসুল আম্বিয়া; মুফরদাতুল কোর্আন ১২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"আদম" ও "হাউওয়া" নাম দু'টির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে বিদ্বানগণের উল্লিখিত অভিমতগুলির প্রত্যেকটিই আনুমানিক। কোন অভিমতকে অন্য অভিমত অপেক্ষা অগ্রগণ্য প্রমাণিত করার উপায় নাই। আমি এসম্পর্কে বিদ্বানগণের সকলপ্রকার অভিমত সংকলিত করিয়া দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছি।

আদমের সৃষ্টি ও বিবর্তন বাদ

আদমের সৃষ্টির যে কাহিনী কোরআনে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, বাইবেলে প্রদত্ত ইতিবৃত্তের সহিত তাহার মৌলিক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আর বাইবেলেই এ কাহিনী সর্বপ্রথম আলোচিত হয়নাই, তওরাতের অবতরণ যুগের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেও বাবিলোনিয়া ও মিসরে আদমের সৃষ্টিসম্পর্কিত উল্লিখিতরূপ মতবাদ বিদ্যমান ছিল, কালেডিয়ার ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া যেসকল ইষ্টক উদ্ধার করা হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলির গাত্রেও আদমের সৃষ্টি-কাহিনীর ছবি খোদিত রহিয়াছে। মোটের উপর ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিমগণের ধর্মগ্রন্থ এবং পুরাতত্ত্ব ও হিরোগ্লিফার (*Heiroglyphy*) সাক্ষ্য দ্বারা অবিসম্বাদিত ভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, হযরত আদম আল্লাহর সৃষ্ট এবং মানব জাতির প্রথম জনক। উল্লিখিত মতবাদের অনিবার্য স্বীকৃতি হইতেছে, প্রাকৃতিক জগতের সমুদয় বিকাশ ও নিদর্শনের কারণ স্বরূপ একটি অতিপ্রাকৃতিক (*Super Natural*) মহাশক্তিমান পরম ইচ্ছাময় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব! সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের অস্বীকৃতি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেনাই। কপার্নিকাস, গেলিলিও ও নিউটনের মধ্যে কেহই সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে যোহন টল্যাণ্ড, ডেভিড হার্টলে, প্রিস্টলি, ভলটেয়ার, লামেট্রি হলবাখ, ক্যাবানিস, ডাইডেরো, মন্টেসকিউ ও রুশো প্রভৃতি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেহ কেহ সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বসেন আর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একদম অস্বীকার করিতে পারেন-নাই, তাঁহারা সৃষ্টিকর্তাকে শুধু শাসনতান্ত্রিক রাজা (*A Constitutional Monarch*) রূপে মানিয়া লইয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। হিউম তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ (*Empricism*) আর সন্দেহবাদের (*Scepticism*) মাধ্যমে উপরিউক্ত মতবাদকে যবরদস্ত সমর্থন জানান। জড়বাদের মুকাবিলায় বার্কলের প্রতিরোধ চেষ্টা আর হেগেলের আদর্শবাদ (*Idealism*) ব্যর্থ হইয়া যায়। কান্ৎ বলিলেন, আল্লাহর অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব আর ইচ্ছার স্বাধীনতা মানুষের জ্ঞানগোচরের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু নয়। এসব আমরা জানিতে না পারিলেও সক্রিয় বুদ্ধিমত্তার (*Practical Wisdom*) খাতিরে মানিয়া লইতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও চিন্তার বিভ্রান্তি যখন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু মনে করিতে প্রস্তুত হয়না আর কিছু মনে করিলেও তাহাকে এক অকর্মণ্য ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত শক্তির অতিরিক্ত অন্য কিছু মানিতে চায়না, তখন শুধু নীতি ও আদর্শবাদের দোহাই দিয়া তাহাকে মানিতে যাওয়ার কার্যকে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

উনবিংশ শতক জড়বাদের চরমোৎকর্ষের যুগ। এই যুগে ফগ্‌ত, বুখনর, কম্‌ৎ, মলশথ প্রভৃতি বিদ্বানগণ জড় ও উহার ক্রিয়া ছাড়া সমস্তই অস্বীকার করিয়া বসেন। যোহন স্টুয়ার্ট মিল দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞতাবাদ আর নীতি নৈতিকতায় সার্থকতাবাদ (*Utilitareanism*) প্রচার করেন। হার্বার্ট স্পেন্সার দার্শনিক বিবর্তনবাদ আর স্থিতিমান জগতের স্বয়ম্ভূ হওয়া এবং জীবনের (*Life*) নিজে নিজেই বিকাশপ্রাপ্ত হইবার মতবাদ ঘোষণা করেন। তাঁহাদের সময়ে জীববিদ্যা (*Biology*), শরীরতত্ত্ব (*Physiology*), ভূবিদ্যা (*Geology*) আর প্রাণীতত্ত্বে (*Zoology*) যেসব আবিষ্কার সাধিত হইয়াছিল, আর ফলিত বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি আর যন্ত্রতান্ত্রিক উপাদানের যে প্রাচুর্য ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে তখনকার বৈজ্ঞানিকদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া উঠেছে, নিখিল ধরণী নিজে নিজেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উহার কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। কতকগুলি বাঁধা ধরা নিয়মে জগতের সমুদয় কার্য নির্বাহ হইতেছে — অতি প্রাকৃতিক কোন শক্তির ইচ্ছা বা ক্ষমতার কোন অস্তিত্বই নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ডারুইনের বিবর্তনবাদ (*Theory of Evolution*) এই নাস্তিক্যবাদকে বৈজ্ঞানিক ধারায় শক্তিমান করিয়া তোলার সহায়ক হয়। ১৮৫৯ সনে সর্বপ্রথম তাঁর "*Origin of Species*" গ্রন্থ প্রকাশলাভ করিয়া বিজ্ঞানজগতে বিপ্লব আনিয়া দেয়। উনবিংশ শতকে যে প্রমাণপদ্ধতি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিবেচিত হইত, তাহার সাহায্যে তিনি প্রমাণিত করেন যে, মানুষ এবং জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীদের কোন সৃষ্টি-কর্তা নাই। একটি প্রাণবন্ত মেশিন, যাহা এক সময়ে পোকা মাকড়ের আকারে বুকে হাঁটিয়া বেড়াইত, জীবনসংগ্রাম (*Struggle for Existence*), যোগ্যতা (*survival of the fittest*) আর প্রাকৃতিক নির্বাচন (*Natural selection*) প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিধানের ফলশ্রুতিতে প্রথমে বানরে আর পরে জ্ঞানবান, প্রজ্ঞা-শীল, বহুবিদ্যায় বিভূষিত, বহুভাষাবিদ, আকাশচারি, মহাবাগ্মী মানুষে পরিণত হইয়াছে।

শুধু বিজ্ঞান জগতে নয়, বর্তমান জগতের সমাজ-তন্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সমুদয় ফর্মূলা ও ব্যবস্থা ডারুইনের এই বিবর্তনবাদকে বেষ্টন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, অথচ স্বয়ং বৈজ্ঞানিকগণেরই একটি শক্তিশালী দল ডারুইনবাদের বহু ভ্রান্তি ইদানীং বিভিন্নভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আইনস্টাইন, ব্রগলী, কমটেডু নয়, আর বয়লী প্রভৃতি রাসায়নিকগণ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সাব্যস্ত করিয়াছেন। মুলার, ডানবার, ক্লার্ক টিকল, হালডেন প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কলিল বিজ্ঞানের সাহায্যে বিবর্তন-বাদের অসারত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন।

মুসলমানদের মধ্যে একদল লোক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়াও বিবর্তনবাদের সত্যতা কোরআন হইতেই প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সূরত-নূহের وقد خلقكم اطوارا ১৪শ আয়তের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তোমাদিগকে বিবর্তনবাদের নিয়ম অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারা যেরূপ পাশ্চাত্যের নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদের অন্ধঅনুগামী তেমনি কোরআনী ভাষাতেও অজ্ঞ। 'তাওর' শব্দের অর্থ বিবর্তন (*Evolution*) নয়। ইমাম রাগিব বলেন, সে অমুক কার্য 'তাও-রান' করিয়াছে فعل كذا طورا بعد طور — একথার অর্থ এই যে, اى تارة بعد تارة সে পর্যায়ক্রমে এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছে। § আর যদি 'তাওর' শব্দের অর্থ কিছুক্ষণের জন্য বিবর্তন বলিয়া ধরিয়াও লওয়া হয়, তথাপি ইহা ভ্রূণ বিদ্যাতেই (*Embryology*) সীমাবদ্ধ বুঝিতে হইবে। ভ্রূণের বিবর্তন সম্বন্ধে কোর-আনের সাক্ষ্য যে, বস্তুতঃ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين - ثم جعلناه نطفة في قرار مكين - ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر - আমরা মানুষকে মৃত্তিকার সারাংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর উহাকে একটি সুরক্ষিত স্থানে ভ্রূণাকারে স্থিরতাদান করিয়াছি। অতঃপর সেই শুক্রকে জোঁকের আকৃতি দিয়াছি, তারপর সেই জোঁকাকৃতিকে পিণ্ডাকৃতি রূপে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর উক্ত পিণ্ডা-কৃতিতে অস্থিসৃষ্ট করিয়াছি, অতঃপর অস্থিকে গোশতের আবরণ দিয়াছি, অতঃপর তাহাকে একটি স্বতন্ত্র জীবের রূপ দান করিয়াছি—আল্‌মুমিনুন : ১২—১৪ আয়ত।

ভ্রূণতত্ত্ববিশারদরা বলেন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সর্ব প্রথম জলীয় কীটের আকার ধারণ করে, তারপর উহা পিণ্ডে পরিণত হয়, অতঃপর মেরুদণ্ডশীল জীবের অন্যতম মৎস্যের রূপ পরিগ্রহ করে, অতঃপর স্তন্যপায়ী পশুর রূপ ধারণ করে তারপর বানরের আকৃতি লাভ করে, অতঃপর মানুষের রূপ প্রাপ্ত হয়। আল্লামা আবুল কালাম আযাদ তাঁর তফসীরে সূরত আল্‌মুমেনুনের উল্লিখিত আয়তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভ্রূণের উল্লিখিত স্তরগুলির সঙ্গে কোরআনে প্রদত্ত মাতৃগর্ভের সন্তানের ক্রমবিকাশের বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা ভ্রূণ সম্বন্ধে সঠিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে উহার সত্যতা প্রমাণিত হয়না। *Huenttner* বলেন, "তত্ত্ব হিসাবে এই মূলনীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। বিবর্তন-বাদের সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে এবং উহার অসম্পূর্ণতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। †

---

§ মুফরদাত, ৩১২ পৃঃ।

† Fundamentals of Comparative Embryology P.P.48

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফলকথা, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সমুদয় দাবী কল্পনা জল্পনা ও অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহার প্রসাদ নাস্তিক্যবাদের গোঁড়ামির পটভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞাত ও অদৃশ্য বিষয়ে প্রত্যাদেশ ও নবীগণের প্রদত্ত বিবরণের উপর আস্থাশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কোরআন হযরত আদমের সৃষ্টির যে ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছে, নাস্তিক, কল্পনাবিলাসী পণ্ডিতদের অনুমানের সৌধকে তাহা মিস্‌মার করিয়া দিয়াছে।

ইব্‌লীস কি ফেরেশ্‌তা ছিল?

হযরত আদমের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন মনে উদয় হয়। তাঁকে সিজ্‌দা করার জন্য ফেরেশ্‌তারাই আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তবে কি ইব্‌লীসও ফেরেশ্‌তা ছিল? ফেরেশ্‌তা না হইলে ফেরেশ্‌তাদের যে আদেশ করা হইয়াছিল, তাহা অমান্য করার জন্য ইব্‌লীস অভিশপ্ত হইল কেন?

একথার উত্তর এইযে, ইব্‌লীসের ফেরেশ্‌তা না হওয়া স্বয়ং কোরআনেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লিখিত আছে, সূরত-আলকহফে বলা হইয়াছে, كان من الجن ففسق عن امر ربه সে দানবকুলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু তার প্রভুর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল—৫ আয়ত। ইব্‌লীস দানবকুল চূড়ামণি হইলেও আল্লাহ যখন ফেরেশ্‌তাদিগকে সিজ্‌দার আদেশ দেন, তখন সেও তাঁহাদের মজ্‌লিসে উপস্থিত ছিল আর যে ইবাদত ও যপতপের দরুণে ফেরেশ্‌তাদের মনে আদমের খিলাফত সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, ইব্‌লীসও উক্ত যপতপ ও ইবাদতে ফেরেশ্‌তাদের সহচর ছিল। সুতরাং সিজ্‌দার আদেশ তার প্রতিও প্রযোজ্য হইয়াছিল। সে নিজেও একথা উত্তমরূপে জানিত, তাই তাহাকে আল্লাহ যখন সিজ্‌দা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন সে একথা বলে নাই যে, সিজ্‌দার জন্য কেবল ফেরেশ্‌তাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল, তাই সে নিজেকে সিজ্‌দার আদেশের পর্যায়ভুক্ত মনে করে নাই, সে তো ফেরেশ্‌তা নয়! পক্ষান্তরে দম্ভভরে সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াইকে সিজ্‌দা না করার যথেষ্ট কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। সে প্রকাশ্যেই আল্লাহকে জওয়াব দিয়াছিল, দেখুন, আমি انا خير منه خلقتنى من نار আদমের চাইতে শ্রেষ্ঠ! و خلقته من طين আপনি আমাকে আগ্নেয় উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন আর আদমকে মাটি হইতে বানাইয়াছেন—আল্ আ'রাফ, ১২ আয়ত।

ইব্‌লীসী পাপের স্বরূপ.

প্রকৃতপ্রস্তাবে শুধু সিজ্‌দা না করার অপরাধেই ইব্‌লীস অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়নাই। তাহার পতনের আরও দুইটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ স্বীয় অপরাধের জন্য অনুশোচনার পরিবর্তে অহংকার। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর অকাট্য আদেশের মুকাবেলায় কূটতর্কের অবতারণা।

প্রথমোল্লিখিত অপরাধের কথা কোরআনেই স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে। ইব্‌লীসের বিতর্কমূলক দম্ভোক্তি শুনিয়া আল্লাহ বলিয়াছিলেন, তুই আমার দরবার হইতে নামিয়া قال : فاهبط منها، فما يكون لك ان تتكبر فيها ! فاخرج যা! এই মহান দরবারে তোর অহংকার انك من الصاغرين ! প্রকাশ করার অধিকার নাই, তুই দূর হইয়া যা, তুই একটা নীচ!——ঐ, ১৩ আয়ত।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইব্‌লীসের শুধু সিজ্‌দা না করাতেই আল্লাহর ক্রোধ বর্ধিত হয় নাই, যদি তাহাই হইত, তাহাহইলে তাহাকে অপরাধ স্বীকার করার সুযোগ দেওয়া হইতনা বরং সিজ্‌দা না করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে বিতাড়িত করা হইত, কিন্তু যে সুযোগ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে সে দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিল, আর আল্লাহর কাছে দাম্ভিকতা ও অহংকারের তুল্য ঘৃণ্য অন্য কিছুই নাই।

ইব্‌লীসের দ্বিতীয় অপরাধ ছিল, আল্লাহর অকাট্য আদেশের মুকাবিলায় কপোল কল্পিত যুক্তিতর্কের অবতারণা। কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে কেহ কেহ ইব্‌লীসের "আমিত্ব" ও বিতর্কের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা একথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অন্যান্য সকল বিষয়ের মত আমিত্ব বা খুদী আর যুক্তিতর্কেরও বাঁধা ধরা সীমা রহিয়াছে। জাতীয়জীবনে আমি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনস্বীকার্য হইলেও সৃষ্টি-কর্তার কাছে আমিত্বের বিসর্জন ও আত্মসমর্পণই সমধিক আবশ্যক। এইখানে আসিলে খুদীকে বেখুদীতে, অহংকে নির্বাণে পরিণত করিতে হয়।

আর যুক্তি ও তর্ক যাহাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও অকাট্য হওয়া চাই। যাহা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ, তাহার ভিত্তিতে কোন প্রকার অনুমান চলিতে পারেনা। ইব্‌লীসের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কাল্পনিক, ইহার কোন অকাট্য প্রমাণ ছিলনা আবার এই কল্পনা যে বিষয়কে ভিত্তি করিয়া সে গঠন করিয়াছিল, তাহাও ছিল আনুমানিক। "অগ্নি মৃত্তিকার চাইতে শ্রেষ্ঠ," এই দাবী কি অকাট্য? ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ? ইব্‌লীস যদি রসায়নশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইত, তাহাহইলে কদাচ সে এরূপ প্রগলভতা প্রদর্শন করিতনা কিন্তু বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান হইতে সেও ফেরেশ্‌তাদের মতই বঞ্চিত ছিল।

তারপর যুক্তির সমকক্ষতায় যুক্তির অনুমানের মুকাবিলায় অনুমানের অবতারণা কতকটা সার্থক হইলেও "নস্‌সে কত্‌য়ী" অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলের অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশের মুকাবিলায় "কিয়াস" ও অনুমান শুধু নিরর্থকই নয়, উহা মহাপাপও বটে। ইমাম হাসান বস্‌রী একদা সূরত-আল্‌আ'রাফের উল্লিখিত আয়তটি পাঠ করিয়া বলেন, দেখ, এক্ষেত্রে ইব্‌লীস "কিয়াস" করিয়াছিল আর সেই সৃষ্টিজগতে সর্বপ্রথম কিয়াসকারী। † মুহাদ্‌দিস্ ইব্‌নেসীরিন বলেন, "কিয়াস" বড়ই অশুভ কার্য, সর্বপ্রথম ইব্‌লীসই "কিয়াসের" আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হালাক হয়। চন্দ্র ও সূর্যের পূজা ও কিয়াসের কারণে প্রবর্তিত হইয়াছে। ¶

قاس ابليس، و هو اول من قاس!

القياس شئوم، و اول من قاس ابليس، فهلك و انما عبدت الشمس والقمر بالمقائيس

† সুনানে দারমী, ৩৬ পৃঃ; ইব্‌নে আবদুলবরের কিতাবুল ইল্‌ম (২) ৭৬ পৃঃ।

¶ ই'লাম (১) ৩০৯ পৃঃ; আলইহকাম (৮) ৩২ পৃঃ।

ইব্‌লীসের সহিত আদমের তুলনা

পিতা আদম ও জননী হাউওয়াও আল্লাহর আদেশ লংঘন করিয়াছিলেন, যে বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে তাঁহারা নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছেও আল্লাহ তাঁহাদের অবাধ্যতার কৈফিয়ত চাহিয়া বলিয়াছিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধ করিনাই? আমি কি তোমাদের বলিনাই যে শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু?—আল্‌আ'রাফ, ১২ আঃ। হযরত আদম ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের নির্দোষিতার প্রমাণ স্বরূপ ইব্‌লীস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেননাই, আল্লাহ আদমকে যে প্রজ্ঞায় বিভূষিত করিয়াছিলেন, তার বদওলতে তিনি উত্তম রূপেই বুঝিয়াছিলেন যে, আল্লাহর আদেশ লংঘণ করার কোন কৈফিয়তই গ্রাহ্য হইবার নয়, বরং উহা ধৃষ্টতা ও অহমিকারই পরিচায়ক হইবে। তাই জনক জননী উভয়েই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া আল্লাহর ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, হে প্রভু আমাদের, আমরা আপনার আদেশের অন্যথাচরণ করিয়া আমাদের নিজেদেরই সর্বনাশ সাধন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি আমাদের ক্ষমাদান না করেন আর আপনার অনুকম্পা আমরা লাভ করিতে না পারি, তাহাহইলে, প্রভুহে, আমাদের আশ্রয় কোথায়? আমরা যে একেবারেই সর্বস্বান্ত হইয়া যাইব—আল্‌আ'রাফ, ২৩ আঃ।

الم انهكما عن تلكما الشجرة و اقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين!

ربنا ظلمنا انفسنا، و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين!

সূরত-আলবাকারায় উল্লিখিত আছে, জনক জননী আল্লাহর ক্ষমা লাভ করিয়াছিলেন। আদমের আত্মসমর্পণের ফলেই সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহাকে এবং তাঁর বংশধরদিগকে জলস্থল ও অন্তরীক্ষের প্রভুত্ব দান করা হইয়াছে।

فتاب عليه، انه هو التواب الرحيم -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানুষকে [?] সিজ্দা করা যাইতে পারে কি?

আল্লাহর নির্দেশক্রমে ফেরেশ্তারা হয্রত আদমকে সিজ্দা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, তাহাহইলে কোন জীবিত বা মৃত মহাপুরুষকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনার্থে সিজদা করা চলিবেনা কেন?

এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর এইযে, ফেরেশ্তা আর মানুষ এক জাতীয় জীব নয়, সুতরাং যেরূপ মানুষের কোন আচরণ ফেরেশ্তাদের অনুসরণীয় নয়, ঠিক তদ্রূপ ফেরেশ্তাদের কোন কার্য মানব-সন্তানের অনুকরণীয় হইতে পারেনা।

দ্বিতীয় উত্তর এইযে, ফেরেশতাগণ সৃষ্টিকর্তা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই আদমকে সিজ্দা করিয়াছিলেন, এক্ষণে কোন মানুষ অন্য কোন জীবিত বা মৃত মানুষকে আল্লাহর আদেশক্রমেই সিজ্দা করিতে পারে কিন্তু তাহারা এরূপ আদেশ বা অনুমতিপ্রাপ্ত হয় নাই।

তৃতীয় জওয়াব এইযে, ফেরেশ্তারা আদমকে যে সিজদা করিয়াছিলেন, তাহার আকার সম্বন্ধে কোরআনে বা সহীহ সুন্নতে কোন উল্লেখ নাই। অভিধানে সিজ্দার অর্থ মাথা নোয়ানো (انحنى) আর মাটিতে কপোলদেশ স্থাপন করাও (وضع جبهته با لأرض) উল্লিখিত আছে। অবনত দৃষ্টিকে আরাবীতে عين ساجدة বলা হয়, যে গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে شجرة ساجدة বলিয়া অভিহিত করা হয়।†

ইমাম রাগেব কোর্আনের শব্দকোষে লিখিয়াছেন, সিজদার আসল হইতেছে খাটো হওয়া, বিনম্রতা প্রকাশ করা—মানুষ, পশুপাখী ও অচেতন পদার্থ সমস্তের জন্যই ইহার প্রয়োগ হয়। সিজ্দা দুই প্রকার, প্রথম ইচ্ছাকৃত, ইহা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট, যাহার দরুণে সে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, যেরূপ সূরত আন্নজ্মে আছে... "অতএব তোমরা আল্লাহর জন্য সিজ্দা ও ইবাদত কর।" অর্থাৎ তাঁহার কাছে বিনম্র হও। দ্বিতীয় প্রকার সিজ্দা বাধ্যতামূলক, এই সিজদায় মানুষ, পশুপাখী ও উদ্ভিদজগত সমস্তই শামিল। কোরআনের বিভিন্ন স্থানের মত সূরত রা'আদে এই সিজদার কথা বলা হইয়াছে, "আকাশ সমূহে আর ধরণীতে যাহা আছে, সকলেই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আল্লাহর কাছে সিজদা করিতেছে এবং তাহাদের ছায়াগুলিও!" ইহাই বাধ্যতামূলক সিজদা। সমগ্র চেতন ও অচেতন জগত যে সৃষ্টবস্তু, আর একজন ক্ষমতাবান প্রজ্ঞাশীলের সৃষ্টি এই সিজদায় তাহারই মৌন ইংগীত রহিয়াছে।

السجود : اصله التطامن و التذلل و هو عام فى الانسان و الحيوانات والجمادات و ذالك ضربان : سجود باختيار و ليس ذلك الا للانسان و به يستحق الثواب نحو قوله : فاسجدوا لله واعبدوا اى تذللو له - وسجود تسخير و هو للانسان و الحيوانات و النباتات - و على ذلك قوله : ولله يسجد من فى السموات و الارض طوعا و كرها و ظلالهم...... فهذا سجود تسخير و هو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة و انها خلق فاعل حكيم - و قوله اسجدوا لادم قيل : امروا بان يتخذوه قبلة و قيل امروا بالتذلل له و القيام بمصالحه و مصالح اولاده فائتمروا الا ابليس - و قوله : ادخلوا الباب سجدا اي متذللين منقادين - و خص السجدة فى الشريعة بالركن المعروف من الصلوة - و قد يعبر به عن الصلوة بقوله : و ادبار السجود اى ادبار الصلوة و يسمون صلوة الضحى سجود الضحى -

আর "আদমকে সিজদা কর"—বাক্যের ও আ'রাফে উল্লিখিত ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর আদেশের তাৎপর্য সম্বন্ধে একদল বিদ্বান বলেন, আদমকে শুধু কিব্লা করিয়া আল্লাহর জন্য সিজ্দা করিতে তাঁহারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন আর একদল বলেন, আদমের জন্য বিনম্রতা প্রকাশ এবং তাঁহার ও তদীয় বংশধরদের

† মুফ্রেদাত, ৩২১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হিতসাধনে ব্রতী হইবার জন্য ফেরেশত দিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, ইবলীস ছাড়া ফেরেশতাগণ সকলেই আল্লাহর আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলেন। আর সূরত বাকারায় বনীইস্‌রাঈলদিগকে "সিজদা করিতে করিতে সহরের তোরণে প্রবেশ" করিবার যে আদেশ উল্লিখিত আছে, তাহার অর্থ হইতেছে বিনম্র ও অনুগত হইয়া প্রবেশ করা। মোহাম্মদী শরীআতে নমাযের বিশিষ্ট একটি সর্বজনবিদিত নির্দিষ্ট রুকনকে সিজদা বলা হইয়া থাকে; কখন কখন স্বয়ং নমাযকেও সিজ্‌দা বলা হয় যেমন সূরত কাফে বলা হইয়াছে, "এবং তোমরা রব্বের প্রশস্তি জপ কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের প্রাক্কালে এবং নৈশ ভাগে আর প্রত্যেক

و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من الليل فسبحه و ادبار السجود -

সিজ্‌দা অর্থাৎ নমাযের অব্যবহিত পর।" দ্বিপ্রহরের পূর্ববর্তী নমাযকেও "সুজুত্ব যুহা" বলা হয়। §

সিজ্‌দার এই আভিধানিক সবিস্তার আলোচনার পর দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, অদৃশ্য-লোকে ফেরেশতাদের আদমকে "সিজদা" করার তাৎপর্য মাটিতে কপাল রাখিয়া নমাযের মত সষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হওয়া নয়। সুতরাং ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা করার ব্যাপার দ্বারা জীবিত বা মৃত কোন রাজা বাদশা, পীর, পয়গম্বর, ওলী দরবেশ প্রভৃতিকে সিজ্‌দা করার বৈধতা প্রমাণিত করা বাতিল ও অজ্ঞতামূলক।

চতুর্থ জওয়াব এইযে, আমাদের শরীয়াতের পূর্ববর্তী বিধি বিধান আমাদের দ্রষ্টব্য বা অনুসরণযোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) কে সর্বশেষ নবী মান্য করার তাৎপর্য এইযে, শরীআতে ক্রামশিক ভাবে পূর্ণ রূপায়ণ ঘটিয়াছে রসূলুল্লাহর (দঃ) আবির্ভাব দ্বারা। সুতরাং যে বিষয় কোরআন ও সুন্নাহতে নিষেধ করা হইয়াছে তাহার বৈধতা অতীত বিধি বিধানের সাহায্যে প্রমাণিত করিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক, ইহা "মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ"—এই স্বীকারোক্তিকে নস্যাৎ করিয়া দেয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্য্যায়ে আমরা সহোদরার বিবাহ, শত সহস্র স্ত্রী গ্রহণ, মদ্যপান ইত্যাদির শাস্ত্রীয় বৈধতা লক্ষ করিতে পারি। তাই বলিয়া কি আজও এই ব্যবস্থ গুলি বলবৎ থাকিবে? সামাজিক বিবর্তনের কোন অসম্পূর্ণ পর্যায়ে ভূলুণ্ঠিত আকারে অভিভাদনের প্রথা যদি বিদ্যমান থাকিয়াও থাকে, সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যনীতির পূর্ণ রূপায়ণের পরও সেই প্রত্যাখ্যাত প্রথারই অনুসরণ করিয়া যাইতে হইবে, এরূপ কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উচ্চারণ করিতে পারেনা। মোহাম্মদী শরীআতে আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর সিজদা যে হারাম ও মহাপাপ ঘোষণা করা হইয়াছে, আমরা অতঃপর কোরআন ও সুন্নাহ হইতে তাহা প্রদর্শন করিব।

১। কোরআনের সূরত আন্‌নজমে কথিত হইয়াছে: অতএব তোমরা শুধু আল্লাহকেই সিজদা কর এবং তাঁহারই ইবাদতে রত থাক—৬২ আয়ত।

و اسجد وا لله واعبدوا

"ইবাদত" যে শুধু আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট, সূরত আলফাতিহার পঞ্চম আয়তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাহার বিশদ আলোচনা শেষ করা হইয়াছে, সুতরাং যেরূপ কোন সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত হারাম, সেইরূপ ইবাদতের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক সিজদাও এই আয়তদ্বারা সকল সৃষ্ট বস্তুর জন্য হারাম সাব্যস্ত হইবে।

২। সূরত আলহজ্জে আদেশ দেওয়া হইয়াছে: দেখ বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, তোমরা শুধু তোমাদের প্রভুর নিকটেই রুকু ও সিজদা কর এবং তাঁহারই ইবাদত করিতে থাক আর সৎকার্য সম্পাদন কর—৭৬ আয়ত।

يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير -

এই আদেশের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, রুকূ ও সিজদা আল্লাহর ইবাদতেরই নিদর্শন আর এই কার্যগুলি যিনি রব্ব, শুধু তাঁহারই প্রাপ্য, আল্লাহ ব্যতীত যে অপর কোন রব্ব নাই, তাহা সর্বস্বীকৃত। অতএব আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর সিজ্‌দা ও রুকূ হারাম!

৩। সূরত হা-মীম-আস্‌সিজ্‌দায় কঠোরকণ্ঠে এই সতর্কবানী উচ্চারিত হইয়াছে! আল্লাহর মহিমার যে দুই

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر' واسجدوا لله الذى خلقهن' ان كنتم اياه تعبدون

§ মুকদ্দমাতুল কোরআন, ২২২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

জলন্ত প্রতীক সূর্য আর চন্দ্র, তোমরা সেই সূর্যকে সিজ্‌দা করিবেনা, চন্দ্রকেও নয়, যিনি উহাদের স্রষ্টা, তোমরা শুধু তাঁহারই উদ্দেশে সিজদা কর, যদি সত্যই তোমরা শুধু একক তাঁহারই ইবাদত করিতে চাও —৩৭ আয়ত।

এই আয়তের লক্ষণীয় বিষয়গুলি হইতেছে নিম্নরূপ :

(ক) একমাত্র ইবাদত সৃষ্টিকর্তারই করিতে হইবে।

(খ) ইবাদতের অন্যতম রূপ হইতেছে সিজদা।

(গ) চন্দ্র ও সূর্য যেহেতু সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, সুতরাং উহাদের সিজদা হারাম।

ফলকথা, উল্লিখিত আয়তের সাহায্যেও সমুদয় সৃষ্টবস্তুর সিজ্‌দা নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হইতেছে।

যেসকল হাদীসে মানুষের সিজদাকে হারাম করা হইয়াছে সেগুলির সংখ্যা নিরূপন করা সহজসাধ্য নয়। নিম্নে মাত্র কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে :

ইমাম আহমদ জননী আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) কতিপয় মুহাজিরও আনসারের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি উষ্ট্র আসিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)কে সিজদা করিল। সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনাকে চতুষ্পদ আর গাছপালাও সিজদা করিয়া থাকে অথচ আপনাকে সিজদা করার আমরাই বেশী হকদার। রসূলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন, ইবাদত শুধু তোমাদের রব্বের করিবে আর তোমার ভ্রাতার সম্মান রাখিবে। †

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان فى نفر من المهاجرين والانصار فجاء بعير فسجدله - فقال اصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر، فنحن احق ان نسجد لك ! فقال اعبدوا ربكم و اكرموا اخاكم !

এই হাদীসে "সিজদাকে" শুধু আল্লাহর জন্য সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে, কারণ উহা চরম দাসত্বের আর পরম ইবাদতের পরিচায়ক। রসূলুল্লাহ (দঃ) নিজেকে সৌজন্য পুরঃস্বর ভ্রাতারূপে অভিহিত করিয়া তাঁহার জন্য আন্তরিক অনুরাগ ও প্রকাশ্য আনুগত্যের দাবী জানাইয়াছেন—তিবী।

দারমী উৎকৃষ্ট সনদ সহকারে জাবিরের প্রমুখাৎ ও তাবারানী ইবনে আব্বাসের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, لا ينبغى لبشر ان يسجد لبشر - কোন মানুষের পক্ষে অপর কোন মানুষকে সিজদা করা বৈধ নয়।

ইমাম আহমদ ও নসয়ী আনস বিনে মালিকের বাচনিক সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر -

আবুদাউদ, নসয়ী, ইবনেমাজা ও হাকেম মুআয বিনে জবলের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি ইয়ামান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) কে সিজদা করায় হযরত (দঃ) বলিলেন একি ? মুআয বলিলেন আমি ইহুদী ও খৃষ্টানদের দেখিয়াছি,— তাহারা তাহাদের বড় বড় পাদ্রীদের সিজদা করিয়া থাকে, আমিও তাহাদের বলিয়াছিলাম, একি ব্যাপার ? তাহারা জওয়াব দিয়াছিল, ইহা নবীগণের সালামের পদ্ধতি ! রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাহাদের নবীগণের নামে মিথ্যা অভিযোগ আবিষ্কৃত করিয়াছে, তুমি কখনও এরূপ করিওনা। অপর রেওয়ায়ত অনুসারে রসূলুল্লাহ (দঃ) মুআযকে বলিয়াছিলেন, আচ্ছা বল দেখি, তুমি আমার কবরে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করিলে কি কবরে সিজ্‌দা করিবে ? মুআয বলিলেন, না। তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দেখ, তোমরা এরূপ কার্য কখনও করিওনা। †

فقال يا معاذ ما هذا ؟ قال ان اليهود لتسجد لعظمائها و رايت النصارى لقسيسها، قلت ما هذا ؟ قالوا تحية الانبياء - فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذبوا على انبياءهم، لا تفعل !

ارايت لو مررت بقبرى، اكنت تسجد له - فقلت لا - فقال لا تفعلوا !

† মিশকাত, ২৮৩ পৃঃ।

† মিশকাত, ২৮২ পৃঃ; জামেসগীর (২) ২১০ পৃঃ; তফসীরে কবীর (১) ৪২৭ পৃঃ; ইবনুলহাজ—মদখল (২) ২৫৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাফেয ইব্‌নেকসীর সল্‌মান ফার্সী সম্পর্কে তাঁহার তফ্‌সীরে লিখিয়াছেন, একদা মদীনার কোন রাস্তায় রসূলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে সিজ্‌দা করেন। তখন সল্‌মান সবেমাত্র ইস্‌লামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, দেখ সল্‌মান, আমাকে সিজ্‌দা করিওনা, যিনি চিরঞ্জীবি ও মৃত্যুঞ্জয়ী, তুমি শুধু তাঁহাকেই সিজ্‌দা কর। †

ان سليمان لقى النبى صلى الله عليه و سلم فى بعض طرق المدينة وكان سلمان حديث السن بالاسلام، فسجد النبى صلى الله عليه و سلم، فقال لا تسجد لى يا سلمان و اسجد للحى الذى لا يموت -

আবুদাউদ স্বীয় সুননে আবুউমামার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) লাঠিতে ভর দিয়া বাহির হইলেন, আমরা তাঁহার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, আজামীরা যেরূপ পরস্পরের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, তোমরা সেই রূপ দাঁড়াইওনা।

خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم متكئا على عصاء فقمنا له، فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا -

তিরমিযী আনস্ বিনে মালিকের বাচনিক উদ্ধৃত করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তির তদীয় বন্ধু বা ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেকি তাহাকে মস্তক অবনত করিয়া অভিভাদন করিবে? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন দিবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, না। লোকটি পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, তবে কি তাহার হস্তধারণ পূর্বক তাহার সহিত মুসাফহা করিবে? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ!

الرجل يلقى اخاه او صديقه اينحنى له؟ قال: لا - قال افيلتزمه و يقبله؟ قال لا! قال: افياخذه و يصافحه؟ قال نعم -

ইমাম মুস্‌লিম ও আবুদাউদ জাবির বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (দঃ) পীড়িত অবস্থায় বসিয়া বসিয়া নমায পড়িতেছিলেন, আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়াইয়া ইক্‌তিদা করিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে দাঁড়ান অবস্থায় দেখিয়া বসিয়া নমায পড়ার জন্য ইংগীত করিলেন, তখন আমরাও বসিয়া বসিয়া নমায পড়িলাম। নমাযান্তে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা পারস্য ও রোমকদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তাহাদের সম্রাটরা বসিয়া থাকে অথচ তাহারা তাহাদের জন্য দণ্ডায়মান হয়। আবুদাউদের রেওয়ায়তে আছে, অজামীরা যেরূপ পরস্পরকে সম্মান দেখায়, তোমরা আমার প্রতি সেরূপ সম্মান-প্রদর্শন করিওনা।

اشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلينا و راءه و هو قاعد..... فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: ان كدتم آنفا تفعلون فعل فارس و الروم يقومون على ملوكهم و هو قعود، فلا تفعلوا - ولا تعظمونى كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا -

শায়খুল ইসলাম ইব্‌নেতয়মিয়া শেষোক্ত হাদীস প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, দেখ, নমাযের মধ্যে কিয়াম ফরয, অথচ রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাগণকে উহা হইতে নিরস্ত থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন আর ইমামের উপবেশন কালে মুসলমানদের দাঁড়াইয়া নমায পড়াকে পারস্য ও রোমকদের তাহাদের নেতৃস্থানীয়গণের জন্য দণ্ডায়মান হইবার রীতির অনুকরণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। মুক্তাদি আল্লাহর উদ্দেশেই দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, ইমামের উদ্দেশে নয়, তথাপি তাদের দাঁড়াইতে নিষেধ করা হইল। এই ভাবে নমাযের সময়ে আল্লাহর উদ্দেশ্য কোন মানুষের সম্মুখভাগে

৫০৬এর পাতায় নিম্নভাগে দ্রষ্টব্য

† তফসীরে ইবনেকসীর (৫) ২২২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম হুসাইন বিনে আলী বিনে আবিতালিব (রাযিঃ)
ও
সম্রাট ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া বিনে আবিছুফয়ান

মূল : শায়খুলইসলাম ইমাম ইবনেতয়মিয়া

(৫)

আমরা সকলে একথা ভালভাবেই অবগত আছি যে, প্রত্যেক মুসলমানই কোননাকোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অন্যায় অনাচারে জড়িত থাকেই। যদি লা'নত অর্থাৎ অভিসম্পাতের দ্বার এমন ব্যাপক ভাবে খুলে দেওয়া যায়, তাহ'লে অধিকাংশ মৃত মুসলমানই লা'নতের খপ্পরে পড়েযাবে। অথচ মৃত মুসলমানদের জন্য আল্লাহ আমাদের দোআ করতেই আদেশ দিয়েছেন, অভিসম্পাত করার অনুমতি দেননি। বিশেষ করে জীবিতদের চাইতে মৃতদের অভিসম্পাত করা গুরুতর পাপ। রছূলুল্লাহ (দঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এরূপ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: সাবধান! لا تسبوا الاموات، فانهم قد افضوا الى ما قدموا ! তোমরা মৃত ব্যক্তিদের কটূক্তি করোনা, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে। শুধু এইটুকুই নয়, আবুজিহলের মত সর্ববাদীসম্মত ইসলামবৈরীকে যখন কতিপয় মুসলমান গালমন্দ করছিলেন, তখনও রছূলুল্লাহ (দঃ) তাঁদের বাধা দিয়ে বলেছিলেন, দেখ, তোমরা لا تسبوا اموتنا فتوذوا احياءنا আমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনদের (তারা যদি কাফেরও হয়) কটূক্তি করোনা, কারণ এ.তক'রে তোমরা আমাদের জীবিতদের মনঃকষ্টের কারণ হবে।

একবার ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলকে তাঁর পুত্র সালিহ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আব্বা, আপনি ইয়াযীদকে অভিসম্পাৎ করেননা কেন? ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, তুমি متي رايت اباك يلعن احدا ؟ তোমার বাবাকে কবে কোন ব্যক্তিকে অভিসম্পাৎ করতে দেখেছ? কেহ কেহ ইয়াযীদকে লা'নত করার বৈধতা প্রমাণিত করার জন্য নিম্নলিখিত আয়তগুলি উপস্থিত করে থাকেন,— الا لعنة الله على الظالمين তোমরা অবহিত হও যে, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর লা'নত—ছুরত-হূদ। ছুরত মোহাম্মদে মুসলমানদের বলা হয়েছে, فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم - দেখ, তোমাদের যদি শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করা হয়, তাহলে কি ভূপৃষ্ঠে তোমরা অরাজকতা সৃষ্টি করবে আর জ্ঞাতিত্বের বন্ধন ছেদন করে ফেলবে? দেখ, যাদের এরূপ আচরণ, তাদের আল্লাহ অভিসম্পাৎ

৫০৫এর পাতার পর

সিজদা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, যদিও সেই ব্যক্তি বিশেষকে সিজদাকরা নমাযীর উদ্দেশ্য নয়। এইরূপ আগুনকে সিজদা করার উদ্দেশ্য না থাকলেও আগুনকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। †

শায়খুল ইসলাম স্বীয় ফতাওয়ায় লিখিয়াছেন, মাটি চুম্বন করা বা মাটিতে মাথা ঠেকান প্রভৃতি সিজদাসূচক কার্যকলাপ যাহা পীর ও রাজা বাদশার সম্মুখে কতক লোক করিয়াথাকে, কোন ক্রমেই জায়েয নয়, রুকুর অনুরূপ অবনত হওয়াও বৈধ নয়। আর পুণ্য ও ধর্ম মনে করিয়া এইরূপ রুকু সিজদা সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ, এই উদ্দেশ্য লইয়া যেব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে রুকু বা সিজদা করে, সে ধর্মভ্রষ্ট ও মিথ্যাবাদী। ¶ (ক্রমশ:)

---

† সিরাতেমুস্তকীম ৩১ পৃঃ।

¶ ফতাওয়ায় ইবনেতয়মিয়া (১) ১১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করেছেন, তাদের বধির আর তাদের চক্ষুকে অন্ধ ক'রে দিয়েছেন—২২ ও ২৩ আয়ত। ইমাম ইবনেতয়মিয়া বলেন, উল্লিখিত উভয় আয়তের তাৎপর্যই ব্যাপক, নির্ধারিত নয়, সুতরাং ব্যাপক লা'নতের ব্যবস্থা শুধু ইয়াযীদের জন্য নির্ধারিত হবে কি করে? স্বয়ং বনি-হাশিমদের কেহ কেহ পরস্পরের সঙ্গে ইযাযীদের চাই-তেও জঘন্য ব্যবহার করেছে। যদি উল্লিখিত আয়ত দু'টির ব্যাপক নির্দেশ অনুসারে ইয়াযীদকে লা'নত করা বৈধ হয়, তাহ'লে বনীহাশিমদের মধ্যে আলাব্বী ও আব্বাসীদের কোন মুসলমানই লা'নত থেকে রক্ষা পাবেনা। আর এই ভাবে সমুদয় মুসলমানের প্রতি লা'নতের দুয়ার মুক্ত হয়ে যাবে।

ইয়াযীদের বৃহত্তম অপরাধের মধ্যে মক্কা ও মদীনা-বাসীদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অন্যতম। মদীনার আশ্-রাফদের সংখ্যেই নিহত হ'য়েছিলেন, একথা যেমন সঠিক নয়, নিহতদের সংখ্যা ১০ হাজার ছিল, সেকথাও তেমনি সত্য নয়। রসূলুল্লাহর [দঃ] রওযাশরীফে বা পবিত্র কবর পর্যন্ত নিহতদের রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল, এসব কথাও সম্পূর্ণ অলীক! আর কা'বা শরীফকে লাঞ্ছিত করা ইস্‌লামের পূর্বে বা পরবর্তী যুগে কারুর পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি। যে কোন ব্যক্তি এই অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হ'য়েছে, সে নিজেই নেস্তনাবুদ হয়েগেছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, কর্‌মতী বাতেনীদের কুফ্‌র সর্বাপেক্ষা বড়, এরা হজ্জের মও-সুমে হাজীদের হত্যা করে যমযমের কূপে নিক্ষেপ করে-ছিল আর পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তরকে কা'বার দেহ হ'তে উপ্‌ড়িয়ে নিজেদের দেশে নিয়েগিয়ে দীর্ঘকাল আটক করে রেখেছিল, কিন্তু তারাও কা'বা অধিকার করতে সক্ষম হয়নি, তাদের সীমাহীন ষড়যন্ত্র ও প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও আজও কা'বার গৌরব ও সম্ভ্রম সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে। এই কর্‌মতীরা সৃষ্টির সবচাইতে বড় কাফের, পক্ষান্তরে উমাইয়া ও আব্বাস গোষ্ঠির মুসলিম রাজা-বাদশা আর তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে ইয়াযীদের প্রতি-নিধি হোক কিংবা আবদুলমালিকের প্রতিনিধি হাজ্জাজই হোক একজনও কা'বাশরীফের মর্যাদাহানির উদ্দেশ্যে কোনদিন অগ্রসর হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ বিনে যুবায়রের সময়ে কা'বা শরীফ অবরোধ বা মঞ্জনীকের ব্যবহার করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা ইবনে যুবায়রের বিরুদ্ধেই, কা'বাশরীফের বিরুদ্ধে নয়!

শিয়ারা ইমাম হুসাইনের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কতকগুলি আজগৈবী হাদীস রচনা করেছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছেযে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, হুসাইনের হত্যা-কারী একটি আগুনের বাক্সে নিক্ষিপ্ত হবে, সমস্ত দুযখীর অর্ধেক শাস্তি সে একাই ভোগ করবে, তার হাত পা আগুনের শিকলে বেঁধে তাকে দুযখে ফেলা হবে আর এঅবস্থায় সে দুযখের তলদেশে পতিত হবে, তার দেহ থেকে এরূপ ভীষণ দুর্গন্ধ নির্গত হবে যে, সমস্ত দুযখবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উক্ত দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাঁদাকাটি করবে কিন্তু সে এই অবস্থাতেই অনন্ত কাল দুযখে পড়ে থাকবে। ইমাম ইবনেতয়মিয়া বলেন, এই হাদীসটি একেবারেই জাল, রসূলুল্লাহর (দঃ) নামে মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করতে যারা লজ্জা ও সংকোচের ধার ধারেনা, তারাই এই হাদীস তৈরী করেছে। কোথায় একটা দুর্বল মানুষ আর কোথায় গোটা দুযখের অর্ধেক শাস্তি! ফিরআউনের গোষ্ঠির শাস্তি, দস্তরখান-ওয়ালাদের গোষ্ঠির শাস্তি, মুনাফিক আর সমস্ত কাফের-দলের শাস্তি, নবীগণের ঘাতক আর প্রাথমিক মুসলিম-দের হত্যাকারীদের শাস্তি এমন কি তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের ঘাতকদের শাস্তি এই শিয়াদের কাছে হুসাইনের হত্যাকারীর শাস্তির তুলনায় একান্তই আকাঞ্চৎকর!

শিয়াদের এই বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নাসে-বীদের অভ্যুদয় ঘটেছে। তারা দাবী করে বসেছে—হুসাইন রাষ্ট্রদ্রোহী খারেজী ছিলেন আর তাঁকে হত্যা করা ঠিকই হয়েছে, কারণ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, একজনকে রাষ্ট্রাধিনায়ক মেনে নিয়ে তোমাদের সংঘ-বদ্ধ হওয়ার পর যদি কেউ অধিনায়কত্বের (ইমাম) দাবী উত্থিত ক'রে এগিয়ে আসে আর এই ভাবে মুস্-

من اتاكم و امركم على رجل واحد، يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লিম জামাআতে বিভেদ সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়, তা'হলে সে যে কেউ হোক না কেন, তোমরা তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে,—মুসলিম।

কিন্তু আহ্‌লেসুন্নতগণ শিয়া আর নাসেবী উভয় দলের বাড়াবাড়িকেই অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, ইমাম হুসাইন মযলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন আর যারা ওঁকে হত্যা করেছিল তারাই ছিল যালিম আর সীমা লংঘনকারী। রসূলুল্লাহর যে হাদীস নাসেবীরা উপস্থিত করে থাকে, ইমাম হুসাইনের প্রতি তা প্রযোজ্য হ'তে পারেনা, কারণ ইমাম হুসাইন মুসলিম সংহতিকে বিপন্ন করেননি, শাহাদত লাভের পূর্বেই তিনি মদীনা ফিরে আসতে অথবা সীমান্তের জিহাদে প্রেরিত হ'তে অথবা ইয়াযীদের নিকট গমন করতে ইচ্ছুক হ'য়েছিলেন। তিনি মুসলিম সংহতির অন্তর্ভুক্তই ছিলেন, সংহতি বিরোধী কার্যে তিনি লিপ্ত হ'নান। তিনি যে কয়েকটি বিষয়ের দাবী উপস্থিত করেছিলেন, একজন নগণ্য মুসলমানও এই দাবীগুলি উপস্থিত করলে তা গ্রাহ্য করে নেওয়া অবশ্যকর্তব্য ছিল, অথচ যালিমরা ইমাম হুসাইনের মত ব্যক্তির এই দাবীগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিল। যেক্ষেত্রে ইমাম হুসাইন ইয়াযীদের কাছেও নীত হ'তে প্রস্তুত ছিলেন, সেক্ষেত্রে কয়েদ বা হত্যা করা দূরে থাক, তাঁকে আটক করাও তাদের পক্ষে বৈধ ছিলনা।

আর একটি জাল হাদীস শিয়ারা এই মর্মে গড়েছে যে, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে কেউ আমার পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করবে আর আমার বংশধরদের সম্বন্ধে আমাকে দুঃখ দেবে, তার প্রতি আল্লাহর আর আমার ক্রোধ কঠোরতর হবে।

اشتد غضب الله و غضبى على من اراق دم اهلى و آذانى فى عترتى -

শায়খুল ইসলাম বলেন, একথা কোন হাদীসশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করেননাই আর অকাট মূর্খ ছাড়া হযরতের নামে এরূপ কথা উচ্চারণ করাও কারুর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

কারণ রক্ত সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্বন্ধের চাইতে ঈমান ও পরহেযগারীর সম্পর্ক অধিকতর পবিত্র! রসূলুল্লাহর গোষ্ঠির কেউ (আল্লাহ না করুন) যদি এরূপ কোন কাজ করে বসে, যার দরুণে হস্তকর্তন বা তাকে বধ করা আবশ্যক হ'য়ে উঠে, তা'হলে মুসলিম-বিদ্বানগণের ইজ্‌মা সূত্রে তার হস্তকর্তন বা বধ সাধন বৈধ হবে। কারণ বুখারী স্বীয় সহীহ গ্রন্থে রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী এক দল এই কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল যে, তাদের ভদ্রসমাজের কেউ চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত আর দুর্বলদের মধ্যে কেউ চুরি করলে তারা তার উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতো। আল্লাহর শপথ! (নাউযুবিল্লাহ) মোহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করে বসলে তারও হস্ত কর্তিত হবে।

انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد - و ايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها -

অতএব কোন হাশেমী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে, চুরি করলে তার হাত কেটে দেওয়া হবে, কোন হাবশী, রুমী, তুর্কী, দয়লমী যে কোন মুসলিম হোক না কেন, তাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করলে সে হাশেমীর প্রাণদণ্ড হবে। কারণ রসূলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সমস্ত মুসলমানের রক্তের পবিত্রতা সমান; এতে কম বেশী নেই! সুতরাং হাশেমী আর যে হাশেমী নয়, উভয়ের রক্তের মূল্য অভিন্ন, অবশ্য উভয়ই যদি আযাদ মুসলমান হয় তবেই! হাশেমীর রক্ত প্রবাহিত করা আর যে হাশেমী নয়, তার রক্ত প্রবাহিত করা—উভয় অপরাধই সম্পূর্ণ সমান। অতএব রসূলুল্লাহর (দঃ) পক্ষে একথা বলাযে, শুধু তাঁর পরিবারবর্গের কাহারো রক্ত প্রবাহিত করাতেই আল্লাহর ক্রোধ বর্ধিত হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ অবাস্তব বরং অসম্ভব।

المسلمون تتكافأ دماؤهم

যে মুনাফিক রসূলুল্লাহর (দঃ) নবুওতে দোষ ধরতে ইচ্ছুক অথবা রসূলুল্লাহ (দঃ) যে সাম্য ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠাকল্পে দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন, তার স্বরূপ সম্পর্কে যে মূর্খের কোন সম্বিত নেই, কেবল তাদের পক্ষেই এই সব জাল উক্তি রসূলুল্লাহর (দঃ) নামে রটনা করা সম্ভবপর। (সমাপ্ত)

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি বৃটিশ সরকারের অবিচার

(৫)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

বাংলার অনেক মুসলমানের ব্যক্তিগত গোপনীয় পত্র এবং সংবাদপত্রাদির মধ্য হইতে তাহাদের শোচনীয় মর্ম্মান্তিকতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা হইতে ফারসী ভাষায় প্রকাশিত "দুর্ব্বীণ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় (১৮৬৯ সালের ১২ই জুলাই তারীখের দুর্ব্বীণ) এই মর্ম্মে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, "ক্রমে ক্রমে ছোট বড় সকল প্রকার সরকরী চাকুরী হইতে মুসলমান সমাজকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত চাকুরী অন্য সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দুদিগকে দেওয়া হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়কে তুল্য দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কিন্তু মুসলমানদের ভাগ্যবিড়ম্বনা বশতঃ সরকারী ঘোষণা ছাড়া তাহাদের জন্য সকল প্রকার সরকারী চাকুরীর দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের দফ্‌তরে কয়েকটি পদ খালি হইয়াছিল এবং সেজন্য কমিশনারের পক্ষ হইতে কলিকাতা গেজেটে এই মর্ম্মে পরিষ্কার ভাষায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে যে, "উক্ত পদ গুলির জন্য হিন্দু প্রার্থী ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের চাকুরী-প্রার্থীর দরখাস্ত গৃহীত হইবেনা।"

ফারসী ভাষায় প্রকাশিত দুর্ব্বীণ পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ মন্তব্য পরীক্ষার কোন দলীল প্রমাণ আমার নিকট না থাকিলেও দীর্ঘ দিনের মধ্যে যখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হয় নাই তখন ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে।

প্রকৃত ঘটনা হইতেছে এই যে, যে অল্পসংখ্যক মুসলমান যুবক নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া সরকারী চাকুরী লাভের পক্ষে যোগ্য হইয়াছে তাহাদিগকে চাকুরী দেওয়া ত দূরের কথা, বরং সরকারী ঘোষণা দ্বারা তাহাদের চাকুরীর দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। তারপর প্রতিটি বিভাগের ইংরেজ বড় সাহেবদের মেজাজ দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন মুসলমানের নাম শুনিতেও বিরক্তি বোধ করেন।

কিছুদিন পূর্বে উড়িষ্যার মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট যে আবেদন পেশ করা হইয়াছিল নিম্নে উহা উল্লেখ করিতেছি। আবেদন-পত্র খানির ভাষা অনেকের নিকট হাস্যের খোরাক যোগাইলেও প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের পক্ষে অতীতের বিজয়ী মুসলমানের বর্ত্তমানের শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মযাতনার কারণ হইবে, এবং আবেদনপত্রের বৃত্তান্ত যখনই কোন চিন্তাশীল হৃদয়বান লোকের স্মরণে আসিবে তখনই তিনি মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান মর্ম্মান্তিক অবস্থা স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে বাধ্য হইবেন। বলাবাহুল্য, আবেদনপত্র খানির ইংরাজী-ভাষা ভূলত্রুটিপূর্ণ হইলেও নিজেদের শোচনীয় দশা জানাইবার জন্য স্বল্প শিক্ষিত লোক দ্বারা উহা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

আবেদন পত্রখানি এই ঃ—

"আমরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনুগত হিসাবে এই কথা জানাইতে চাহিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল প্রজাকে সমদৃষ্টিতে দেখা কর্ত্তব্য এবং সেই নিরপেক্ষতা প্রমাণের প্রকৃষ্ট পরীক্ষার স্থান হইতেছে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে লোক নিয়োগের বেলায় প্রত্যেক সভ্য গবর্ণমেণ্ট জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য। কিন্তু উড়িষ্যার মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য বশতঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এখানে সেই নীতি সম্প্রতি উপেক্ষিত হইতেছে সামান্যমাত্র অনুসন্ধান লইলে তাহা আপনি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিবেন। আমাদের জন্য সকল প্রকার সরকারী চাকুরীর দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে উড়িষ্যার মুসলমানদিগকে নিদারুণ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইয়া নিষ্পেষিত হইতে হইতেছে। উড়িষ্যার মুসলমানগণ ভারতের অতীত শাসকগোষ্ঠির বংশজাত এবং সম্ভ্রান্ত। কিন্তু আজ তাহারা চরম আর্থিক সংকটের যাতাকলে নিষ্পেষিত হইয়া সমূলে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের অবস্থা জলাসয়শূন্য মাছের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অতীতে আমরা যে সমস্ত উচ্চ পদে অভিষিক্ত ছিলাম, তাহা ঘুচিয়া যাওয়ার পর কোন নূতন পদ আমাদের ভাগ্যে জুটিতেছেনা। আমাদের সমাজের নূতন শিক্ষিত যুবকগণ সরকারী চাকুরী লাভের পক্ষে যে অন্য কাহারো তুলনায় যোগ্যতায় কম নহে, সামান্যমাত্র পরীক্ষা দ্বারা আপনি বুঝিতে পারিবেন। রাজার যোগ্য প্রতিনিধি স্বরূপ আপনি আমাদের শাসন পালনের জন্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাই আমরা সরল ভাষায় আমাদের অবস্থা আপনার গোচরে আনিয়া আবেদন জানাইতেছি যে, আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ব্যবসা, বাণিজ্য এবং চাকুরী ইত্যাদির কোন উপায়ই বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে নাই। অবস্থা এতদূর শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে যে, জীবিকার জন্য আমরা গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীর যেকোন দূর দেশে যাইতেও প্রস্তুত রহিয়াছি। আমরা আপনাকে নিশ্চিত ভাবে জানাইতেছি যে, আপনি যদি আমাদের কাহাকেও সপ্তাহে ১০শিলিং (৭॥ টাকা) বেতনের অঙ্গীকারে হিমালয়ের তুষার শীতল চূড়ায় অথবা সাইবিরিয়ার মরুপ্রান্তরে প্রেরণ করেন তবে সেজন্যও আমরা প্রস্তুত আছি। আশা করি আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আমাদের শিক্ষিত সন্তানদিগকে উপযুক্ত সরকারী চাকুরীদানের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের দুর্দশা মোচনে সহায়তা করিবেন।"

এস্থলে সত্য কথা এই যে, মুসলমান সমাজের সম্মুখে সরকারী চাকুরীর দ্বারসমূহ রুদ্ধ হওয়াই যে তাহাদের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার অন্যতম প্রধান কারণ, এই সত্য অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। বাংলার মুসলমানদের প্রতিভা ও যোগ্যতা যে অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় কম নহে সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। কিন্তু তবুও তাহাদিগকে সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইতে হইতেছে কেন? তাহাদের বর্ত্তমান হাবভাব দেখিয়া মনে হয় তাহারা তাহাদের জীবন-যাত্রার মানকে বর্ত্তমানের এই শোচনীয় দশা হইতে উন্নত করার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং সুযোগ সুবিধা পাইলে যে তাহারা তাহাদের সেই আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। সরকার সমগ্র বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার জাল বিস্তার করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। কিন্তু সেই সকল স্কুলে যাহারা শিক্ষালাভ পূর্বক সরকারী দফ্‌তরসমূহে চাকুরী করতঃ সম্মানজনক জীবন যাপনের পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের প্রায় সকলেই হিন্দু। মুসলমানগণ আপনাপন সন্তানদিগকে ইংরাজী স্কুলে দিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন। এই দ্বিধার মূলে একটি গুরুতর কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান সমাজ তাহাদের মানষিকতাকে ইংরাজী শিক্ষার সহিত খাপ খাওইয়া লইতে পারিতেছেননা। এই শিক্ষা পদ্ধতিকে তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির পরিপন্থী বলিয়াও মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও মনে করিয়া থাকেন যে, যে ইংরাজ মুসলমানের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা পূর্ব্বক এই দেশে আশ্রয় লাভ করিয়া পরে ষড়যন্ত্রক্রমে তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের সাম্রাজ্য ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীনতাচ্যুত করিয়াছে, দৈহিকভাবে তাঁহারা ইংরাজের অধীন হইলেও মানষিক ভাবেও কি তাঁহারা ইংরাজের দাসত্ব স্বীকার করিয়া লইবে? বলাবাহুল্য, মুসলমানের এই যে মানষিকতা, উহাই তাহাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে দূরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুর অবস্থা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইতিপূর্ব্বে তাহারা যখন মুসলমানের শাসনাধীনে ছিল তখন তাহারা সরকারী চাকুরী লাভের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য তৎকালীন সরকারী ভাষা ফারসী ভাষায় জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক সরকারী চাকুরী লাভ করিয়া সম্মান প্রতিপত্তির জীবন যাপন করিয়াছে। তৎকালীন উচ্চস্তরের হিন্দুগণ ফারসীর মাধ্যমে এরূপ চরম জ্ঞানার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনেক চিন্তাশীল হিন্দু লেখক কাব্য, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে ফারসী ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়া সুধী-সমাজে প্রতিভা অর্জ্জন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, অতীতকালের ইতিহাস ঘাটিলে দেখা যাইবে যে, অনেক অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান উচ্চফারসী শিক্ষিত হিন্দুকে আপনাপন সন্তানবর্গের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং কালের গতির সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হিন্দুর সম্মুখে যখন ইং-রাজী শিক্ষার দ্বারোন্মুক্ত হইল তখন তাহারা স্কুল কলেজে প্রবেশ পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করে সরকারী নানা বিভাগে চাকুরী লাভ করিয়া জীবনকে সুখ সমৃদ্ধিতে উন্নত করিতে যত্নপর হইয়াছে।

উদারপন্থী সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের শাসন-কালে হিন্দুর মধ্যে ব্যাপক আকারে ফারসী শিক্ষা প্রসারলাভ করে। এই সময়ের অনেক হিন্দু কবির রচিত ফারসী কবিতা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজস্বসচিব রাজা টোডরমল যখন ঘোষণা করিলেন যে, এখন হইতে রাজস্ব দফতরের সমস্ত হিসাব নিকাশ ফারসীভাষায় লিখিতে হইবে তখন রাজস্ব ও অর্থ দফতরের সমস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী উৎসাহ সহকারে ফারসী শিখিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই সঙ্গে সরকারী চাকুরী লাভের সুবিধা বুঝিয়া সাধারণ হিন্দুগণও ব্যাপকভাবে ফারসী শিক্ষা লাভের জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠে। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যাহারা সরকারী চাকুরী লাভের সুবিধা বুঝিয়া উৎসাহ সহকারে ফারসী শিখিয়াছে তাহাদের সম্মুখে যখন ইংরাজী শিক্ষার দ্বারোন্মুক্ত করিয়া বলা হইল যে, "ইংরাজী শিখিতে পারিলে সরকারী চাকুরী লাভ সহজ হইবে তখন তাহারা দ্বিধাশূন্য মনে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কিন্তু মুসলমান সমাজের অবস্থা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা যখন তাহাদের হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই তাহারাই ছিল মস্তিষ্ক স্থানীয়। নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি চালিত অনেক বিজ্ঞব্যক্তি একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমরা যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছি এবং যে শিক্ষা পদ্ধতিকে আমরা পূর্ব্বতন শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করিয়া থাকি, মুসলমান আমলের শিক্ষাপদ্ধতি ইহা অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিলনা। কারণ যে শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর রাজনীতি ও সমর নীতিবিদ এবং অর্থনীতি, সমাজনীতি ও উৎকৃষ্ট শাসন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিভাবান রাষ্ট্রনীতিবিদ হইতে আরম্ভ করিয়া মানব জাতির চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি ও দার্শনিক সৃষ্টি হইয়াছে, সেইশিক্ষা পদ্ধতিকে অবজ্ঞা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন বিজ্ঞ-জনোচিত কাজ হইতে পারেনা। [মিঃ এ. সি. বে, কে. সি, এস, আই এই মতের সমর্থক] এই ফার-সীর মাধ্যমে মুসলমান শাসকগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল যাবত সুচারু রূপে রাজ্য শাসন করিয়া অনেকে আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। উহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে চাহিলে পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি আখ্যা দিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত। কেবল যে মুসলমানরাই সেই শিক্ষার মধ্যদিয়া প্রতিভা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে তাহা নহে, হিন্দুগণ ফারসী শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের নানা ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া সকলের দৃষ্টি পথারূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছেন। মুসলমান কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সেই শিক্ষা স্থলে আমরা যখন নূতন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা উপস্থিত করিলাম তখন হিন্দুর পক্ষে উহাতে ততটা নূতনত্ব বোধ হয় নাই। কারণ ইতিপূর্বে তাহারা যে মনোবৃত্তি-চালিত হইয়া চাকুরী লাভের সুবিধার্থে ফারসী শিখিয়াছে সেই মনোবৃত্তি-চালিত হইয়া তাহারা ইংরাজী শিক্ষা লাভের জন্য উৎসাহিত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণ একদিকে তাহাদের সাম্রাজ্য প্রাসাদ ধ্বংস হইতে দেখিয়াযেমন তাহারা মর্ম্মাহত হইল,

www.ahlehadeethbd.org

তেমনি আর একদিকে নূতন শিক্ষা পদ্ধতিকে তাহারা তাহাদের জাতীয় রুচির বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিল। এজন্য আমরা মুসলমানদিগকে নির্কোধ আখ্যা দিয়া যতই তিরস্কার করিনা কেন, অতীতের একটি ঐতিহ্যপূর্ণ শাসকজাতির নিকট হইতে তাড়াতাড়ি পূর্ব গৌরব বিস্মৃত হওয়া আশা করা যায়না অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, প্রতিভা, কর্মদক্ষতা এবং মস্তিষ্ক শক্তিতে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানগণ যদি হিন্দুর সহিত একযোগে ইংরাজী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত তাহা হইলে তাহারাই যে সরকারী চাকুরীর পক্ষে যোগ্যতম বিবেচিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ রাজ্য পরিচালনার প্রতিভা মুসলমানের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট। এস্থলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহা হইতেছে এই যে, ভারতের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাঁহাদের শাসনের প্রথম পঁচাত্তর বৎসরকাল মুসলমান প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সেই শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্তদিগকে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন উহার হেতু কি? এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিধাশূন্য চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, তৎকালে ভারতে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষাপদ্ধতির তুলনায় মুসলমান-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি উত্তম ছিল এবং সেই জন্য আমরাও উহাকে অযোগ্য আখ্যা দিয়া বাতিল করিতে পারি নাই, তবে উহাতে আমাদিগকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, সেকথা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই অসুবিধা এড়াইবার জন্য যেই আমরা নূতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিলাম অমনি মুসলমান সমাজের অবস্থা ঠিক আকাশ হইতে ভূপতিত হওয়ার ন্যায় সর্ব্বনাশকর হইয়া পড়িল। তাহারা এই নূতন শিক্ষা পদ্ধতির সহিত নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে না পারায় সরকারী চাকুরী সমূহের দ্বার তাহাদের জন্য বন্ধ হইয়া গেল।

কেবল ভাব প্রবনতাই যে মুসলমান সমাজকে ইংরাজী শিক্ষা হইতে দূরে রাখিয়াছিল তাহা নহে। ঐশিক্ষা তাহাদের ধর্মীয় ভাবে আঘাত হানিবে বলিয়া তাহারা সন্দেহ করিয়াছিল। এ জন্য স্বীয় ধর্মকে কলঙ্কিত এবং আত্মাকে কলুষিত না করিয়া তাহারা এই শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে কিনা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে মুসলমানদের অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের সেই ধরণের সন্দেহের মূলে যে সত্য ছিল তাহা ঘটনাবলীর দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু জীবন যুদ্ধের প্রতিযোগীতায় পরাজিত হইয়া অবশেষে তাহাদিগকে সেই অস্ত্র ত্যাগ করিতে হইয়াছে। পরবর্ত্তী অবস্থারও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম ইংরাজী স্কুল কলেজ হইতে বাহিরে থাকিয়া ভারতীয় যুবকগণ (হিন্দুযুবক) যেরূপ কঠোর ভাষায় তাহাদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে বিষোদ্গিরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বর্ত্তমানে তাহার বেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শরীয়তজ্ঞ আলেম শামসুল হিন্দ (শাহ আবদুল আযীয) পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে যে ফতওয়া দিয়াছিলেন এবং ইতিপূর্বে এই পুস্তকের কয়েক স্থানে—যাহা আলোচিত হইয়াছে,—সেই ফতওয়া লইয়া মুসলমানগণ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই সর্ব্বজনমান্য ধর্মীয় ব্যবস্থাদাতা এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, "ইংরেজের অধীনে মুসলমানদের পক্ষে চাকুরী করা সর্বক্ষেত্রে অবৈধ নহে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈধ, কতক বৈধ ও অবৈধের মধ্যবর্ত্তী স্থানীয়, আবার কতক সম্পূর্ণ অবৈধ। ইংরেজের অধীনে পূর্ত্ত, সেচ ও জনস্বাস্থ্য বিভাগে মুসলমানের পক্ষে চাকুরী করা বৈধ। কারণ উহার মাধ্যমে পথ, ঘাট, পুল ও পুষ্করিণী এবং রোগীদের চিকিৎসালয় ইত্যাদি জনকল্যাণকর কার্য্যে সহায়তা করার সুযোগ পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, ইসলামী শরীয়ত এই শ্রেণীর জনকল্যাণকর কার্য্যাবলীকে উৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া গণনা করিয়াছে। মুফতী বা শরীয়তের ব্যবস্থাদাতার চাকুরীও বৈধ। চৌর্য্য, ঘুষ ও রেযোওয়াৎ ইত্যাদি দুর্নীতি দমন মূলক বিভাগের চাকুরীও বৈধ। কারণ শরীয়ত ঐ সমস্ত পাতকের মূলোৎপাটনের জন্য মুসলমানদিগকে বাধ্য করিয়াছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং অশান্তি দমন বিভাগের চাকুরীও বৈধ। তবে এই ক্ষেত্রে আর একটি

www.ahlehadeethbd.org

স্পেন বিজয়

(নাটক)

মোহাম্মদ আসাদুয্‌যামান বি, এস-সি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩য় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রহরীর প্রস্থান)

মুসা—মন দৃঢ় হও, খোদা আমার প্রাণে অসীম শক্তির সঞ্চার কর যাতে স্নেহ, দয়া, মায়া ও প্রীতির জন্য আমি কর্তব্যচ্যুত না হই।

(তারিক, তারিফ, জুলিয়ান ও ফিলিপের প্রবেশ)

তারিক—আছ্‌ছালামু আলায়কুম।

মুসা—ওয়া আলায়কুমাছ্‌ছালাম! জুলিয়ান আজ তোমারই জন্মভূমিতে, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে আমি আনন্দিত। তোমার কন্যার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিশোধ এইবার নিতে পারবে বন্ধু। তারিক, তোমার সৈন্যদল সবই এসে পড়েছে?

তারিক—আমি দূতমুখে আপনার আদেশ পেয়ে সমস্ত সেনাদল নিয়ে দ্রুতগতি আপনার সঙ্গে মিলিত হয়েছি। পশ্চাতে শুধু রসদবাহী সেনা আছে তারাও আজ সূর্য্যাস্তের পূর্বে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।

মুসা—তারিক, তোমার অপূর্ব রণকৌশল ও অসাধারণ শাসন ক্ষমতায় আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ। কিন্তু তুমি আমার অনুমতির অপেক্ষা না করে রডারিকের পশ্চাদ্ধাবন করে প্রধান সেনাপতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছ। তার জন্য তোমাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

তারিক—আদেশ করুন সালারে আ'যম।

মুসা—আমার আদেশ উপেক্ষা করার শাস্তি স্বরূপ তোমাকে সমস্ত সেনাদলের সম্মুখে একশতটি বেত্রদণ্ড গ্রহণ করতে হবে।

জুলি ও ফিলিপ একত্রে—বেত্রদণ্ড!

মুসা—আমার আদেশ এই মুহূর্তে পালন কর তারিক।

তারিক—আমি শাস্তি গ্রহণ করতে যাচ্ছি জনাব।

(প্রস্থান)

জুলি—সালারে আ'যম, আমিই আপনাকে প্ররোচিত করেছি এদেশ আক্রমণ করে আমার কন্যার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু আজ আমি তা চাইনা আমি চাই তারিকের দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার।

মুসা—জুলিয়ান!

জুলি: হ্যাঁ সালারে আরব আমি তাই চাই। বন্ধু তারিকের দোষ নেই আমিই তাকে প্ররোচিত করেছিলুম রডারিকের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য। যদিও শাস্তি

প্রশ্ন হইতেছে এই যে—কাফের রাজার অধীনে ঐ সমস্ত বিভাগে চাকুরী গ্রহণ মুসলমানের জন্য বৈধ কিনা? উহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মিসরের কাফের বাদশাহ ফেরাউন যখন প্রজাকুলকে আসন্ন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে রক্ষার জন্য ব্যাকুলিত হইয়া হজরত ইউছুফ (আঃ) এর স্মরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে খাদ্য স্বরাষ্ট্র ও অর্থদফতরের দায়িত্ব-ভার গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তখন তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা পূর্বক ঐ সকল বিভাগে ওয়ারতী দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানদিগকে অত্যাসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবার উহার পরবর্তীগণের (পাঁচশত বৎসর পরের) ফেরাউন বংশীয় অন্যতম কাফের বাদশাহের সহধর্মীনী যখন শিশু মুছা (আঃ) কে স্তন্য দানের জন্য হজরত মুছার মাতাকে বেতনভুক দুগ্ধ দাতা নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মানব কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাফেরের অধীনেও মুসলমান চাকুরী গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু পদসমূহের লক্ষণ ও গুণাগুণের উপর উহাদের বৈধতা ও অবৈধতা নির্ভরশীল। যেমন মাদক দ্রব্য নিবারণের চাকুরী উৎকৃষ্ট ও বৈধ। কিন্তু উহার প্রচলন দফতরের (আবগারী) চাকুরি গ্রহণ করিলে তাহা সম্ভবতঃ হারাম হইবে।" (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিতে হয়। তবে সে দণ্ডাদেশ আমারই প্রাপ্য। সালারে আযম! এই হতভাগ্য প্ররোচক কাউণ্ট জুলিয়ানের পৃষ্ঠদেশ বেত্রাঘাতে বক্র করে ফেলুন। আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জর্জরিত করুন আমারই সর্বদেহ, তবুও রক্ষা করুন নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শুভ্র চরিত্র ধর্মের একনিষ্ঠ উপাসক তারিককে। (জানু গাড়িয়া করজোড়ে উপবেশন)

মুসা—বন্ধু! তুমি অন্য ধর্মাবলম্বী হয়ে সামান্য কয়েক দিনের মেলামেশায় তারিকের মধুর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়েছ—আর আমি একই ধর্মের সেবক হয়ে বহু দিনের একত্রে অবস্থানের পরও কি তাকে সামান্য ভালবাসতেও সক্ষম হইনি? তারিকের বীরত্ব আমার প্রাণে এনে দেয় উন্মাদনা, তার শান্ত, সৌম্য বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্তি আমার নয়ন দেয় জুড়িয়ে—তার সরল অমায়িক মধুর ব্যবহার আমার হৃদয়কে করে ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ। বন্ধু জুলিয়ান, আমি তারিককে ভালবাসি, তাকে গভীর ভাবে স্নেহ করি, তাই তার ভিতর যা ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তা আমি বিশুদ্ধ করে নিতে চাই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

জুলি—সালারে আযম —।

মুসা : হ্যাঁ বন্ধু আমি তারিককে গড়ে তুলতে চাই মুসলিম সেনাদলের আদর্শ হিসাবে। তার জন্য আমাকেও কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। কতবার আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি দুর্বলতা দূর করে দিয়ে মনকে দৃঢ় করে দেওয়ার জন্য। তবুও তার আঘাত-জর্জরিত রুধিরাক্ত স্মৃতি আমার নয়নে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে—আমি নিজের বিরুদ্ধে নিজেই বিদ্রোহী হয়ে উঠি। —আল্লার পবিত্র কালাম পাঠে মনকে শান্ত করি।

(কম্পিত কলেবরে রুধিরাক্ত তারিকের প্রবেশ)

তারিক—সালারে আ'যম, আপনার মূর সেনা আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

মুসা—এস ভাই, এস বন্ধু, ধন্য তুমি, ধন্য ইসলামের শিক্ষা—আর ধন্য আমি তোমার ন্যায় সহকর্মী পেয়ে।

জুলি—সেনাপতি তারিক মূর!

তারিক—হ্যাঁ বন্ধু, ইসলামের দীন সেবক তারিক, উত্তর আফ্রিকার আটলাস পর্বতে বিচরণকারী অসভ্য বর্বরদের বংশধর।

জুলি—আশ্চর্য্য!

মুসা—আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই বন্ধু! ইসলাম কোন বংশগত, জাতিগত বা ভৌগলিক বৈষম্য স্বীকার করেনা। যে মুহূর্তে কোন মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সে মুহূর্ত হতে সে বিরাট মুসলিম পরিবারের একজন হয়ে যায়—তখন সে কার্যদক্ষতা ও চরিত্রগুণে যে কোন পদে অধিষ্ঠিত হ'তে পারে, হউক না তা যতই গুরুত্বপূর্ণ। ফর্সা-কাল, উঁচু-নিচু, আরবী-আযমী মূর-স্পেনীয় সবকে সমান করে দেয় যে মন্ত্র সে মন্ত্র হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ।

জুলি—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু—

মুসা—কাউন্ট জুলিয়ান, বন্ধু—

জুলি—সালারে আযম, ইসলামের সৌন্দর্য্য প্রতি মুহূর্তেই আমায় আকর্ষণ করছিল এর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে। কিন্তু নিজের পৈত্রিক ধর্মের মোহে এতদিন তা পারিনি। আজ আমার সমস্ত মোহ ভেঙ্গে গেছে—আজ আমি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছি আমি একজন মুসলমান, ইসলাম আমার ধর্ম, কলেমা আমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ—

ফিলিপ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর-রছুলুল্লাহ—

মুসা : ফিলিপ?

ফিলিপ : হ্যাঁ আমি। আমি অনেকদিন আগেই এধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলুম—আজ বহিঃ প্রকাশ করে পুরোপুরি দীক্ষিত হয়ে গেলুম।

মুসা : ফুল এতদিন কুড়ি ছিল—আজ বিকশিত হয়ে গন্ধে চারিদিক আমোদিত করল।

(জুলিয়ান ও ফিলিপকে আলিঙ্গন করিয়া দুই জনকে দুপার্শ্বে রাখিয়া বাহুবেষ্টন করিল)

আল্লার মহিমায় স্পেন বিজয় আমার সমাধা হয়ে গেছে এই দেখ তার বিজয় নিশান। এখন শুধু বাকী আছে ঐ দৃশ্যমান রডারিকের রাজপ্রাসাদ হতে আল্লার পবিত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাম ঘোষণা করা। বল বন্ধুগণ, আজকের এই অভূতপূর্ব্ব বিজয় সাধন করলে কোন প্রথিতযশা বীর ?

সকলে। তারিক! তারিক!

মুসা। (তারিককে) চেয়ে দেখ বন্ধু আজই সবাই তোমার বিজয়ে উৎফুল্ল, তোমারই মঙ্গল কামনা করে জয়ধ্বনি করছে। বল বন্ধু, আমি কি অন্যায় করছি ?

তারিক। সালারে আ'যম! কোরআন যার পথের নিশানা বলে দেয় সেকি অন্যায় অবিচার করতে পারে ? বহু জনপদ অধিকার করেছি কিন্তু প্রাণে কোনদিন শান্তি পাইনি। আজ আমার অন্যায়ের শাস্তি গ্রহণ করে এক অনাবিল শান্তি অনুভব করছি, দেহের যন্ত্রণা সব ভুলে গেছি।

মুসা। বন্ধুগণ! ইউরোপের খৃষ্টান শক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষাদিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার জন্য তলেডোর যুদ্ধক্ষেত্রে তারিককেই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলুম, আমি সন্য দলের পশ্চাদভাগ আগলিয়ে থাকব পলায়ন পথ রুদ্ধ করে দিয়ে। তোমরা এতদিন রণকৌশল দেখে মুগ্ধ হয়েছ ; যৌবন দৃপ্ত বীরত্বের আদর্শ প্রতীক তারিকের বাহুবল দেখে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হবে।

(৩য় দৃশ্য)

স্থান—কারাগার। কাল—একপ্রহর

জেমস্ একাকী মনে মনে বই পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পড়ার পর বই বন্ধ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল ; আবার বড় বড় করিয়া পড়িতে লাগিল।

জেমস্। তিনি আজ বিজয়ীর বেশে মক্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন। বিধর্ম্মীরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ; তারা হজরতের উপর তাদের অকথ্য অত্যাচারের কথা ভাবিতে লাগিল। কিন্তু হজরত সব ক্ষমা করিলেন। ঘোষণা করিলেন "হে আমার দেশবাসী তোমরা ভয় করিওনা, আমি তোমাদের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইতে আসিয়াছি, শত্রুতা করিতে নয়। তিনি ভুলিয়া গেলেন কোরেশদের দীর্ঘদিনের অত্যাচারের কথা তাঁকে অবরুদ্ধ করিয়া অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়ার কথা—তাঁকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথা। তিনি স্বপ্রনোদিত হইয়া তাঁর হতভাগ্য দেশবাসীর জন্য আল্লার দরগায় দোওয়া করিলেন। কি আশ্চর্য্য ত্যাগ! কি অভাবনীয় দয়া! হবেই বা না কেন ? তিনি যে ছিলেন রহমতুল্লিল আলামীন। (বই বন্ধ করিয়া) রক্ষী!

(রক্ষীর প্রবেশ)

জেমস্। "রহমতুল্লিল আলামীন" অর্থ কি ?

কাঃ রক্ষী। "রহতুল্লিল আলামীন" অর্থ হচ্ছে বিশ্ববাসীর জন্য আল্লার রহমত—আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রছুলকে এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর রহমত বা দয়া হিসাবে! এই বিশ্ববাসীকে পাপ থেকে পুণ্যের দিকে আহ্বান করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দয়া করে পাঠিয়েছেন—তাই তিনি হয়েছেন "রহমতুল্লিল আলামীন" অর্থাৎ বিশ্ববাসীর জন্য আল্লার মূর্তিমান দয়া।

জেমস্। আশ্চর্য্য তোমাদের নবীর জীবন—সামান্য এতিম অবস্থা থেকে রাজ্যেশ্বর হলেন নিজের চরিত্র গুণে—আর পাপে জরাজীর্ণ একটা উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে গড়ে তুললেন পৃথিবীর শেরা জাতি হিসাবে। যতই তাঁর জীবনী পড়ি ততই আকৃষ্ট হই। কিন্তু তোমাদের ধর্ম্মের বিধানগুলি যেমন নমায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির তাৎপর্য আমি বুঝতে পারি না। এ গুলি বাদ দিয়ে শুধু কলেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার প্রথা থাকলে আমার মনে হয় তোমাদের ধর্ম্ম মানুষের অধিকতর গ্রহণযোগ্য হত।

কাঃ রক্ষী। আমি মূর্খ মানুষ এগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। কিন্তু আমি অত্যুক্তি কর্‌ছিনা এই বিধানগুলি পালন করলে আমার বেশ আনন্দ হয়, মনের ভিতর এক অনাবিল আনন্দস্রোত বয়ে যায়।

জেমস্। তোমার সেই দীক্ষাগুরু ফকির বোধ হয় জানে ?

কাঃ রক্ষী। হাঁ রাজকুমার তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত তাঁর যুক্তি অখণ্ডনীয়।

জেমস্। কিন্তু তোমার সেই ফকিরের সঙ্গে একবার দেখা করাতে পারলেনা ?

কাঃ রক্ষী। তাঁকে আমি বলেছিলুম। কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রধান বাধা হচ্ছে আপনী বন্দি বলে।

জেমস্। কেন আমি বাইরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতুম।

কাঃ রক্ষী। তা হয়না কুমার, তিনি বললেন বন্দিকে বাইরে নিয়ে যাওয়া কোন রাজার আইনেই নেই।

জেমস্। তবে তিনিই এখানে আসতে পারতেন।

কাঃ রক্ষী। রাজার আদেশ ব্যতিরেকে কারাগারে প্রবেশও অন্যায়। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করতে পারলুমনা। বাইরে কে জানি ডাকছে আমি একটু আসি কুমার।

(প্রস্থান)

(জেমস্ আবার বই পড়িতে লাগিল।)

জেমস্। হজরতের দয়া বৃথাই গেলনা। অন্ধকার দূর হল, নব প্রভাতের সূচনা করিল। দলে দলে মক্কাবাসীগণ ইস্‌লাম কবুল করিল।

(কারারক্ষীর আদেশপত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

কাঃ রক্ষী। শুভ সংবাদ রাজকুমার। মহামান্য রাজাই আপনার দণ্ডাদেশ মওকুফ করে দিয়ে মুক্তি দিয়েছেন। এই দেখুন আদেশপত্র। (আদেশ-পত্র দেখাইল)

জেমস্। ও তাই নাকি দেখি (দেখিয়া) কিন্তু একি, আমার মন যে আজ কারাগারই চায়। পিতা আমাকে কারাগার হতে মুক্তি দিলেন বটে, কিন্তু আমি যে তোমার স্নেহ কারাগারে চিরদিনের জন্য বন্দি রইলুম। এ মুক্তি যে আমার কোন দিনই মিলবেনা আর মিললেও আমি তা চাইনা।

কাঃ রক্ষী। জেমস্! মানুষের জীবনই এমন —স্রোতের টানে কে কখন কার সঙ্গে মিলিত হয়; রচনা করে ভালবাসার নীড়; আবার কর্ত্তব্য যখন আহ্বান করে তখন সেই সযত্ন রচিত সুখের নীড়টা ভেঙ্গে দিয়ে যায় এই মানব জীবনের রীতি। তবুও এ নীড় ভাঙ্গতে প্রত্যেকেরই মন ব্যথায় আকুল হয়ে উঠে—বুক ভেংগে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস।

জেমস্। নয়নের জল আমার দৃষ্টিশক্তিকে ঝাপসা করে দিয়ে আমার গতিপথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে—তবুও আমায় যেতেই হবে। একদিকে দুর্দ্দম্য মুসলিম বাহিনী অপর দিকে সমস্ত ইউরোপের ক্ষাত্রশক্তি—এ যুদ্ধে আমার স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হবে! যদি মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে জয়ী হয় তবে বুঝব মোহাম্মদের ধর্ম্মই সত্য। রক্ষী, আমাকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেনা,—আমি যে বের হবার রাস্তা ভুলে গেছি।

কাঃ রক্ষী। নিশ্চই;—আর তা ছাড়া বাইরে শা ফকির সাহেব অপেক্ষা করছেন তাঁর সঙ্গে পরিচয়টাও করে দেই।

পট পরিবর্ত্তন

(কারাগারের ফটকের কাছে শাহ ফকিরকে দেখা যাইতেছিল। জেমস্ ও কারারক্ষীর প্রবেশ)

কাঃ রক্ষী। ঐ যে তাপস প্রবর দাঁড়িয়ে আছেন উনিই আমার দীক্ষাগুরু।

জেমস্। (আগাইয়া গিয়া) আমি আপনাকে ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, যদি বালক বলে উপেক্ষা না করেন তবে বাধিত হব।

ফকির। বল বৎস কি তোমার প্রশ্ন?

জেমস্। আপনারা প্রত্যহ পাঁচবার নমায পড়েন কেন?

ফকির। আমাদের ধর্ম্মে আছে, আল্লাহ তায়ালা মানুষ এবং জ্বেন জাতিকে শুধু তাঁর এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যখন যে কর্ম্মই করিনা কেন, সর্ব্ব সময়েই আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি। যদি কোন কাজের চাপে বা সম্পদের মোহে ভুলেযাই তারই জন্য প্রত্যহ বাধ্যতামূলক ভাবে পাঁচবার অনুশীলন করতে হয়।

জেমস্। রোযা?

ফকির। দীর্ঘ একমাসের উপবাসে পাকস্থলী সতেজ হয়, তার কার্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, কুপ্রবৃত্তি দমন হয়। মনে একাগ্রতা আসে আর ধনি দরিদ্র সবারই রোযা রাখতে হয় বলে, সম্পদ শালীরাও বুঝতে পারে যে উপবাস করা কত কষ্টকর। তাই তারা কৃপণের ধন সঞ্চয় না করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে।

জেমস্। আর অজস্র অর্থ ব্যয় করে হজ করা।

ফকির হজ আর জাকাত শুধু ধনিদের জন্য, বৎস। যারা বিত্তশালী, জীবনে অন্ততঃ একবার হজ

www.ahlehadeethbd.org

করা আল্লার নির্দেশ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুনিয়ার সব মুসলমান একত্রিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে, তাতে তাঁরা ভুলে যান তাঁদের বংশগত, দেশগত সংকীর্ণতা, অনুভব করেন ইসলামের এক বিরাট ঐক্য। আর মহাপ্রভু আল্লাহ তায়ালা বিত্তশালীদের সঞ্চিত ধনের এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দেবার জন্য স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এতে অন্ধ, অচল, এতিমেরা সাহায্য পায় বলে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারিত হয়। বৎস জেমস্! ইসলামের প্রত্যেকটি আদেশ নির্দ্দেশের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গেলে প্রত্যেকটির জন্যই সৃষ্টি হবে এক একটি বিরাট গ্রন্থ। আমি শুধু সংক্ষিপ্ত সার কথা তোমায় বল্লুম।

জেমস। কিন্তু ফকির সাহেব, ইসলামের ভাগ্যাকাশে যে ঘনায়মান দুর্য্যোগ তার কি হবে?

ফকির। বৎস আমাদের কর্তব্য আমরা করব, আর আল্লাহ তাঁর ধর্ম তিনি নিজে রক্ষা করবেন। সে জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবেনা।

(১ম মোসাহেব দুইজন সৈন্য সহ প্রবেশ করিল)

১ম মোঃ। তোমার চিন্তা তুমি কর চাঁদ! এতদিন পালিয়ে পালিয়ে ফিরছিলে, এবার মজা গ্রহণ কর। কুমার, আপনাকেও বোধ হয় এ যাদুকরটা যাদু করতে চেয়েছিল? সৈন্যগণ একে বন্দীকর।

জেমস্। না, না, তুমি ভুল করছ সেনাপতি, এ যে ফকির নয় এ খুব ভাল মানুষ।

১ম মোঃ। এঁ্যা, সেই যাদুকরটিরও এই রকম চেহারা ছিল। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। সে গেল কোথায়? মহারাজের আদেশ তাকে ধরতেই হবে, শূলদণ্ড দিতেই হবে।

জেমস্। সে একটু আগেই এই দিকে গেল।

১ম মোঃ। যাই তবে তাড়াতাড়ি যাই। কি ভেজালটাই না হয়েছে এই চাকুরীটা নিয়ে—এখন প্রাণ বাঁচলে হয়। (প্রস্থানোদ্যত)

ফকির। শোন সেনাপতি, আমিই সেই ফকির যাকে তোমরা ধরবার জন্য খুঁজছ, আমার নাম শাহ্ ফকির। রাজকুমার আমায় বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলেছে। যদি তোমার রাজার হুকুম হয় তবে বন্দী কর।

জেরস্। ফকির সাহেব!

ফকির। জেমস, বৎস! মুসলমান জীবনে কোনদিন মিথ্যা বলতে পারে না, এই আমাদের নবীর আদর্শ শিক্ষা। নিজের এই তুচ্ছ জীবন বাঁচাতে গিয়ে মহানবীর আদর্শচ্যুত হব?

১ম মোঃ। তাইত বলি, ফকির সাহেব এমন ভাল মানুষ-নিরীহ-সত্যবাদী। যদি তোমার মত সব মুসলমান হত তবে তার ভয় কিসের? তবে তারিক নাকি ঢাল তলোয়ার ছাড়া কথাই বলেনা। ভয় ঐ গোঁয়ারটার জন্য। চল ফকির সাহেব আর আমার কথাটি যেন মনে রেখ। তারিককে বলে দিও যে আমি খুব ভাল মানুষ, রাজার দেশ না হলে তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ দুটিতে মাথা ছুঁয়াতাম কিন্তু তার বদলে হাতকড়ি পরাতে হচ্ছে। হা অদৃষ্ট—

(১ম মোসাহেব হাতকড়ি লাগাইল)

ফকির। চল সেনাপতি তোমাদের রাজার কাছে।

(১ম মোসাহেব, ফকির ও সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান)

জেমস্। স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব গ্রহণ করলে! আশ্চর্য!

কারারক্ষী। ইসলাম যুগেযুগে এমনই আশ্চর্য্য থাকবে রাজকুমার।

৪র্থ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ কক্ষ। কাল—অপরাহ্ন

জেমস্ একাকী গবাক্ষপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছিল।

রডারিকের প্রবেশ।

রডা। জেমস্!

(জেমস্ শুনিতে পাইলনা। রডারিক ধীরে ধীরে জেমসের কাছে যাইয়া তার কাঁধে হাত রাখিল!)

রডা। জেমস্, বৎস—

জেমস্। (ফিরিয়া চাহিয়া)—কে বাবা?

রডা। তুমি চিন্তা করছিলে জেমস্?

জেমস্। কই না ত, কোন চিন্তা ত করছিলুমনা।

রডা। তুমি এতই তন্ময় ছিলে যে আমার প্রথম ডাক শুনতেই পাওনি।

জেমস্। অনেকদিন কারাগারে ছিলুম সেখানে রক্ষীদের কর্কশ ধ্বনি আর কয়েদীদের কাতর আর্তনাদে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই মৃদু ও মধুর সম্বোধন শুনতে পারিনি।

রডাঃ। জেমস্ অভিমান করনা বৎস!

জেমস্। অভিমান?—অভিমান কার উপর করব বাবা? তুমি রাজা আর আমি তোমার প্রজা। প্রজা কি রাজার সঙ্গে অভিমান করতে পারে? সেখানে নেই ভালবাসার সম্পদ,—সেখানে আছে শুধু ভয়—ভীতি আতঙ্ক।

রডা। জেমস্!

জেমস্। হাঁ বাবা, আর যার কাছে অভিমান খাটত সেই ওলিভা বুবু ত আর নেই, মাকে দেখেছি কিনা মনে পড়েনা।

রডা। তোমার মায়ের স্মৃতি তোমার মনে পড়েনা, তোমাকে অতি ছোট রেখে তিনি পরপারে চলে গেছেন। কিন্তু মায়ের অভাব ত তোমাকে কোনদিনই অনুভব করতে হয়নি।

জেমস্। বাবা—

রডা। এই রডারিক তোমাকে যক্ষের মত আগলে রেখেছে তার লৌহকঠিন বক্ষের অন্তরালে। তোমাকে আমার উপযুক্ত বংশবীর করে গড়ে তুলে ভবিষ্যতে স্পেন সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত করার কি অদম্য স্পৃহা তোমার এই হতভাগ্য পিতার অন্তরে বিরাজিত তা তুমি কেমন করে বুঝবে?

জেমস্। আমি ভুল করেছি বাবা, আমি মার্জ্জনা চাই।

রডা। জেমস্, বৎস! আমি স্পেন সিংহাসনে আমার বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইউজিটার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছি, এই রাজসিংহাসন কণ্টকমুক্ত করার জন্য মিথ্যা সন্দেহে বৃদ্ধ মন্ত্রীকে পর্য্যন্ত হত্যা করতে কুণ্ঠিত হইনি। তবুও আমার কি মনে হয় জেমস্—আমার মনে হয় স্পেনের রাজলক্ষী আমার দিক হতে মুখ ফিরিয়েছেন।

জেমস্। বাবা—

রডা। ভূমধ্য সাগরে উত্তাল তরঙ্গ তুলে যে আরবশৌর্য্য স্পেন উপকূল ভাসিয়ে দিল—আমি দেখতে পাচ্ছি, তার আঘাত এই প্রাসাদে লাগবে।

জেমস্। বাবা, একি দুর্বলতা তোমার? স্পেনরাজ রডারিক আজ লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যে সজ্জিত হয়ে মুর্খ, অর্দ্ধ শিক্ষিত মুসলিম বাহিনী দেখে ভীত হচ্ছে।

রডা। রডারিক ভীত আতঙ্ক গ্রস্ত, একি বলছ জেমস্? কেশরী স্থবির হলেও পদাঘাত সম্ভবেনা। রডারিক বিলাসী, মদ্যপায়ী হতে পারে তবু—তবুও সে বীর পুরুষ। যদি সমক্ষেত্রে মুসার শিক্ষালাভে সক্ষম না হই, তবে হৃদয় শোণিত নিঃশেষ করে দিয়ে আশ্রয় লাভ করব মহানিদ্রার কোলে, তবু ভীত আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে মুসার কৃপাপ্রার্থী হতে পারবনা। জান জেমস্, মুসা আমার কাছে সন্ধির জন্য দূত পাঠিয়েছিল।

জেমস্। কি সর্ত্ত ছিল তাতে?

রডা। সন্ধির সর্ত্ত বড়ই ঘৃণ্য ও অপমানজনক আমি যদি রাজ্যের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিয়া জিজিয়া কর দিতে সম্মত হই তা হ'লে সে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হতে নিবৃত্ত হতে পারে। আমি তার দূতকে বলে পাঠিয়েছি রডারিক দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করেনা, তার পরিচয় সে সম্মুখ যুদ্ধেই পাবে।

জেমস্। ইউরোপের রাজন্য বর্গের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে যে দূত পাঠিয়েছিলেন, তারা কি সে আবেদনে সাড়া দিয়েছে?

রডা। হ্যাঁ তারা সবাই বিস্তর সৈন্য সাহায্য আমায় করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ বাণীও পাঠিয়েছে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ! মন্ত্রী ও সেনাপতি মহোদয় আপনার দর্শন প্রার্থী।

রডা। তাঁদের এখানে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

রডা। আশ্চর্য্য মন্ত্রী ও সেনাপতি হয়েছে আমার! এরা শুধু তোষামোদ ও চাটুকারিতাই জানে, মন্ত্রণা ও বীরত্বে সবাই অভূত পারদর্শী। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

নারী স্বাধীনতা

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের
বি-এ (অনার্স), ই, পি, সি, এস, ডি-লিট্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চাকরী করিতে গিয়া নারী কোন দিক দিয়াই স্বাধীন বা উন্নত হয় নাই, বরং পুরুষের কামানলে ইন্ধন যোগাইবার এক অভিনব শ্রেণীর ক্ষেত্রসৃষ্টি করিয়াছে। চাকরীর অর্থই পরাধীনতা। জনৈক ভুক্তভোগিনী (শিক্ষয়িত্রী) মনের দুঃখে লিখিয়াছেন, "বাঁদীগিরি ত প্রকৃত পক্ষে আমরাই কর্‌ছি। উপরওয়ালার হুকুম তামিল কর্‌তে গিয়ে পান থেকে চুনটি খস্‌লেই হাজার রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তিনি ত আর স্বামী নন যে, রাগ করে দেবো দু কথা শুনিয়ে। দয়াও নেই, মায়াও নেই, সম্পর্ক শুধু কাজের সঙ্গে। বাড়ীতে এসে কি করে যে সময় কাটাই, ভাব্‌তে গেলে কান্না আসে। বাঁদীত আমরাই।" (৫১),

বস্তুতঃ 'স্বাধীনা' মেয়েরা এখন একের পরিবর্ত্তে অনেকের গোলামীর জিঞ্জির গলায় পরিয়াছে এবং প্রায়ই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একাধিক ব্যক্তির নিকট নিজেদের পবিত্রতা বিক্রয় করিতেছে। স্কুলে গেলে আছে সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট, জাঁদরেল মেম্বার, ও রকমারি পরিদর্শক; অফিসে রহিয়াছে বড় সাহেব, ছোট সাহেব, বড় বাবু আরও কত কি! প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যৌবন লইয়া রীতিমত চোরাবাজারি চলিতেছে। এরূপ গোলামী ও ভদ্রবেশ্যাগিরির চেয়ে মমতাভরা স্বামীর নামমাত্র অধীনতা শত শহস্র গুণে শ্রেয়স্কর নহে কি?

"ইসলাম শ্রমের মর্য্যাদাকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছে। বাহিরে পরের অধীনে কাজ করা যদি আত্ম-মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর না হয়, তবে নিজের স্বামী, পুত্র, কন্যাকে ভালবাসিয়া তাহাদের জন্য কাজ করাকে হেয় কি করিয়া মনে করা যাইতে পারে, বুঝা যায় না। অপরাধ এই স্বাভাবিক শ্রমবিভাগের নয়;—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির। নারী-পুরুষের বর্ত্তমান শ্রম-বিভাগের মূল নীতিটুকু বজায় রাখিয়া আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের জন্য সচেতন হওয়া দরকার। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্ত্তন আসিলে এই শ্রমবিভাগের মধ্যেই আমাদের বহুকাম্য শান্তি ও সুখের সন্ধান পাওয়া যাইবে (রাহেলা খাতুন)।"

আসলে "নারী পুরুষের অধীন নয়, পুরুষও নারীর অধীন নয়। কিন্তু তাহারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। নর ও নারীর নির্ভরশীলতা তর্কের বস্তু নয়, ইহা পরম সত্য" (৫২)

"এই নির্ভরশীলতা অসহায় দুর্ব্বলের নির্ভর-শীলতা নয়, ইহার মূলে হইল নিজের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ করাইয়া লইবার স্পৃহা। একজন আর এক জনের উপর নির্ভরশীল না হইলে এবং পর-স্পর সহযোগী না হইলে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারেনা। সম্পর্কহীন হইলে নারী-পুরুষের সৃষ্টিরই কোন অর্থ হয় না। একজন আর একজনের উপর আংশিক হইলেও নির্ভরশীল বলিয়াই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। এই নির্ভরশীলতা না হইলে প্রেম, প্রীতি, মহত্ব, আত্মত্যাগ, উপভোগ কোনোটারই বিকাশের সুযোগ থাকিবেনা। সম্পূর্ণ স্বাধীন বা সম্পূর্ণ অন্য-নিরপেক্ষ মানুষ কল্পনার বস্তু, বাস্তব হইল পরস্পর নির্ভরশীলতা" (রাহেলা খাতুন)।

চাকরীর উদ্যোগপর্ব্ব হইতেই নারীজীবনে অনিষ্টের ছায়াপাত ঘটে। বালিকা বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত খাটুনী, খেলাধুলা ও ঐকান্তিকভাবে মাংস-পেশীর ব্যায়ামে আত্মনিয়োগ প্রথম যৌবনোদগমের সময় বালিকাদের পক্ষে চরম ক্ষতিকর। ইহার ফলে জীবনের গুরুতর সময়ে তাহাদের উদ্যম স্বাভাবিক পথ হইতে অন্যদিকে চালিত হয়। ডাক্তার মোট বলেন, কৈশোরে অত্যধিক দৈহিক ও মানসিক শ্রমে যুবতীরা মাতৃত্বের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। খেলাধুলায় তাহাদের মধ্যে সুপ্ত গঠনে পুরুষ চরিত্র বর্দ্ধিত হয়। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের প্রায়ই সন্তান কম জন্মে। 'চাকুরে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং

(৫১) বিচিত্রা, কার্ত্তিক, ১৩৪২, ৪৪৮ পৃঃ

(৫২) আজাদ, ২০।৬।৪৮ ইং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেশের জাতীয় ও রাজনৈতিক জীবনে তাহাদের অধিকতর মাত্রায় যোগদান দেশের জন্মহার নামাইয়া রাখে" (এ, জেনস)

হাজার হাজার মেয়ে দর্জ্জীগিরী, কুলীগিরী, ধোপাগিরী, মুচিগিরী, মায়াগিরী, দফতরীগিরী ও রাজমিস্ত্রীগিরী করে।

রুশিয়ায় "১৮ বৎসরের তরুণীদের সপ্তাহে ৫৮ ঘন্টা রাস্তা নির্মানের ও হাতড়ি পিটাইবার কাজ করিতে দেখা যায়।" এসকল কাজে অত্যধিক দৈহিক উদ্যমের প্রয়োজন। 'দোকানে সূর্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নারী শ্রমিকদের আদৌ অবকাশ দেওয়া হয়না। কাজের অত্যধিক চাপে অনেকেই খামার ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।" এরূপ চাকরী সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তি-কর ও স্বাস্থ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। রুশিয়ায় মধ্যরাত্রির পর রাস্তায় যান চলাচল হ্রাস পাইলে নিম্ন বেতনের রমনীরা রাস্তা ঝাড়ু দেয় ও পানি দিয়া উহা পরিষ্কার করে; এদেশে মেথরানীরা ময়লা নেয়। ইহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত ও স্বাস্থ্যহানী ঘটে। শোলার টুপি প্রস্তুত ও পরিষ্কার করার সময় গন্ধক দ্রব্যের ও ক্ষারের গ্যাস, বিষ ও যৌগিক পদার্থ ব্যবহারে শিশার খেলনা, কৃত্রিম ফুল ও আঠার পাতা, দিয়াশলাই এবং রেশম ও পুরাতন পশম হইতে নিকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তি নারীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আয়না প্রস্তুতের সময় পারদ লইয়া কাজ করার ফলে সাধারণতঃ গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ঘটে। কাপড়ের কলে যন্ত্রের কাজ বাজি ও গোলাবারুদ প্রস্তুত ও কৃত্রিম যন্ত্র ব্যবহার করায় প্রাণ ও অঙ্গহানি ঘটিতে পারে। রেলের মজুরী, মালপত্র বহন, হাতগাড়ী, ঠেলা, রাজমিস্ত্রীর যোগানী (কামানী), কয়লার খনির কাজ ও ভারী প্রস্তর বহন প্রভৃতির ফলে নারিত্ব পদদলিত হয়। সামাজিক লুণ্ঠন ও সামাজিক সংগ্রামের ইহাই পরিণাম। বস্তুতঃ আমাদের দুশ্চরিত্র অবস্থায় প্রকৃতি উল্টিয়া গিয়াছে। (৫৩)

কঠোর শ্রম পুরুষের যৌন-ক্ষমতা যতটুকু স্থগিত রাখে ও হ্রাস করে, নারীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস করে ও স্থগিত রাখে তদপেক্ষা ঢের বেশী, যে সকল সুসভ্য নারী বেজায় মেহনত করে, তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অনুরূপ অবস্থায় পুরুষের যৌন-শক্তির যত ক্ষতি হয়, গর্ভধারণের ভীষণ ক্লেশে নারীর ক্ষতি হয় তদপেক্ষ অনেক, অধিক কতকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিশ্রম ও চাপের ফলে। যে সকল অঙ্গ নারীর প্রাথমিক ভ্রূণের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করে, উহাদের কার্য্যতৎপরতায় ব্যাঘাত ঘটে। (৫৪)

গর্ভাবস্থায়, প্রসব কালে ও প্রসবান্তে শিশু পরি-পুষ্টির জন্য মাতার উপর নির্ভর করে, বিবাহিতা মেয়েদের ক্রমবর্দ্ধমান চাকরী, বিশেষতঃ এরূপ অবস্থায় সন্তানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর না হইয়া পারেনা। ইহার ফলে তাহারা গর্ভপাত, অকালে প্রসব, মৃত বৎস প্রসব, প্রভৃতি নিজে ও সন্তানের কতিপয় বহু দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয়। (৫৫)

অবশ্য শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েরা ভাল খায় বলিয়া তাহাদের গর্ভ ধারণ ও প্রজনন-শক্তি বেশী। কিন্তু শিল্প-কার্য্যে পরিশ্রম গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া তাহাদের মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হয় অধিক। নায়গমে এই হার ৩১:২৭। ছয় মাসের নিম্ন বয়স্ক শিশু শ্রমিকদের কম মরে (১০'৩, ১১'৮) কিন্তু পরে মরে বেশী (৯'৯, ৮'৫) (৫৬) ১৯৩০ সনে বোম্বাইর ২০৫৩ জন নারী শ্রমিক পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, তাহা-দের মধ্যে মৃত বৎসার হার অধিক। (৫৭) সেখানে ইহার অনুপাত ৩৪,৩৩ ৬৭ গেইটের মতে কঠিন গৃহ-কার্য্য ও জীবিকা অর্জ্জন ১৫—২০ বৎসরের প্রসূতীদের

(৫৩) Beble, 108—9; S.R.C. 152, আজাদ, ৩।১।৫৬ ২৫।১২।৫৫ ইং।

(৫৪)"...hardship tends to delay and to reduce the breeding capacity of the Famale to a much greater extent than...the Male; While comparison with the civilized women who are much over warked, shows that the strain of child bearing effects them far more than the sexual activity of the males..."—Walter Heape, 200,

(৫৫) The increasing employment of married women especially in case of pregnancy and birth, and the period of after birth when the childrean depend on the mother for nourishment, cannot fail to have the most perniciouse ffect,"—Bebel, 60.

(56) Census of India, 1911vol, 1 part 1, 92-3

(57) Census of India, 1331 vol, 1 part 1, 92.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মৃত্যুহারের আধিক্যের অন্যতম কারণ। কোচিনের পরেই বিত্রাঙ্কুর ভারতের সর্বাপেক্ষ উন্নত দেশীয় রাজ্য, এমনকি সেখানেও এই অনুপাত পুরুষের চেয়ে হাজার করা ৬০।৬১টী বেশী। (৫৮)

তাহারা যেমন প্রসবের অল্প পূর্বে কাজ বন্ধ করে, প্রসবের পরেও তেমনি চাকরী খোয়াইবার ভয়ে যত শীঘ্র সম্ভব কাজে যোগদান করে। সন্তানের পক্ষে ইহার অপরিহার্য্য ফল উপেক্ষা, অনুপযোগী খাদ্য ও অনাহারে মন্থর মৃত্যু। ক্রন্দন রোধের জন্য অহিফেন ঘটিত ঔষধ সেবন করাইবার ফলে অসংখ্য শিশুর মৃত্যু ঘটে; তাহাদের পুষ্টি রহিত হয় ও অসুখ লাগিয়াই থাকে,—এককথায়.—জাতির অবনতি ঘটে। (৫৯)

বহু ক্ষেত্রে শিশু মাতাপিতার যত্ন না পাইয়াই বড় হয়, তাহারাও সন্তান বাৎসল্য কাহাকে বলে, জানেনা। বড় ছেলেমেয়েদের উপর ছোটদের ভার ন্যস্ত থাকে বলিয়া তাহাদের শিক্ষা ও যত্ন দুইই উপেক্ষিত হয়। গৃহে ফিরিয়া মাতাকে আবার রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রাঁধাবাড়ার জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়। নিম্ন মধ্য শ্রেণীর হাজার হাজার মেয়ে দোকানে দাসীগিরি ও বাজারে কাজ করে। তাহারা ঘরকন্না, বিশেষতঃ সন্তানের শিক্ষার প্রতি আদৌ নজর দিতে পারেনা।

ইংল্যাণ্ডে তুলার দুর্ভিক্ষের সময় দুর্দ্দশা সত্বেও বেকার মেয়েদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাইতে দেখিয়া ডাক্তাররা অবাক্ হইয়া যান। কিন্তু ইহার কারণ নির্দ্ধারণ নিতান্ত সহজ—সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধির যুগ অপেক্ষাও অধিক যত্ন ও খাদ্য লাভ। কয়েক বৎসর পরে উত্তর অমেরিকায় মন্দা কারবারের সময় কাজের অভাবে মেয়েরা বাধ্য হইয়া গৃহে থাকে বলিয়া সন্তানের প্রতি অধিক মনোযোগ দানের অবসর পাওয়ায় নিউইয়র্ক ও মেসাসুয়েটচেও অনুরূপ সুফল দেখা যায়। (৬০)

"মোটের উপর, নারীর বৃত্তি প্রসারের ফলে শ্রমিকদের পারিবারিক জীবন উত্তরোত্তর ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, বিবাহ ও পরিবারে স্বভাবতঃই ভাঙ্গন ধরিয়াছে, দুশ্চরিত্রতা, ভ্রষ্টতা, অধঃপতন এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও শিশুমৃত্যুর হার নিঃসন্দেহে আতঙ্ক-জনক রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৬১) মিল, খামার, দোকান, সিনেমা, সার্কেশ, রেস্টুরেণ্ট, বিদ্যালয় ও সৈন্যদলে কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জনের দায়িত্ব নারীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া বিরাট অভিশাপ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা পারিবারিক জীবনের উপর মারাত্মক আঘাত হানিয়াছে। এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানই ছিল একদা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষক। আজ ইহা তাসের ঘরের ন্যায় ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে। সহকামিতা বৃদ্ধি পাইতেছে, যৌননৈতিকতা বিলুপ্ত হইয়াছে। ফলে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অত্যাশ্চর্য্য বাহাদুরী সত্বেও মানুষের ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে (ডক্টর-আলেক্সিস কারেল) (৬২)

ক্রমবর্দ্ধমান হারে নারী-শ্রমিক নিয়োগের দরুণ শ্রমিকদের পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে বলিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দেই ফরাসী মজদুর-সভা সকলকে সতর্ক করিয়া দেন যে, ইহার ফলে জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য। বিগত কয়েক দশকে সরকারকে কয়েকবার চাকরীতে প্রবেশের ন্যূনতম উচ্চতা হ্রাস করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান কলকারখানার কল্যাণে জাতির কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। (৬৩)

(৫৯) ইরানের সর্ব্ব শ্রেণীর রমনী এবং এদেশের চাকরানীরা খাওয়ায় সরাসরী আফিঙ! ইহার পরিনাম আরও মারাত্মক হইতে বাধ্য। ইরান সরকার ইহা বন্ধ করার জন্য (১৯৫৫ সনের আগষ্ট হইতে) উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, কিন্তু আমাদের কর্ত্তারা হয়ত ইহার খবরই রাখেননা।

(৬০) Bebel 58, 60, 61, 109.

(৬১) There can be no doubt that the extension of Women's occupations is tending more and more to destroy the family life of the wrkmen, that the dissolution of marriage and family life are its natural consequences and that depravity and demoralizatin, degeneratin and all forms of disease and mortality among children are increasingto an alarming degree. Bebel; II,

(62) voice of Islam. July, 1954,358.

(63) Bebel, 50, 110.

www.ahlehadeethbd.org

"বিবাহের ক্রমবর্দ্ধমান অস্থায়িত্বের জন্যও নারী-স্বাধীনতা কম দায়ী নহে। যেখানে নারীর পক্ষে জীবিকা অর্জ্জন সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা পুনঃ পুনঃ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটা স্বাভাবিক. যুক্ত-রাজ্যের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ তালাকই মঞ্জুর হয় স্ত্রীর দাবীতে। (৬৪) কারণও নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর—কেহ স্বামীর নাক ডাকানি সহ্য করিতে পারেন না, কেহ তাঁহার কুকুর পোষা পছন্দ করেননা ইত্যাদি। যেভাবে ইহা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৮৪৪ সনে সিয়েনে তালাকের সংখ্যা ছিল ৪০০০, ১৯০৭ সনে হয় ৭৫০০, ১৯১৩ সনে ১৬০০০ ও ১৯২১ সনে ২১০০০ অর্থাৎ পূর্ব্বের প্রায় পাঁচ গুণ! আমেরিকায় প্রতি ১১০টী বিবাহের মুকাবিলায় ২৫টী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যে গড়ে প্রতি পাঁচটীতে একাধিক বিবাহই ভাঙ্গিয়া যায়, ২০ বৎসর পরে ভাঙ্গিবে অর্দ্ধেক! (৬৫)

এক কথায়, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধানতা যত বাড়িতেছে, আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মমত ও প্রচলিত প্রথার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাহারা তত অধিক সংখ্যায় তাহাদের অপ্রিয় সহচরদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতেছে অর্থাৎ নারীর বর্দ্ধিষ্ণু স্বাধীনতা, স্বামী-স্ত্রীর স্বতন্ত্র-বাস ও বিবাহ-বিচ্ছে এবং বিবাহেতরে মিলন ও পরীক্ষামূলক বিবাহ-বৃদ্ধির একটী প্রধানতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (৬৬) এভাবে নারীর চাকরী সর্ব্বশ্রেণীর লোকের গৃহেই আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। তবে অ-মজুর-শ্রেণীর লোকেরা ভদ্র বলিয়া পুড়িতেছেও একটু ভদ্রভাবে।

সর্ব্বনাশের এখানেই শেষ নহে। "মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে একদল উচ্চ শিক্ষিতা নারীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উপার্জ্জনশীলা নারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে চাকরীর সুযোগ পাওয়াতে নারীদের আত্ম-নির্ভরতা বাড়িতেছে। কিন্তু নারীর উপার্জ্জনশীলতা পুরুষকে অপদার্থতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অযোগ্য পুরুষের বিবাহের জন্য শিক্ষয়িত্রী অথবা লেডী ডাক্তার পাত্রীর বিজ্ঞাপনও বাহির হইতে দেখা যায়। উপার্জ্জনশীলা নারীর উপার্জ্জনের সুযোগ গ্রহণ করিতে পুরুষ আত্মীয়দের কোন প্রকার সংকোচ অনেক পরিবার হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এই অবস্থার চরম দেখা যায় বিবাহিতা সসন্তান পত্নীকে দিয়া চাকরী করাইবার প্রবৃত্তিতে। এই শ্রেণীর পুরুষকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। একদল নিজেদের উপার্জ্জনে সংসার চালাইতে অক্ষম হওয়ায় স্ত্রীর উপার্জনে উপকৃত হইতেছেন। আর একদল নিজেরা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিলেও স্ত্রীর উপার্জ্জন লব্ধ অর্থের লোভ সংবরণ করিতে নাপারায় স্ত্রীদের চাকরীতে বাধা দিতেছেননা। শেষোক্ত দল পরোক্ষভাবে সমাজের অকল্যাণ করিতেছেন।" [৬৭]

নারীর বাহিরের শ্রমে সমষ্টিগতভাবে জাতির কি কোন উপকার হইতেছে? ধরুণ, কোন দেশে মোট চাকরীর সংখ্যা দশ লক্ষ, পূর্ব্বে সমস্ত পদেই কাজ করিত পুরুষ, এখন নারী যদি পড়ে তাহার শতকরা ২৫টীতে ভাগ বসায়, তবে আড়াই লক্ষ পুরুষ স্বতঃই বেকার হইয়া পড়িবে। সুতরাং যাঁহারা বলেন, "মেয়েরা কাজে লাগলে অনেক পুরুষ বেকার হ'বে এ ধারণা ভুল (হাবীবুন্নেছা)।" তাঁহারা আর যাহাই হোক অঙ্ক জানেননা।

"এখন প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, যত নারী গদীতে বসিবে তত পুরুষ ভিক্ষার ভাণ্ড হাতে

(64) "The emancipation of women, too, has its own shove in the increasing unstablity of marriage. It is natural to find divorce most frequent where woman finds it most easy to earn her bread. Russell 79

(65) Dr. H.C. link, Rediscovery of sex, 17; world Almanac, 1952, 444.

(66) " In Proportion as more and more women find economic independence more and more women are going to cut loose from males they do not love. In other wods, the growing eeonomic independence of women is one of the biggest present cauges of increase in separations and divorces as well as the increase of unmarried wives and trial marriage, — Iindsey, Revolt of modern youth, 215.

(67) প্রবাসী, শ্রাবন, ১৩৫২, ৩০৫-৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লইতে বাধ্য হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যদি পত্নিত্ব ও মাতৃত্ব ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীকে অধিকতর মূল্য দিতে ও উভয় শ্রেণীর মধ্যে গণতান্ত্রিক সাম্য বলবৎ করিতে থাকে, তবে পুরুষের ভবিষ্যৎ নিতান্ত অন্ধকার, তাহারা হয় মরিয়া হইয়া উঠিবে,নতুবা পুরোহিত ও মুর্দ্দাফরাশ রূপে জীবিকা অর্জন করিবে—(এম্, এম্ হুমায়ন)।" তাহাও জুটাইতে না পারিলে আত্মহত্যার শরণ লইবে। ১৯৫৪ সনে জাপানে ২০ হাজারেরও অধিক লোক আত্মহত্যা করে। ইহাদের অধিকাংশই বেকার। নিজেরা আত্মহত্যা করার পর সন্তানের দায়িত্ব বহনের আর কেহই থাকিবেনা বলিয়া অনেক সময় মাতাপিতা পূর্বেই সন্তানদের হত্যা করিয়া লয়। (৬৮) এ-দেশের কোন কোন অনশনক্লিষ্ট লোকও ঠিক তাহাই করে।

পাক-ভারতে বেকার-সমস্যা ইতিমধ্যেই নিত্যান্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫৪ সনে আহমদাবাদ শহরে ১০০ প্রাথমিক শিক্ষকের পদের জন্য সাড়ে তিন হাজারেরও অধিক লোক দরখাস্ত করে, তম্মধ্যে প্রায় ১০০ জনই গ্রাজুয়েট! দেশবিভাগের পর ১১,১৯,৬৬৮ জন লোক চাকরী বিনিময় কেন্দ্রে নাম রেজেষ্ট্রী করে, তম্মধ্যে ১৯৫২ সনের জুন পর্যন্ত মাত্র ২,৭০,১৪৮ জন চাক্‌রী পায় অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশেরও অধিক লোকের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আরও শোচনীয়। ১৯৫২ সনের মে মাসে তিনটী পিয়নের চাক্‌রীর জন্য ৪০০ লোকে দরখাস্ত করে, তম্মধ্যে ৫০ জন ম্যাট্রিক ও ৪ জন গ্রাজুয়েট! জনৈক ম্যাট্রিক যুবক বাস্তবিকই চট্টগ্রাম বনিক সমিতির কার্যালয়ে পিয়নের চাকরী লইয়াছে! চাকরী বিনিয়োগ কেন্দ্রে আরও প্রায় ২৫০ জন মেট্রিক ও আই-এ, অনুরূপ চাকরীর উমেদারিতে আছে। একজন মেট্রিক পাশ টাইপিস্ট যুবক কোনই চাকরী যোগাড় করিতে না পারিয়া চট্টগ্রামের প্রস্তর কঙ্করময় বন্ধুর রাস্তায় রিক্‌সা টানিতেছে।

(৬৮) আজাদ; ১৪।২।৫৫

(৬৯) চাকরীতে নারীর অবিশ্রান্ত অনুপ্রবেশ যে, এই অভূতপূর্ব বেকার-সমস্যার জন্য অনেকটা দায়ী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাহাছাড়া গোটা পরিবার পুরুষের আয়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া যত লোক নারীর উপার্জ্জনে উপকৃত হয়, তাহার অন্ততঃ ৮।১০ গুণ অধিক লোক পথের ভিখারী সাজিতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি হইল পারিবারিক ও বৈবাহিক আদর্শচ্যুতিতে। দৃষ্টান্ত স্থলে জাপানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে "আজ পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী করা নারীর পক্ষে খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।......নারী আন্দোলন ক্রমশঃই বিস্তার লাভ কর্‌ছে। যেসকল স্থানে এক দিন নারীর প্রবেশ নিষেধ ছিল, সেখানেও ক্রমশঃ তারা অধিকার স্থাপন কর্‌ছে।...অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল স্বরূপ অধিকাংশ নারী এখন বাহিরে এসে কর্ম্মের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। অফিসের টেবিলে, দোকানের কাউন্টারে, ট্রামবাসের কন্‌ডাক্টররূপে, হোটেলের পরিচারিকারূপে এখন হাজার হাজার নারী দেখা যায়। বস্তুতঃ; এমন কোন প্রতিষ্ঠান এখন কম দেখা যায়, যেখানে নারী-শ্রমিকের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগও তেমনি তাদের বেশী এসেছে। ঝাটা হস্তে ধূমাবতী সাজ্‌তে এখন তারা আর ততটা রাজীনয়, ঝি নারাখ্‌লে এখন তাদের আর চলেনা।..."

"এখন তারা পার্লিয়ামেণ্টে আসন গ্রহণের অধিকার পেয়েছে, বহু তরুণী নিজেদের স্বামী খুঁজে নিচ্ছে এবং অধিক সংখ্যায় স্বামীদের তালাক দিচ্ছে।"

এভাবে "বহু নারী পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র—চাকরীর বাজারে এসে হানা" দেওয়ার ফলে "অতি অল্প দিনেই 'আদর্শ গৃহিনী ও সেবা পরায়না জননীর যে একটা আদর্শ জাপানী পারিবারিক জীবনের ভিত্তি ছিল, অজ্ঞাতে কখন যে, তা বিলুপ্ত হয়ে গেল, কারো তা নজরেই পড়লোনা।" (৭০) প্রাচ্যের

(৬৯) আজাদ; ২০।৮।৫৫, ৯।৬।৫২; মিল্লাত; ২৬।৮।৫৫ ২৯.৯.৫৫ ইং

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৭, ১৫৩-৪ ও ১৫৭ পৃঃ; ইত্তেফাক, ২৪।৭।৫৫ ইং

www.ahlehadeethbd.org

জাতীয় উন্নয়নে ধর্মের স্থান

অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসলামের দ্বিতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিয়াম। ছিয়াম বা রোযার প্রধান বিষয় হইতেছে সংযম-অভ্যাস। পানাহার এবং বৈধ উপভোগ্য বস্তু হইতে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেকে বিরত রাখিয়া মনকে পবিত্র, বিশুদ্ধ, বলিষ্ঠ করা এবং আল্লার রহমত লাভ করাই রমযানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান চরম বস্তুবাদী যুগে আদর্শ-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে ছিয়ামের উদযাপনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা রহিয়াছে।

জাকাত প্রদানে মানুষের মন পবিত্র হয়, অন্যের জন্য দরদ বাড়ে এবং জাতীয় সম্পদ বর্দ্ধিত হয়। যাহারা অসহায়, নিঃসম্বল এবং জীবিকা অর্জ্জনে অক্ষম, জাকাত দ্বারা তাহাদের কর্ম্মের সংস্থান হইতে পারে। আদর্শ-সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে ইহা আরও একটি উপকরণ।

হজব্রতেও অনেক উপকার আছে। ইহাদ্বারা মনুষের মন প্রশস্ত ও উদার হয়, ধনীর অর্থ শ্রমিকের মধ্যে বিভক্ত হয়। বিভিন্ন স্থান এবং দেশের লোকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাবের সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে। সর্ব্বোপরি হজসম্পন্ন কারীরা আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে এবং পার্থিব লোভ লালসা এবং ভোগ বিলাস হইতে তাহাদের মন ফিরিয়া আল্লার দিকে আকৃষ্ট হয়।

আলোচিত অনুষ্ঠান সমূহ পালন করা ছাড়াও মানুষের উপর আল্লাহ্ আরও অনেক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সমস্ত জীবের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য হইতেছে প্রধান। প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ যে সম্পদ (জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি, প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি) দান করিয়াছেন, প্রয়োজন-ক্ষেত্রে তাহা মানুষকে দান করিতেই হইবে। অনাহারী প্রতিবেশীর দুরবস্থায় সাহায্য না করিয়া নিজগৃহে খাদ্য সামগ্রী মওজুদ রাখিয়া দিবা রাত্রি উপাসনায় নিমগ্ন থাকিলেও তাহা আল্লার নিকট গ্রাহ্য নহে, বরং ইহা তাহার অবৈধ কর্ম্ম রূপেই গণ্য হয়।

ক্ষমতানুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর অভাবগ্রস্ত, দীন-দরিদ্র এবং প্রকৃত সাহায্য পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে তাহার কোন পুণ্যকর্ম্মই কাজে আসিবেনা। তাই কোরানে বলা হইয়াছে,"শুধু পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখমণ্ডল ফিরাইয়াই কল্যাণ লাভ করিতে

৫২৩ পৃষ্ঠার পর

অন্যান্য যেসকল দেশে পাশ্চাত্যের এই আধুনিক তাড়ির বীজ আমদানী হইয়াছে, তথাকার অবস্থাও ন্যূনাধিক একই রূপ।

পূর্ব্বে মেয়েরা পতিভক্তা হইত দুই কারণে—টাকা পয়সার জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হইত বলিয়া আর যৌন ব্যাপারে পতি-দেবতাদের অনুকরণ 'অমার্জ্জনীয় পাপ' রূপে গন্য হইত বলিয়া। আর্থিক স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অমার্জ্জনীয় পাপের ধারণাও বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজেই পুরুষের ন্যায় এক বিবাহের নিয়ম কানুন অস্বীকারের সামর্থ্য তাহাদেরও জন্মিয়াছে এবং বহু ক্ষেত্রে তাহারা ইতিমধ্যেই তাহা কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছে! (৭১) এমনকি হালে লম্পোট্য পুরুষদেরও ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। ডাঃ জি, ভি ও 'কেনেথ ম্যাক-গেয়োন ১০০ বিবাহিত পুরুষ ও ১০০ বিবাহিতা নারী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, পুরুষদের মধ্যে মাত্র ২৯ জন বিবাহের সঙ্গমে লিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে হইয়াছে ৪১ জন! নারীর নবীন ব্যবহারের ইহা সঠিক প্রমাণ। বিবাহিতা মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে থাকিয়াও নিজেদের অনুরাগের অভিজ্ঞতা পরিপূরণে অন্যান্যের সহিত প্রেম করিতেছে। 'মাদাম বোভারী, ছিল একদা নিতান্ত বিরল, এখন এরূপ সতিত্বহীনতা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার! (৭২)

ক্রমশঃ

(71) Illustratad weekly of pakistan 7.8.55.

(72) S.R. C. 52.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারিবেনা বরং কল্যাণ তাহাদের জন্য, যে সব ব্যক্তি আল্লাহ, পরলোক, ফেরেশ্‌তা, অবতীর্ণ গ্রন্থ ও প্রেরিত নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁহার (আল্লাহ) প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ নিকট জন এবং ইয়াতিমদিগকে দান খয়রাত করে এবং মাছাকিন দুস্থ পথিক, প্রার্থী ও দাসদিগের মুক্তি বিধানে অর্থদান করে এবং নামাজ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে যখন ও যেভাবে উহা করে এবং যাহারা বিপদে, দুঃখে ও চিন্তায় ধৈর্য্য ধারণ করে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণই প্রকৃত সত্যবাদী এবং ইহারাই প্রকৃত পক্ষে মুত্তাকীন—ধর্ম্মভীরু।

আদর্শ সমাজ

আদর্শ সমাজ বলিতে আমি ইসলামী সমাজের কথাই বলিব। ইহার মৌলিক আদর্শ এবং নীতি স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হইলেও ইহা মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোরাণে বলা হইয়াছে।

"আল্লার দেওয়া প্রকৃতি যাহাতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আল্লার সৃষ্টির কোন পরিবর্ত্তন নাই। ইহাই সত্য ধর্ম্ম"।

এই সমাজ ব্যবস্থার প্রাণ কেন্দ্র হইতেছে পরিবার ব্যবস্থা। স্ত্রী এবং পুরুষ প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী জীব। এই শ্রেণী দুইটির দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যকে আল্লাহ তাহাদের প্রকৃতিগত ক্ষমতা এবং স্বভাব অনুসারেই নির্ধারণ করিয়াছেন এবং উভয়কেই ন্যায্য ও ন্যায় সঙ্গত অধিকার দান করিয়াছেন। কোরানের ভাষায় উভয়কে উভয়ের পরিচ্ছেদ বলা হইয়াছে।

ইস্‌লাম নারীকে যে অধিকার এবং মর্যাদা দান করিয়াছে অন্য কোন ধর্মই তাহা দেয় নাই। তাহাদের স্বামী নির্বাচনের অধিকার এবং সঙ্গত ও অপরিহার্য কারণে স্বামী পরিত্যাগের অধিকার ইসলাম স্বীকার করিয়াছে। (১) খৃষ্টান ধর্ম্ম যেখানে অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য কারণেও একাধিক স্ত্রী রাখা নিষেধ করিয়াছে, ইস্‌লাম সেখানে তাহা স্বীকার করিয়াছে এবং সকল স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহার করিতে হইবে এই শর্তেই সেই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। (২) স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই উভয়ের প্রতি সদয় ও নম্র ব্যবহার করিবার নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে। পরিবারভুক্ত অন্যান্য সকলেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অপরিণত বয়স্ক সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা এবং প্রতিপালনের দায়িত্ব যেমন পিতার উপর, তেমনই বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবাকরার দায়িত্ব পুত্র সন্তানের উপর। পরিবার ছাড়াও সমাজের অন্যান্য লোকের উপরও প্রত্যেক মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে।

ইসলামীসমাজ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে হিন্দু ধর্মের শ্রেণী ভেদ বা খৃস্টান ধর্মের বর্ণ বৈষম্যের স্থান নাই এ সমাজে সবাই সমান, সবাই ভাই ভাই। এখানে বংশ মর্যাদার স্থান নাই, যে যত মহৎ কাজ করিবে তাহার স্থান তত উচ্চে। কোরআনের ভাষায় বলা যায়।

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লার নিকট বেশী সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়া করে"। (৪৯) ইসলামই সর্ব্ব প্রথম দাস প্রথার মুলোচ্ছেদ করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

ইসলামের রাষ্ট্রনীতি আন্তর্জাতিক আদর্শগত। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বমানব এক গোষ্ঠির অন্তর্গত এবং স্বয়ং আল্লাই তাহাদের শাসনকর্ত্তা প্রভু। আল্লার নির্দ্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া সবাই কাজ করিয়া যাইবে। আল্লার বিধান বলবত করিতে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করিতে কার্য ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এই গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের ন্যায় সংখ্যাধিক্যের উপরই নির্ভরশীল নয়, ইহা ন্যায়নীতি এবং সততার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী রাষ্ট্র-নীতি কোন অবস্থাতেই সংখ্যাধিক্যের বলে অন্যায় এবং ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য অনুমোদন করেনা। ইসলাম পাশ্চাত্য দেশের রাষ্ট্রনীতি বা অধুনা গণতন্ত্রের ন্যায় একদেশ কর্ত্তৃক অন্য দেশের উপর বা এক জাতি কর্ত্তৃক

1. The Religion of Islam P. 675-76 Bukhari (68.3.11)

1. The Quran (2.229)

2. Quran (4.3)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অন্য জাতির উপর শোষণ বা আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ইহা হইতে বিরত থাকিতে নির্দ্দেশ দিয়াছে। ইসলাম সর্ব্ব-ব্যাপারে শোষণ নীতি নিষিদ্ধ করিয়াছে। এ সম্পর্কে কোরান বলে "তোমরা অত্যাচার করিবেনা এবং অত্যাচারিত হইবেনা" (২ঃ ২৭৯) "হে বিশ্বাস পরায়নগণ তোমরা পরস্পরের ধন সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভোগ করিওনা।" (৪ঃ ২৯) "ভূমণ্ডলে বিপর্যয় উপস্থিত করিওনা।" (২ঃ১৮)

ইসলাম বাস্তববাদী ধর্ম্ম, তাই প্রয়োজন বোধে যুদ্ধকে অপরিহার্য কার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। প্রবলের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রয়োজন বোধে ইসলাম অস্ত্রধারণের নির্দ্দেশ দিয়াছে। কোরানে বলা হইয়াছে—"এবং তোমাদের কি কারণ ঘটিয়াছে যে তোমরা আল্লার রাস্তায় যুদ্ধ করিতেছনা, [অর্থাৎ] দুর্ব্বল ও অসহায় পুরুষ, নারী ও বালক বালিকা-দের উদ্ধারের জন্য যাহারা আল্লার নিকট সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছে যে, হে প্রভু আমাদিগকে এই স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাও, ইহার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং আমাদিগকে একজন পরিচালকও সাহায্যকারী দান কর। [কোরান ৪ঃ৭৫]ঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত সংখ্যালঘু বা বিরোধী দল নিজেদের আদর্শ ও আচার অনুষ্ঠান অনুসারে জীবন পরিচালনার অধিকারী; শুধু কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রেই নয় অনেক আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি এবং বাক-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত। তাহারা সেখানে সম্পূর্ণ-রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইসলাম সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়কে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম, সম্পদ, জীবন এবং ইজ্জত রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। হিজরীর ৬ষ্ঠ বর্ষে রছুলুল্লাহ (দঃ) নাজরানের খৃষ্টানদিগকে সর্বপ্রকার অধিকার দান করিয়া যে চার্টার প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার এবং স্বার্থ সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ দলিলের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে সন্তোষজনক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে এই চার্টার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।১

মুসলমানগণ নিজেদের জান মালের বিনিময়ে সংখ্যালঘুদিগকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়াছিল বলিয়াই তাহাদের আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল "আহলে জিম্মা বা জিম্মি, অর্থাৎ "সর্ববিপদ হইতে রক্ষিত সম্প্রদায়।" জিম্মিদের সম্পর্কে হযরত আলী বলিয়াছেন, "তাহা-দের রক্ত আমাদের রক্তের মতই (পবিত্র)" ইসলামী রাষ্ট্রে খৃষ্টানদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে মার্বের খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ফারমের বিশপ সিমিয়নের নিকট লিখিয়াছিলেন, *"The Arabs who have been given by God the kingdom (of the earth) do not attack the christian faith, on the dontrary they help us in our religion, they respect our God and saints and bestow gifts on our churches and monasteties.* অর্থাৎ আর-বের লোকেরা—যাহাদিগকে ঈশ্বর রাজত্ব দিয়াছেন আমাদের খৃষ্টান ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করেনা, অন্যপক্ষে তাহারা ধর্ম্মীয় ব্যাপারে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা আমাদের ঈশ্বরকে এবং আমাদের সন্ন্যাসীদিগকে সম্মান করে এবং আমাদের চার্চ ও আশ্রম সমূহে সাহায্য দিয়া থাকে"।২

শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি

বর্ত্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন ধরণের অর্থনীতি এবং অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ নিয়া অবিরাম দ্বন্দ্ব এবং কলহ চলিতেছে, কিন্তু কোন সমস্যারই সমাধান হইতেছেনা। ইহার প্রধান কারণ সর্বপ্রকার অর্থ-নীতিই নিছক বস্তুবাদী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাদের সাথে কোন ধর্ম্মীয় বন্ধন বা সংযোগ নাই। অর্থনীতির সাথে যদি ন্যায়নীতি, কর্ম্মফলে বিশ্বাস, সংযম এবং অন্যের জন্য ত্যাগের আদর্শের সংযোগ না থাকে তবে সে অর্থনীতিতে কোন দিনই কল্যাণ ও শান্তি আসিতে পারেনা। এই নীতিতে জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে

1. The spirit of Islam chapters—Mohammadi clemency—political spirii of Islam.
2. Ibid—Page 274

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিপর্যয় আসিবেই। এদিক দিয়া ইসলামী অর্থনীতি একমাত্র আদর্শ এবং সকলের অনুকরণীয়। ইহা নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবতার কল্যাণ এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনই হইতেছে ইহার লক্ষ্য।

ইসলামী অর্থনীতির প্রথম কথা হইতেছে যে, স্বয়ং আল্লাহ হইলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহার মালিক। মানুষ হইতেছে আল্লার নির্ধারিত আইন অনুসারে সম্পদের অধিকারী। অধিকারী হইলেও মানুষকে যথেচ্ছভাবে তাহার সম্পদ ব্যবহার করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। কোরআনে বলা হইয়াছে "খাও পান কর, কিন্তু অপচয় করিওনা।" ইসলাম সমস্ত মানুষের খাওয়া পরার অধিকার স্বীকার করিয়াছে এবং প্রত্যেককে পরিশ্রম করিয়া সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের নির্দ্দেশ দিয়াছে অর্থাৎ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। কোরআনে আছে: "এবং তোমরা খাও ঐ সমস্ত হালাল এবং ভাল বস্তু যাহা আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের ধন সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভোগ করোনা।"

যাহারা শারীরিক অক্ষমতার জন্য বা অন্য কোন কারণে জীবিকার সংস্থান করিতে পারেনা, ধনবানদের ধনের উপর তাহাদের অধিকার রহিয়াছে। কোরআনের ভাষায় বলা যায় 'এবং তাহাদের সম্পদে সাহায্য-প্রার্থী ও বঞ্চিতদের স্বীকৃত অধিকার আছে" রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ধনীদের নিকট হইতে অর্থ উঠাইয়া দারিদ্র-দের জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে। এ সম্পর্কে হজরত আলী বলেছেন "জাকাত ছাড়াও উপার্জিত ধনে জনগণের অধিকার আছে।"

ইসলামী অর্থনীতিতে মানবের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া ধন সম্পদ-সঞ্চয়নীতি অনুমোদিত নয়। ইসলামী সরকার বৃহত্তর প্রয়োজনবোধে ধনীর প্রয়োজনা-তিরিক্ত সম্পদের উপর দাবী করিতে পারে এবং সেই সক্ষম ধনী ব্যক্তি ইসলামী আদর্শ অনুসারে সে দাবী পূরণ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য।

মুসলিম সমাজে ব্যক্তিগত সম্পদ সর্ব সময়েই অনেকের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। জাকাৎ, ফেতরা ইত্যাদি দ্বারা ধনীর অর্থ গরীবের অধিকারে আসে, মৃত ব্যক্তির সম্পদ তাহার উত্তরাধীকারীগণের মধ্যে বিভক্ত হয় এবং হজক্রিয়া দ্বারাও ব্যক্তি-সম্পদ অনেকের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদে শুধু এই সমস্ত নীতিই যে কার্যকরী হইয়া থাকে তাহা নহে। ইহার উপরে আছে তাহার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আদর্শ। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের এই জীবনই সব কিছু নয়, ইহা অনন্ত ও মহাজীবনের প্রস্তুতি-ক্ষেত্র—পরীক্ষাগার, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তাহাদের মুক্তি ও পরিত্রাণ।

এই বিশ্বাস এবং আদর্শই বস্তুবাদী এবং নাস্তিক-তার ভিত্তিতে রচিত অর্থনীতির বিষময় কুফল হইতে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করিতে পারে। অর্থনীতির সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের কর্মক্ষমতাও ইহার অন্তর্গত এবং ইহার সদ্ব্যবহারের উপরই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। কিন্তু বস্তুবাদী মনোভাব এবং নাস্তিকতাবাদের বিশ্বাসের ফলে মানুষের নাফসানিয়াত (ব্যক্তি স্বার্থপরতা) সর্বসময়েই মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং পরিণামে ইহা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিপর্যয় ঘটাইয়া থাকে। তাই অর্থনীতির সাথে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আদর্শের সংযোগ না থাকিলে ব্যক্তির উপর ব্যক্তির শোষণ একদেশ কতৃক অন্য দেশের, এক জাতি কতৃক অন্য জাতির উপরে শোষণ বন্ধ হইতে পারেনা, বিশ্ব শান্তি ও মানবকল্যাণ সুদূর পরাহত। এদিক দিয়া ইসলামী ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাই ব্যক্তিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধি সাধনে সক্ষম।

ধর্মীয় ব্যবস্থার রূপান্তর

পূর্ব আলোচনা হইতে ইহাও প্রমাণিত হই-তেছে যে, নাস্তিকতা এবং বস্তুবাদীতার ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা এবং ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাই বর্তমান দুনিয়ার অশান্তি, অরাজকতা, শোষণ, দ্বন্দ্ব কলহ এবং যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধানতম কারণ এবং আদর্শ ও বিশ্ব-জনীন সনাতন ধর্মের বাস্তব রূপায়ণেই বিশ্ব-কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি সম্ভব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমাদের মতে একমাত্র ইসলামই এই ধর্ম।

নিশ্চয় ইসলামই আল্লার নিকট একমাত্র ধর্ম। (কোরআন) এবং মানবজাতির জন্য ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

যাহারা মুসলমান তাহাদিগকে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং ইহার সার্থকতাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইসলামী ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই তাহারা গ্রহণ করিতে পারেননা, কারণ ইহা তাহাদের জন্য মহা কল্যাণকর।

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম (ব্যবস্থা) অনুসরণ করে তাহার নিকট হইতে উহা আল্লার কাছে গ্রাহ্য হইবেনা এবং সে পরিণামে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হইবে।

ইসলামই যখন শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং কল্যাণ সাধনের একমাত্র ব্যবস্থা, তখন ইসলামে বিশ্বাসী প্রতিটি শান্তিকামী মানুষেরই কি উচিত নয় যে, ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা? যাহারা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক এবং বিশেষভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার, তাহাদের উপরেই ইসলামী ব্যবস্থা রূপায়নের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইসলামী জিন্দেগীর রূপায়নে প্রথমতঃ ইসলামে বিশ্বাসী প্রতিটি সাধারণ মানুষকেই আগাইয়া আসিতে হইবে এবং গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে। তবেই রাষ্ট্রনায়কগণ কর্মতৎপর হইবেন এবং ইসলামী যিন্দেগী বাস্তবায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন।

ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলিতে বা করিতে গেলে প্রথমেই এ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্ম সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, এমনকি ইসলামী ব্যবস্থায় প্রকাশ্যতঃ বিশ্বাসী কোন কোন অগ্রনী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও এবিষয়ে ধারণা অস্পষ্ট।

তাহারাও ধর্ম বলিতে কতকগুলি অনুষ্ঠান এবং উপাসনা পদ্ধতিকেই বুঝিয়া থাকেন। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। সমগ্র মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নামই ধর্ম বা ইসলাম।

উপসংহার

ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন, কিন্তু কোন রাষ্ট্রই এই কার্য সম্পাদনে আগ্রহশীল হয় নাই, তবে ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক আবাস ভূমির দাবীর মূল কারণ ছিল ইহাই। ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তব রূপায়নের ক্ষেত্র হিসাবে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজন। ইহাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল কথা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সুদীর্ঘ দশ বৎসরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কগণ পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার কোন প্রকৃত ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন না বরং তাহারা অনেক অধর্ম কার্য করিয়া ধর্মের নাম কলঙ্কিত করিলেন। এখন আর তাঁহাদের উপর ভরসা না করিয়া ইসলাম-পন্থীদের বলিষ্ঠ গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণদাবীই অগ্রগণ্য হইয়া থাকে। কাজেই জনগণের মধ্য হইতে প্রবল দাবী উঠিলে উহা অবশ্যই কার্যকরী হইবে। সকল ইসলাম-পন্থীদের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সুগঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন গড়িয়া তোলা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই আন্দোলনের কাজ হইবে দু'ধারী। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের নির্দেশ এবং আদর্শকে রূপায়িত করিতে হইবে, প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতীয় কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধ্যমত কাজ করিয়া যাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সরকারের পক্ষ হইতে যাহাতে ইসলামের সমাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা হয় তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী তাহজীব তমদ্দুন বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষা সংস্কার, ইসলামী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রসার এবং গবেষণা কার্য পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রামাযানের সাধনা

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - ايا ما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر' فعدة من ايام آخر' و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين' و من تطوع خيرا فهو خير له و ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ! شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن' هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه' و من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر' يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر' ولتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون - و اذا سالك عبادى عنى' فانى قريب' اجيب دعوة الداع اذا دعان' فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون - احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفى عنكم، فالان باشرو هن و ابتغوا ما كتب الله لكم، و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن و انتم عاكفون فى المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون -

আবার বৎসরকাল পর দুনিয়ায় আত্মশুদ্ধি ও সংযমের আহ্বান শুরু হইয়াছে—

ওগো বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, শুন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যেমন "সিয়ামের" ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল, ঠিক তেমনি তোমাদের জন্যও "সিয়ামে"র বিধান বিধিবদ্ধ করা হইল।

দেখ, যাহাতে তোমরা বিশুদ্ধ জীবনের অধিকারী হইতে পার, তজ্জন্যই তোমাদের প্রতি এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইয়াছে।

(বৎসরের যে কোন সময়ে ইচ্ছামত উপবাস করিলে চলিবেনা) শুন্‌তির নির্দ্দিষ্ট দিনগুলিতেই "সিয়াম" পালন করিতে হইবে। অবশ্য তোমাদের মধ্যে যারা পীড়িত অথবা প্রবাসী, তারা শুন্‌তির বহির্ভূত দিনগুলিতেই "সিয়াম" পূরণ করিয়া দিবে।

আর দেখ, (বার্ধক্য বা চিররুগ্ন অবস্থার জন্য) যাহার পক্ষে "সিয়াম" পালন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, প্রত্যেক "সিয়ামে"র বদলা স্বরূপ সে একজন করিয়া দীনদুঃখীকে অন্নদান করিবে।

দেখ, যে অতিরিক্ত পুণ্যবর্ধক কার্য করিবে, উহা তাহার পক্ষেই মংগলকর হইবে। দেখ মুস্‌লিম সমাজ, তোমরা "সিয়াম" পালন কর, তোমাদের পক্ষেই ইহা মংগলজনক! অবশ্য তোমরা যদি বুঝিতে পার তবেই "সিয়ামে" কি মংগল নিহিত রহিয়াছে, তোমরা তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

দেখ বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, এই রামাযান মাসেই "কোরআন" অবতীর্ণ করা হইয়াছে—উহা মানবমণ্ডলীর জীবনদিশারী! ইহাতে সঠিক পথের খোলাখুলি নিদর্শন রহিয়াছে, ইহা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী! অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস প্রত্যক্ষ করিবে, তাহাকে সিয়াম পালন করিতে হইবেই আর যারা পীড়িত ও প্রবাসী, তারা বৎসরের অন্যান্য দিনে শুন্‌তি পূরণ করিয়া দিবে।

"দেখ মুস্‌লিম সমাজ, তোমাদের পক্ষে যা সহজসাধ্য আল্লাহ তোমাদের দ্বারা তাহাই করাইতে চান, যা তোমাদের পক্ষে দুঃসহ, সেরূপ কোন আদেশ তিনি দিতে চাননা। দেখ, তোমরা সিয়ামের শুন্‌তি পূরণ কর আর যে সার্থক জীবনব্যবস্থার আল্লাহ তোমাদের সন্ধান দিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তোমরা তজ্জন্য তাঁর মহত্ত্ব ঘোষনা করিতে থাক।

"হে রসূল (দঃ), আমার কোন বান্দা যদি আপনাকে আমার সন্ধান জিজ্ঞাসা করে, তাহাহইলে আপনি তাহাকে বলুন—"আমি তো কাছেই রহিয়াছি! প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকিতে থাকে, আমিও তো তখন তার ডাকে সাড়া দিয়া থাকি! অতএব তাদেরও কর্তব্য আমার নির্দেশ পালন করিয়া চলা আর আমার উপর বিশ্বাসস্থাপন করা, এই পথেই তারা কল্যাণের অধিকারী হইতে পারিবে!

"দেখ মুস্‌লিম সমাজ, রামাযানের নিশিথে তোমাদের নারীদের সহিত তোমাদের যৌনসম্ভোগ হালাল করা হইল। দেখ, নারীরা তোমাদের আভরণ আবার তোমরাও তাদের আভরণ! দেখ, তোমরা যে তোমাদের মনের সঙ্গে লুকোচুরি করিতেছিলে, সে কথা আল্লাহ বিলক্ষণ অবগত আছেন। যাক! অতীতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি তোমাদের তওবা গ্রহণ পূর্বক তোমাদিগকে ক্ষমা দান করিলেন। অতঃপর তোমরা রামাযানের নিশিথে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে আর যাহা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অর্জ্জন করিতে সচেষ্ট হইতে পার।

দেখ, উষার শুভ্র রেখা কৃষ্ণ রেখা হইতে প্রকট হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত তোমরা পানাহার করিতে পার, অতঃপর সন্ধ্যার আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণকর আর দেখ, যখন তোমরা মস্‌জিদে ইতিকাফ করিবে, তখন কিন্তু যৌনসম্ভোগ করিওনা।

"দেখ এগুলি ইলাহীবিধানের নিরূপিত সীমা—এই সীমার নিকটবর্তী হইওনা।

"দেখ, তোমরা যাহাতে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পার, তজ্জন্যই আল্লাহ তাঁর আদেশগুলি তোমাদের কাছে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন"।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমুদয় চেতন ও অচেতন পদার্থের সঞ্জীবন ও সংরক্ষণ কল্পে সংস্কার ও মেরামতের প্রয়োজনকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেনা। স্থূলদেহকে রক্ষা করার জন্য নিত্যনৈমিত্তিক আহার, বিহার, নিয়মিত যৌনসম্ভোগ ইত্যাদির সুব্যবস্থা আবশ্যক হয়, রোগে পীড়ায় চিকিৎসা ও খাদ্যনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। শীত গ্রীষ্মের কবল হইতে বাঁচার জন্য যে বাসগৃহের ও বস্ত্রের আবশ্যক তাহাও মাঝেমাঝে মেরামতসাপেক্ষ হইয়া উঠে! অথচ মানুষ কেবল জড় উপাদানেরই সমষ্টি নয়, তার ভিতরে দয়া দাক্ষিণ্য, প্রীতি, ক্ষমা, ও তিতিক্ষার যে বৃত্তিগুলি রহিয়াছে, তাহা রৌদ্র, বৃষ্টি বা সোডা ও চুনের অথবা পাথর কয়লার সৃষ্টি নয়। আণবিক অথবা হাইড্রোজেনিক শক্তিও উক্ত বৃত্তিগুলির স্রষ্টা ও উৎপাদক নয়। বস্তুতঃ আদমের বংশধরদের খমীরে যেসব গুণ মিশ্রিত করা হইয়াছে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেগুলির বিশ্লেষণ আজও সম্ভবপর হয়নাই। চন্দ্র ও সূর্যলোক পর্যবেক্ষণ ও পরিক্রমণ করার জন্য মহাশক্তিশালী দূরবীণ আবিষ্কৃত আর ইদানীং খুদে রকম চাঁদ পরপর ছোড়া হইতেছে কিন্তু আমাদের মৃন্ময় কলেবরে আল্লাহ স্বয়ং তাঁর 'রুহ'কে ফুঁকিয়া দিয়া তাহাকে সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের যে মহিমময় আধারে পরিণত করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকদের প্রেক্ষাগারে তার স্বরূপ নির্ণয় করার কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নাই। ফলে চন্দ্র ও সূর্যলোক অবরোধ করার ভাবনায় মনুষ্যপুত্রকে গলদ্‌ঘর্ম হইতে দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তার নিজস্ব অন্তর-জগতকে পরীক্ষা করিবার ও বুঝিবার মত অবসর সে এখনও করিয়া উঠিতে পারিলনা।

ঐশীশক্তির উপাদান গুলিও জড়পদার্থ ও তাহা-হইতে উদ্ভূত বৃত্তিগুলির সংস্রবে মলিনতা প্রাপ্ত হইতে থাকে! জড় দেহের পরিপুষ্টি যে সকল উপায়ে ও উপাদানে সাধিত হয়, অধ্যাত্মশক্তিগুলির সঞ্জীবন ও বিকাশসাধনের পক্ষে সেইগুলিই আবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মানুষের পশুবল ও দৈহিক বলকে নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়া ফেলিলেও তার অধ্যাত্মশক্তিকে প্রখর ও শক্তিমান করিয়া তোলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ পশুশক্তিরই অভিব্যক্তি স্বরূপ, কিন্তু এই সকল বৃত্তির উদ্দাম চর্চ্চা শেষপর্যন্ত মানুষের মনুষ্যত্বের গৌরবকে সম্পূর্ণরূপে অপহরণ করিয়া তাহাকে নিকৃষ্ট পশুর শ্রেণীতে পৌঁছাইয়া দেয়। রামাযানের পবিত্র মাস পশুবলের নিরোধ আর অধ্যাত্মশক্তির সঞ্জীবন সাধনের উদ্দেশ্যে কৃচ্ছ্রসাধনার পয়গাম বহন করিয়া পুনরায় মানব জাতির দ্বারস্থ হইয়াছে।

যারা পশুবলের চর্চাকেই জীবনের বিরামহীন কর্তব্য রূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, যারা মানুষকে জড়-পদার্থের পিণ্ডছাড় অন্যকিছু ভাবিতে শিখেনাই, যারা পুঁজ, পুরীষ আর মৃত্তিকার স্তূপকেই মানবত্বের শেষ-পরিণতি ধরিয়া লইয়াছে, তাহাদের কাছে মানুষের আত্মার কোন মূল্যই নাই, তারা আত্মার ও আত্মার অমরত্বে আস্থাহীন, তাদের হৃদয় রুগ্ন ও পীড়িত, তারা স্বার্থসর্বস্ব ও দাম্ভিক! সাম্য ও গণতন্ত্রের যত বড়াইই তারা করুকনা কেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা মানবসমাজের খোলাখুলি শত্রু, তাদের নিকট হইতে মানুষের জন্য স্নেহ ও করুণার অশ্রু, মানুষের দুঃখে সহানুভূতি ও সান্ত্বনার সাহায্য আর তাদের মঙ্গল কামনার জন্য উৎসাহ প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। পৃথিবীতে অশান্তি ও বিদ্রোহের তাণ্ডবলীলা জীবনের প্রত্যেক স্তরেই দৈনন্দীন যেরূপ বীভৎসাকারে বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে, মানুষের অন্তরনিহিত স্নেহমমতার ফল্গুধারা যেরূপ দ্রুতগতিতে নীরস ও কঠিন ঊষর ভূমিতে পরিণত হইতেছে, জনক জননী, পুত্র কন্যা, স্বামী স্ত্রী ও ভ্রাতা ভগ্নির মৃতদেহকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ তার পশুত্বকে চরিতার্থ করার জন্য যেরূপ পিশাচের মত মাতিয়া উঠিয়াছে, এসমস্তই হইতেছে তার অধ্যাত্মলোকের অপমৃত্যুর ভয়াবহ কিন্তু অপরিহার্য পরিণতি।

রামাযান মানবসমাজকে এই অপমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করার আহ্বান লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। রামাযানের কৃচ্ছ্রসাধনা—মু'মিনের আহার বিহার, যৌনসম্ভোগ, তাহার শয়ন ও নিদ্রা সমস্তই নিয়ন্ত্রিত ও সংকুচিত করিতে চায়, ইহা মানুষকে প্রেম, ধৈর্য ও ক্ষমাগুণে দীক্ষিত হইবার আহ্বান জানায়, অশ্লীলতার দর্শন, শ্রবণ, উচ্চারণ ও সংশ্রব হইতে মু'মিনকে দূরে সরাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে।

www.ahlehadeethbd.org

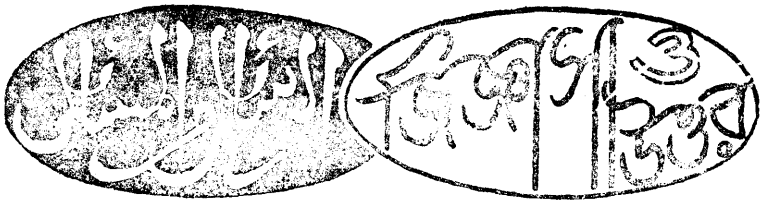

Contents

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمد الله العظيم و نصلي و نسلم على رسوله الكريم -

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

জুমা মস্‌জিদের সংখ্যাধিক্য ও মস্‌জিদের স্থান পরিবর্তন

জিজ্ঞাসাকারী: মওলানা মোঃ [illegible]

সাং সেকুড়াঙ্গা, রংপুর

একই গ্রামাঞ্চলে, জনপদে বা সহরে একাধিক জুমামস্‌জিদ কায়েম করা রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র সুন্নতের বিপরীত, খুলাফায়ে-রাশেদীনের তরীকা এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের দস্তুরের খিলাফ। ইমাম বুখারী ও মুস্‌লিম জননী আয়েশার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, মুসলমানগণ كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم و من العوالى - তাঁহাদের বাসভবন ও 'আওয়ালী' হইতে জুমা আদায় করার জন্য সর্বদা রসূলুল্লাহর (দঃ) মস্‌জিদে আগমন করিতেন। †

"আওয়ালী" আলীয়ার বহুবচন। ইমাম মালেক বলেন, মদীনা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী জনপদকে "আওয়ালী" বলা হয়। হাফেয ইব্‌নেহজর বলেন, মদীনা হইতে চারিমাইল ও তদূর্ধ জনপদ আওয়ালী নামে কথিত হয়। আল্লামা কস্‌তল্লানী বলেন, মদীনার পূর্বদিকে অবস্থিত গ্রাম ও বসতিগুলিকে "আওয়ালী" বলা হয়, উহার নিকটতম দূরত্ব মদীনা হইতে চারিমাইল ও সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী অঞ্চল ৮ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ¶

আরাবী ভাষার বৃহত্তম অভিধান "লিসানুল-আরবে" লিখিত আছে, হাদীস গ্রন্থে "আলীয়া" ও "আওয়ালী"র বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মদীনার সন্নিহিত উচ্চ ভূখণ্ডগুলিকে "আওয়ালী" বলা হইয়া থাকে, এই স্থানগুলি নিকটতম

সৌজন্য, প্রীতি ও দান ধ্যান আর পরদুঃখকাতরতায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে নির্দেশ দেয়। রামাযানের সাধনা ঠিক হযরত ঈসার উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলে—"সাবধান! তুমি রামাযান মাসে কাহারও প্রতিশোধ গ্রহণ করিওনা, তোমাকে কেহ অন্যায় ভাবে প্রহার করিলেও তুমি তার উপর হস্তোত্তোলন করিওনা, তুমি শুধু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিও যে, "আমি আজ সংযমের সাধক"! রামাযান দিবাভাগে উপবাসক্লিষ্ট তৃষ্ণাতুর ও সংযমী হইয়া থাকিতে আর নৈশযোগে সৃষ্টিকর্তার সন্তোষ ও সান্নিধ্য অর্জনের জন্য ইবাদত ও যিক্‌র, প্রার্থনা ও তিলাওয়াতে মশগুল হইতে সকলকে আহ্বান জ্ঞাপন করে। দেড় হাজার বৎসর পূর্বে রামাযানেরই কৃচ্ছ্রসাধনার পুরস্কার রূপে জাতির জনক ও গুরু (দঃ) কোরআনরূপী জীবনামৃতের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন, আজ 'কোরআন' গ্রন্থাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু জাতির অধ্যাত্মলোক সংস্কার ও শোধনের অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছে! জড়বাদের এই বিভিষিকাপূর্ণ পর্যায়ে যাহারা কোরআনকে সচল ও জীবিত গ্রন্থ আর উহার জীবনাদর্শকে সার্থক দেখিতে চায়, তাহাদিগকে রামাযানের কৃচ্ছ্রসাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। রামাযানের পবিত্র মাসে কোরআন অবতীর্ণ করার অর্থ হইতেছে এ কথা বিস্মৃত না হওয়া যে, মুসলমানদের জাতীয় অস্তিত্ব সর্বতোভাবে কোরআনের অনুধ্যান, অনুসরণ আর দিগদিগন্তে উহার প্রচারণার উপরেই নির্ভর করে। পবিত্র রামাযানের এই উদাত্ত আহ্বানে আজ সাড়া দিবে কে?

---

† বুখারী, ফত্‌হুলবারী (২) ৩২০ পৃঃ

¶ আবুদাউদ, কিতাবুলমরাসীল ৮পৃঃ; ফতহুলবারী (২) ৩২১ পৃঃ কস্‌তল্লানী (২) ১৬৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দূরত্ব মদীনা হইতে চার মাইল আর সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী অঞ্চল নজ্‌দের দিকে ৮ মাইল। ‡

ফলকথা, মা আয়েশার সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে চার মাইল হইতে ৮ মাইল দূরবর্তী স্থানের লোকেরাও মদীনার একমাত্র মস্‌জিদে-নববীতে জুমা পড়ার জন্য সমবেত হইতেন।

ইমাম মালিকের উস্‌তায ইমাম যুহরী বলেন, আমরা অবগত হইয়াছি যে, "আওয়ালী"র বাশিন্দাদিগকে রসূলুল্লাহ (দঃ) জুমার দিনে স্বীয় মস্‌জিদে সমবেত করিতেন। আকীক প্রভৃতি মদীনার অন্তঃপাতি গ্রামাঞ্চল হইতেও মুসলমানগণ জুমা পড়ার জন্য মদীনার মস্‌জিদে আগমন করিতেন। হযরত ইব্‌নেআব্বাসের প্রিয় ছাত্র মুজাহিদ বলেন, দুর্বল পুরুষ ও নারীরা এতদূর হইতে রসূলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে জুমা পড়িতে আসিতেন যে, তাঁরা সে দিনে আর নিজেদের গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিতেননা। §

بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع اهل العوالى فى مسجده يوم الجمعة و كان ياتى الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق و نحو ذلك -

كان الضعفاء من الرجال و النساء يشهدون الجمعة مع النبى صلى الله عليه و سلم ثم لا يلوون الى رحالهم الا من الغد من الضعف -

ইব্‌নেমাজা আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, কুবার অধিবাসীরা শুক্রবারে রসূলুল্লাহর সঙ্গে মস্‌জিদে নববীতে জুমা পড়িতেন। †

ان اهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة -

কুবা মদীনা শরীফ হইতে দুই মাইল দূরে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এখানে হিজ্‌রতের সময়ে রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্বপ্রথম অবতরণ করিয়াছিলেন।

তিরমিযী কুবার অধিবাসী জনৈক সাহাবীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে কুবা হইতে আসিয়া মদীনায় জুমা পড়িতে আদেশ দিয়াছিলেন। ¶

امرنا النبى صلى الله عليه و سلم ان نشهد الجمعة من قباء -

বয়হকী তাঁর মা'রেফা নামক হাদীস গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সাহাবাগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে ৯টি মস্‌জিদে পঞ্চগানা নমায পড়িতেন আর সকলেই মদীনার মস্‌জিদের মুআয্‌যিন হযরত বিলালের আযান শুনিতে পাইতেন। কিন্তু জুমার দিনে তাঁহারা সকলেই রসূলুল্লাহর (দঃ) মস্‌জিদে সমবেত হইতেন। †

ان اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم كانوا يصلون فى تسع مساجد فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم يسمعون اذان بلال - فاذا كان يوم الجمعة حضروا كلهم مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم -

আবুদাউদ বকীরবিনুল আশাজ্জের প্রমুখাৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, মদীনায় রসূলুল্লাহর (দঃ) মস্‌জিদ সহ মোট ৯টি মস্‌জিদ ছিল, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ছিল বনিনজ্জারের আমরবিনে মবযূলের মসজিদ। এতদ্ব্যতীত বনি সায়েদার মস্‌জিদ, বনিউবায়দের মস্‌জিদ, বনি সলমার মস্‌জিদ, বনি আবদুল আশহলের মস্‌জিদ, বনিযরীকের মস্‌জিদ, বনি গিফারের মস্‌জিদ, বনি আসলম ও বনি জুহায়নার মস্‌জিদ আর রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মসজিদ, সর্বশুদ্ধ ৯টি মসজিদ। সমুদয় মসজিদ হইতেই বিলালের আযান শুনা যাইত, কিন্তু তাঁহারা স্বস্ব মসজিদেই পঞ্চগানা নমায পড়িতেন। ইয়াহ্‌য়া বিনে ইয়াহ্‌য়া বলেন, কিন্তু তাঁহারা মসজিদে নববী ছাড়া কোন মসজিদেই জুমা পড়িতেননা। হাফেয ইবনে হজর বলেন, বুখারীতে উল্লিখিত আওয়ালীর অধিবাসীদের আর ইবনেমাজা ও ইবনে খুযায়মা কর্তৃক বর্ণিত কুবার অধিবাসিদের মসজিদে-নববীতে জুমা পড়ার হাদীস ইয়াহ্‌য়ার উক্তির সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে। §

‡ লিসানুল আরব (১৯) ৩২০ পৃঃ। § কিতাবুলমরাসীল, ৮পৃঃ।
† ইবনেমাজা ৮০ পৃঃ।

¶ তিরমিযী ৭৭ পৃঃ।
† আওনুলমাবুদ (১) ৪০৮ পৃঃ।
§ কিতাবুল মরাসীল ৪ পৃঃ; তলখীসুলহাবীর (১) ১৩৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

খুলাফায়ে রাশেদীন ও আসহাবে-রসুল

রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে একই জনপদে একাধিক জুমা কায়েম না হওয়া সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপন্ন করার পর এ সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাগণের আচরণ আমরা উধৃত করিব :

শায়খুল ইস্‌লাম ইব্‌নেতয়মিয়া তদীয়গ্রন্থে লিখিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) এবং আবুবকর, উমর ও উস্‌মানের যুগের প্রসিদ্ধ সুন্নত হইতেছে একই জনপদে একাধিক জুমা আর ঈদ না পড়া। তাঁহারা জুমা পড়িতেন মস্‌জিদে আর ঈদ পড়িতেন মাঠে। ¶ হাফেয সৈয়ূতী লিখিয়াছেন, হযরত উমরের যুগে যখন বিভিন্ন দেশ মুসলমানগণ অধিকার করিয়া ফেলিলেন, তখন তিনি বস্‌রার গভর্ণর আবুমূসা আশ্‌আরীকে জুমার জন্য মাত্র একটি মস্‌জিদ আর বিভিন্ন গোত্রের জন্য বিভিন্ন পঞ্জগানা মস্‌জিদ স্থাপন করিতে আর জুমার দিনে সকলকে একই জুমা মস্‌জিদে সমবেত করিতে আদেশ দিলেন। এইভাবে উমর কুফার গভর্ণর সঅদ বিনে আবি ওয়াক্কাসকে আর মিসরের গভর্ণর আমর বিনুল আসকেও আদেশ দিয়াছিলেন। আর শামের সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের গ্রামাঞ্চলের পরিবর্তে শহরে শিবির সন্নিবেশিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন আর প্রত্যেক সহরে শুধু একটি করিয়া জুমা মস্‌জিদ আর বিভিন্ন গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক ওয়াক্তিয়া মস্‌জিদ স্থাপন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। হযরত উমরের এই আদেশ সকলেই মান্য করিয়া লইয়াছিলেন।

ان السنة المعروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابى بكر و عمر و عثمان رضى الله عنهم انه لا يصلى فى المصر الا جمعة واحدة ولا يصلى يوم النحر والفطر الا عيد واحد، و الجمعة كانوا يصلونها فى المسجد و العيد يصلونه بالصحراء -

لما افتتح عمر البلدان كتب الى ابى موسى و هو على البصرة يامره ان يتخذ مسجدا للجماعة و يتخذ للقبائل مساجد، فاذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجد الجماعة - و كتب الى سعد بن ابى و قاص وهو على الكوفة بمثل ذلك، و كتب الى عمرو بن العاص و هو على مصر بمثل ذلك - و كتب الى امراء اجناد الشام ان لا ينبذوا الى القرى و ينزلوا المدائن و ان يتخذوا فى كل مدينة مسجدا واحدا ولا تتخذ القبائل مساجد و كان الناس متمسكين بامر عمرو عهده -

কুযায়ী লিখিয়াছেন যে, মিসরে ফস্‌তাতের জামে মস্‌জিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে জুমা পড়া হইতনা। ‡

হাফেয ইব্‌নে আসাকিরও তাঁর দামেশ্‌কের ইতিহাসের ভূমিকাংশে সৈয়ূতির অনুরূপ কথা লিখিয়াছেন। আল্লামা শারাণীও উপরিউক্ত সাক্ষ্য তদীয় গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন। † (ক্রমশঃ)

¶ মিন্‌হাজুস্‌সুন্নাহ (৩) ২০৪ পৃঃ।

‡ তল্‌খীস (১) ১৩৩ পৃঃ।

† হুস্‌নুল মুহাযরা (২) ১৪৯ পৃঃ। মীযান ২১৯ পঃ।

পাক-বাংলার অমূল্য সম্পদ

মাসিক তর্জুমানুলহাদীস

আগামী মাস হইতে ৮ম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে।

আপনি আজই আপনার চাঁদা প্রেরণ করুন।

www.ahlehadeethbd.org

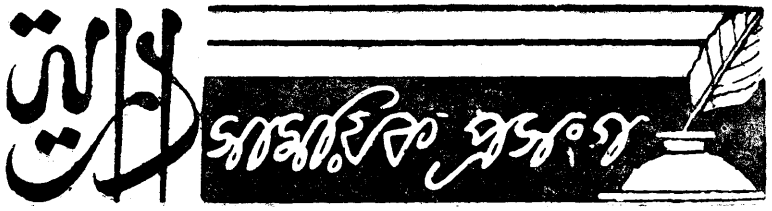

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

সূর্য ডুবিয়া গেল

কোরআনের তর্জুমান, মনীষা ও প্রতিভার প্রদীপ্ত ভাস্কর, কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনৈতিক, সাহিত্য-সম্রাট, যুগপ্রবর্তক, আল্লামা আহমদ মুহীউদ্দীন আবুল-কালাম আযাদ ৭০ বৎসর বয়সে একান্ত আকস্মিক ভাবে নির্মম পক্ষাঘাতের কবলে পতিত হইয়া মাত্র দু'দিন রোগযন্ত্রণা ভোগকরার পর ২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবাগত রাত্রি ২টা ১০ মিনিটে নয়াদিল্লীতে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাক-ভারত উপ-মহাদেশের দিগন্তে তাঁহার কর্মচঞ্চল জীবনসূর্য অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া বিভিন্ন গতিকক্ষে বিচিত্র ভঙ্গীমায় কিরণ বর্ষণ করার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের চিরনিদ্রার আবাসভূমিতে অনন্তের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে—ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন।

পাক-ভারতে ৭০ বৎসর বয়সের মৃত্যুকে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত বলা চলেনা, কিন্তু তথাপি আবুল কালামের মহাপ্রয়াণে আমরা হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য পাকিস্তানীদের মত আমাদের মনেও অভিমান ছিল, কিন্তু আজ তিনি মান অভিমানের ঊর্ধে! তাই তাঁর সত্তাস্বরূপের স্মৃতি আমাদের মানসলোককে শোকাকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাঁর মৃত্যুসংবাদে সত্যই আমরা মর্মাহত, ব্যথিত ও পীড়িত।

আবুলকালামকে চিনিবার যাহাদের সৌভাগ্য হয়-নাই, তাহারা ছোটমুখে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বড় কথাই বলিয়াছে বা বলিতে পারে, কিন্তু যে যাহাই বলুক না কেন, যাহারা তাঁহাকে চিনিয়াছে, তাঁর অতলস্পর্শী পাণ্ডিত্য ও অনলবর্ষী বাগ্মীতার রসাস্বাদন করিয়াছে, তাঁহার মনের বিশালতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও ব্যবহারের মাধুর্য যাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা অনস্বীকার্য হইবে যে, তাঁর মৃত্যুতে বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভারই মৃত্যু ঘটিয়াছে, আদর্শের স্থৈর্য আর দৃঢ়তার মৃত্যু হইয়াছে।

আবুলকালাম ভারতে ইস্‌লামি সংস্কৃতির, সৌজন্য ও ভদ্রতার স্মৃতিচিহ্ন ছিলেন। ইসলামিসাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের ধারক ছিলেন তিনি, ইদানীং পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসেও তিনি সুগভীর পণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। পুরাতনকে নূতনের সহিত, স্থবিরতাকে প্রাণচাঞ্চল্যের সহিত, গতানুগতিকতাকে মুক্তবুদ্ধির সহিত আর দাসত্বকে আযাদীর সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন আবুলকালাম। মক্কানগরীতে ভূমিষ্ঠ আর প্রাচীন পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়াও আবুল কালাম পাইয়াছিলেন বৈজ্ঞানিকের মন ও মস্তিষ্ক! স্থবির পৌরাণিকতা ও অন্ধ পল্লবগ্রাহিতার বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন বিদ্রোহ! ধর্ম, সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি নূতন জগত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সেনাপতি, অনেক বিষয়ে তিনি মতি-লাল, গান্ধী এবং সি, আর দাসকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। গান্ধীবাদের নৈরাশ্যনীতিকে তিনিই আশাবাদের আলোকমালায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মুসলমানদের অসহায় রাজনীতির স্রোত আবুল-কালাম সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, উলামাসমাজকে বাস্তব রাজনীতির সহিত তিনিই পুন-

www.ahlehadeethbd.org

ধার জড়িত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার প্রেরণায় তিনিই পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। খিলাফত আন্দোলন ও জমঈয়তেউলামায়ে হিন্দের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। নৈরাশ্য ও গতানুগতিকতার অন্ধকার পরিবেশে আবুলকালাম সম্পাদিত 'আল্‌হিলাল' ও 'আল্‌বালাগ' ছিল নবযুগের দিক দিশারী—আলোকস্তম্ভ, দিশাহারা ও আত্মবিস্মৃত পাক ভারতীয় মুসলিমকে আবার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের অমূল্য সম্পদ দ্বারা বিভূষিত করিয়া তুলিয়াছিল তাঁহারই তীক্ষ্ণধার লিখনী আর অনলবর্ষী বক্তৃতা। তুরস্ক, মিসর, পারস্য ও আফগানিস্তানেও তাঁহার বজ্রলেখনীর প্রভাবে নূতন জীবনের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছিল।

সাহিত্য জগতেও আল্লামা আবুলকালামের দান অতুলনীয়। তাঁর লিখনীপ্রসূত তর্জুমানুল কোরআন" ও "তযকিরা" আর ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রন্থই ইসলামী সাহিত্যের অমূল্যসম্পদ। তৎকালীদউষর ভারতভূমির সুধীবৃন্দকে অষ্টম শতকের মুজাদ্দিদ, শয়খুলইসলাম ইবনেতয়মিয়া এবং তাঁহার দৃষ্টিভংগী ও চিন্তাধারার সহিত সত্যকার ভাবে পরিচিত করেন মনীষী আবুলকালাম! উর্দু সাহিত্যের গতি ও রচনাভঙ্গীতে তিনি যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাছিল তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে একজন উর্দু সাহিত্যিকও ইহার প্রভাবমুক্ত থাকিতে পারেননাই।

প্রায় সমস্ত জীবন একনিষ্ঠভাবে ইসলামি-আদর্শের প্রচারও প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যাপৃত থাকিয়াও শেষপর্যন্ত আবুল কালাম পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেননাই। ভারত রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রীর পদকে তিনি গৌরব দান করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে এই পদমর্যাদা তাঁহার গৌরবকে বিন্দুমাত্রও বর্ধিত করিতে পারেনাই। কংগ্রেস নেতা রূপেই তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। আল্লামা আযাদের পরিগৃহীত রাজনৈতিক মতবাদের জন্য পাকিস্তানী নেতাদের অধিকাংশ তাঁর প্রতি রুষ্ট আর কেহ কেহ দুঃখিত ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে "ইসলামদ্রোহী" বলিতেও কুণ্ঠিত হননাই, মওলানা মওদুদী তাঁর পুস্তকে আবুল কালামের পরিগৃহীত নীতিকে বর্তমান শতকের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিয়োগান্ত নাটক (*Tragedy*) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কতক ভুঁই ফোঁড় ইহাকে উপলক্ষ করিয়া আবুল কালামের বিদ্যাবত্তা ও নীতি-নৈতিকতাকেও কটাক্ষ করিতে পশ্চাদবর্তী হয় নাই। পাকিস্তানী জীবনে আবুল কালামের সংস্পর্শ ও নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য আমরাও যে মর্মাহত ছিলামনা, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে, কিন্তু ধীরস্থির ভাবে চিন্তা করিলে পাকিস্তানীদের কোন অভিযোগই আবুলকালামের বিরুদ্ধে টিকিতে পারেনা।

একথা ভুলিয়া গেলে চলিবেনা যে, আবুলকালাম বাস্তববাদী পুরুষ ছিলেন, তাঁর জীবনচরিতে রণেভঙ্গ বা পৃষ্ঠপ্রদর্শনের আঁচড় দেওয়া তাঁর অতি বড় শত্রুর পক্ষেও সম্ভবপর নয়, অবশ্য প্রতিহিংসাপরায়ণ বিশ্বনিন্দুকদের কথা স্বতন্ত্র। যে কংগ্রেস ইংরেজদের হস্ত হইতে ভারতকে মুক্ত করার সংগ্রাম জিতিয়াছিল, আবুলকালাম শুধু তার একজন প্রধানই ছিলেননা, তিনি উহার প্রধান নির্মাতাও ছিলেন, তিনি উহার জন্য অক্লান্ত সাধনা ও সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা জয়যুক্ত আর মানসকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় যখন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মত লৌহমানবের পক্ষে সমুদয় অতীতকে বিসর্জন দিয়া এক অনিশ্চিত পথের যাত্রী হওয়া কি সম্ভবপর ছিল?

আমরা একথা বলিবনা যে, আবুল কালামের অবলম্বিত নীতি ত্রুটিবিমুক্ত ছিল। আমরা শুধু ইহাই বলিব যে, তিনি যে সৌধ স্বয়ং নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাকে স্বহস্তে ভস্মীভূত করার তাঁর অধিকার ছিলনা! যারা সারাজীবনে একটা কুঁড়েঘর নির্মাণ করার কথা কল্পনা করিতেও পারেনা, তাহাদের পক্ষে একথা বলা খুবই সহজ যে, আবুলকালাম এক নিশ্বাসে কংগ্রেসের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদে ইস্তিফা দিয়া লীগের ভলান্টিয়ারদের খাতায় নাম লিখাইলেননা কেন? কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোন মানু-

www.ahlehadeethbd.org

ষের পক্ষে এরূপ আব্দার সত্যই অশোভন!

তারপর পাকিস্তানী নেতাদের তল্পীবাহক হইবার মর্যাদা লাভ করিতেন আবুল কালাম কিসের আশায়? তিনি ইস্‌লামী আদর্শের মূল্যমান এবং তাহার মর্যাদা পাকিস্তানী নেতা ও উপনেতাদের চাইতে কম বুঝিতেননা, কিন্তু যাহারা ইস্‌লামী আদর্শ ও সংবিধানের জয়গান গাহিয়া পাকিস্তানের দাবী উত্থিত করিয়াছিল স্বয়ং তাহারা যে ইস্‌লামী জীবনদর্শন ও নীতিনৈতিকতার মূল্যমান সম্বন্ধে আস্থাশীল, তাহারই বা নিশ্চয়তা ছিল কোথায়? পাকিস্তান সম্বন্ধে আবুল কালাম এবং মওলানা হুসাইন আহমদ মদনী প্রমুখ তাঁহার সহচরবৃন্দ যে আশংকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাকিস্তানী-নেতাদের ইসলামাবরোধী কার্যকলাপ কি তাহার সত্যতা প্রমাণিত করিতেছেনা? কিন্তু আবুল কালামের মহা প্রস্থানের প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমরা আর অধিক অগ্রসর হইবনা।

আবুল কালামের ওফাতে ভারতের ৪ কটি মুসলমানই কেবল ইয়াতীম হয় নাই, ইসলামজগতে তাঁহার বিয়োগের ফলে ইল্‌ম ও আমলের যে সমুন্নত আসন শূন্য হইল, তাহা পূরণ করার আর কেহই থাকিলনা! "আলিমের মৃত্যু যে প্রকৃতপক্ষে আলমের মৃত্যুরই নামান্তর," আবুল কালামের মহাপ্রয়ানে আমরা হৃদয়ের অন্তস্থলে তাহা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি।

আল্লাহুর পবিত্র দরবারে আমাদের আকুল প্রার্থনা, আবুল কালামের ত্রুটি বিচ্যুতি রহমত ও মাগফিরাতের কওসর দ্বারা বিধৌত হউক এবং তাঁহার অমর আত্মা ফিরদাউসের বাগীচায় চিরশান্তি লাভ করুক — আমিন!

ইস্‌লামি প্রজাতন্ত্র দিবস

মাননীয়া মিস্ ফাতিমা জিন্নাহ বিগত ২৩শে মার্চ প্রজাতন্ত্র উৎসব দিবসে জাতিকে এক সতর্কবাণী শুনাইয়াছেন। যে শক্তিশালী হস্ত অলক্ষে থাকিয়া তার পুরাপুরি শক্তি লইয়া পাকিস্তানের অগ্রগতির পথ রোধ করিয়া রহিয়াছে, যে আদর্শকে সার্থক করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তান পূর্ব-গোলার্ধের বুকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থান সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল, প্রতিদিন বিরামহীন ভাবে সেই পৈশাচিক অদৃশ্য বাহু গোটাজাতিকে ধাক্কামারিয়া উক্ত মহান আদর্শ হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছে—মিস্ জিন্নাহ সে-সম্বন্ধে হুশিয়ারির সংকেতধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যখন একথা প্রমাণিত হইয়াছেযে. আমরা একটি প্রাণান্তকর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছি তখন পীড়ার অস্তিত্বকে মানিয়া লইয়া রোগনির্ণয়ে ব্রতী হওয়াই অতঃপর আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত, কারণ রোগনির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই চলিতে পারেনা। অতএব অদৃশ্য শত্রুহস্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যখন সংশয়মুক্ত হইতে পারিয়াছি তখন বর্তমানে আমাদের প্রধানতম কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই অদৃশ্য শত্রুহস্তকে ধরিয়া ফেলা।

কায়েদেআ'যম মরহুম মোহাম্মদআলী জিন্নাহর ভগ্নির উপযুক্ত কথাই মিস ফাতিমা বলিয়াছেন, কিন্তু মুশ্‌কিল এইযে, যে অদৃশ্যহস্ত সম্বন্ধে তিনি ইংগীত দিয়াছেন, তার অস্তিত্ব মানিয়া লওয়ার পরও উহা যে বাস্তবিক শত্রুর হস্ত, মিত্রের নয়, সেকথা স্বীকার করা যায় কেমন করিয়া? অন্ততঃ যাঁরা পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতা, অভিভাবক ও গার্ডিয়ান, তাঁরা জনাবায় ফাতিমার সহিত একমত হইতে পারিতেছেন কৈ?

পাকিস্তানের অগ্রগতির পথরোধ করিয়াছে কাহারা, সে কথা নির্ণয় করার আগে অগ্রগতির একটা দ্ব্যর্থহীন মোটামুটি ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যক নয়কি? আপনারা বলিতেছেন, যাহারা পাকরাষ্ট্রের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতে বদ্ধপরিকর, তাহারা আমাদের শত্রু! তাঁহারা বলিতেছেন, যে বিষয়গুলিকে অগ্রগতি বলা যাইতেছে সেসমস্তই প্রতিক্রিয়াশীলতা অর্থাৎ মুল্লাইজ্‌মের অভিব্যক্তি মাত্র! দৃঢ়হস্তে এই মুল্লাদের মস্তকে দণ্ডাঘাত না করা পর্যন্ত পাকিস্তানের মঙ্গল নাই। একথার অবিসম্বাদিত প্রমাণ হইতেছে কামাল আতাতুর্ক আর ইদানীং মিসরের জামাল নাসের! এখন বলুন, আমরা কার কথা শুনি! আপনি বলিতেছেন, গোটাজাতিকে ধাক্কা মারিয়া পাকিস্তানের আদর্শ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাঁহারা

www.ahlehadeethbd.org

বলিতেছেন, পাকিস্তানের আবার আদর্শ কি! পাকিস্তানের দাবী কোনকালেও আদর্শভিত্তিক ছিলনা, ইহা একগুঁয়েমি ও হিন্দু-বিদ্বেষ-ভিত্তিক মাত্র। যে পাপ পাকিস্তান কায়েম করিয়া অর্জিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে পাকিস্তানে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা, পাকিস্তানী প্রজাতন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতেছে, মেজরিটিকে মিনরিটির পদতলে নিক্ষেপ করা। তাহাদের অর্থনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তেরই ওসীগিরীর ভার সংখালঘুদলের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া। এই নীতির মহিমায় ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও পাকিস্তান তার সহানুভূতি লাভ করিতে থাকিবে। লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন, ভারত-বাসীরা গাত্রবর্ণে ইংরেজ বনিতে না পারিলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে তাহাদের মস্তিষ্ককে ইংরাজ বানাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং পঞ্চগব্য সেবন করিয়াও যদি আমরা হিন্দু হইতে না পারি, মুসলমান-দের মসজিদ ভাঙ্গিয়া, মা ভবানীর পূজা দিয়া, জীর্ণ ও অস্তিত্ববিহীন কালীমাতার মন্দিরগুলির সংস্কার সাধন করিয়া, পাকিস্তানকে যাহারা বেশ্যার পুত্র রূপে অভিহিত করে, পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তাহাদের প্রধান অতিথিরূপে ডাকিয়া আনিয়া আমরা কি পাকিস্তান রক্ষা করার চেষ্টাই করিতেছিনা?

পাকিস্তানের শত্রু আর মিত্র শিবিরের মাঝখানে একটা সীমারেখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পাক-ভারত সীমান্তের সীমারেখা সকল স্থানে যেমন ঠিক করিয়া নেওয়া আজও সম্ভবপর হয়নাই, বিনাশুল্কে ও বিনা পাস-পোর্টে যেমন কোটি কোটি টাকার পাকিস্তানী সম্পদ ভারত রাষ্ট্রে পাচার করা বন্ধ হয়নাই, কয়েক শত পাকিস্তানী পাকিস্তানের গুপ্তচর রূপে ধৃত হইয়া পশ্চিম বাঙ্গালার কারাগারগুলির শোভাবর্ধন করিলেও লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানী পাকিস্তানে যেমন বিনা ভিসায় ও বিনা পাসপোর্টে ঝটিকাবেগে দেশের সকল প্রান্তে ঘুরিয়া বিদ্রোহ ও অশান্তি বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছে, তেমনি পাকিস্তানের শত্রু ও মিত্র দলের মাঝেও কোন সীমারেখা টানার আমাদের নেতারা ফুরসৎ পান নাই।

আর সত্যের অনুরোধে একথা স্বীকার না করিয়াও উপায় নাই যে, বন্ধু আর শত্রুদলের রুচি, মতবাদ, দৃষ্টিভংগী, হাবভাব ও কার্যকলাপের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। ইস্‌লামি প্রজাতন্ত্র বহুদূরের কথা, সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার পাকিস্তানে যেরূপ লজ্জাকর ভাবে অবিরত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া চলিয়াছে, তাহার ফলে দেশের জনসাধারণ, দেশ, রাষ্ট্র, শাসনসৌকর্য এমনকি নিজেদের উপরেই আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছে। ছল চাতুরি, প্রগলভতা, অত্যাচার, শোষণ, বিশৃংখলা ও অব্যবস্থা রাষ্ট্রের ও সমাজ দেহের প্রত্যেকটি শিরাও উপশিরাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দশ বৎসরের মধ্যে পাকিস্তানের জটিল সমস্যাগুলির একটিরও সমাধান হইলনা। মোহাম্মদ শাহ রঙীলার বরপুত্রগণ জাতিকে আর রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টার পরিবর্তে বিলাস ব্যসন, আমোদ প্রমোদ ও বাহ্বাড়-ম্বরেই তাঁহাদের সমুদয় প্রতিভা নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা, পানির সমস্যা, বাস্তহারা দের সমস্যা, দেশের ব্যাপক খাদ্য সংকট কোনটারই সুরাহা দশ বৎসরে হইলনা।

পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র উৎসবে আমরাও পতাকা উত্তোলিত করিয়াছি কিন্তু আমাদের মনের পতাকা সমুন্নত হইল কৈ? দেশের সর্বত্র আজ অনাবৃষ্টি, মহামারী ও অগ্নিকাণ্ডের যে সকল দুঃখ লাগিয়া রহিয়াছে, খাদ্যাভাব ও অপমৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে যেভাবে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহার মধ্যে প্রজাতন্ত্রের উৎসবকে একটি ফাঁকির রোমান্স ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

আজ পাকিস্তানে যে যত বড় চড়া গলায় মোল্লা-বিরোধী জিগীর দিতে পারিবে, কোরআন ও সুন্নাহকে এবং উহার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদকে যে যত বেশী ঘৃণা করিতে এবং ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিবে, পরের মা ভগ্নি ও স্ত্রী কণ্যাদের লইয়া অবাধ রাসলীলার উৎসব ও সন্তান হত্যার সুচিন্তিত পরিকল্পনা যে কামইয়াব বানাইতে পারিবে, শরীআতের সবরকম বন্ধনকে কাটিয়া, ছিন্ন করিয়া ইস্‌লামি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে ঘৃণিত, ও লালসাযুক্ত ইউরোপীয় ও আমেরিকান সভ্যতার প্রতীক আমোদ, প্রমোদ ও স্ফূর্তীবাজিতে আর্ন্তজাতিক সুখ্যাতি অর্জন করিতে পারিবে, "সরকারী মাল পকেটমেঁ ডাল" নীতির মর্যাদা সর্বতোভাবে বজায় রাখার ছলাকলা যে ষোল আনা আয়ত্তে আনিতে পারিবে, সেই পাকিস্তানের বড় নেতা ও লীডার বলিয়া গণ্য হইবে।

জনাবায় ফাতিমা জিন্নাকে পাকিস্তান মুস্‌লিম-লীগের নাকি প্রেসিডেন্ট করা হইতেছে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান মুস্‌লিমলীগ খান আবদুল গফ্‌ফারখান ও শ্রীযুক্ত ভাসানী দলের সহিত মিলিয়া সম্প্রতি যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন, তাহ তে স্বতন্ত্র নির্বাচন, কাশ্মীর অথবা জাতীয় সমস্যার একটি অক্ষরও স্থান-লাভ করিয়াছে কি? ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তুগুলির গুরুত্ব আমরা সবক্ষেত্রেই অস্বীকার করিনা, কিন্তু সিকি-উলারিয্‌মের পথে চলার জন্য পাকিস্তানীদিগকে মুস্‌লিমলীগের এই ইস্‌লামভক্ত নেতারাই কি প্রথমে উশকানি দেননাই? তাঁহাদের এই প্রমাদের পুনরাবৃত্তি দ্বারাই কি তাঁহারা মুস্‌লিম পন্থীদের মাথায় টুপী বনিয়া থাকিতে চান?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের

পয়গামে রামাযান

آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ! فا لذين آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر كبير

দেখ মানব সমাজ,

আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর আর তোমাদিগকে যে ধনসম্পদে পূর্ববর্তীগণের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে আল্লাহর জন্য ব্যয় কর! বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসপোষণ করিয়াছে আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রহিয়াছে—আল্‌কোরআনুল আযীম, ৫৭ঃ ৭।

বেরাদরানে মিল্লাত, আস্‌সালামো আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ তিনটিঃ প্রথম, চিন্তার স্বাধীনতা, দ্বিতীয়, জীবনের সকল স্তরে কোরআন ও হাদীসের সার্বভৌম প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা, তৃতীয়, জাতিভেদ ও শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান। আর এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে প্রচণ্ড শক্তিক্ষয়ী সংগ্রাম ও "জদ্দ ও জিহাদের" উপর। রামাযানের কঠোর আত্মশুদ্ধির সাধনা উক্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি ও সূচনা মাত্র! রামাযানুল মুবারক যে বেহেশ্‌তী সওগাত বহন করিয়া আনিয়াছে, সেই কোরআন ও তাহার সক্রিয় প্রতীক রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবনালেখ্য হাদীসের প্রকৃত ও অবিমিশ্র শিক্ষাকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রচারিত এবং মুসলিমজীবনে বাস্তবায়িত করাই রামাযানুল মুবারকের প্রকৃত সফলতা!

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস বিগত ১০ বৎসর কাল ধরিয়া তব্‌লীগ ও সংগঠনের এই জদ্দ ও জিহাদ চালাইয়া আসিতেছে। বর্তমানে উহার দফ্‌তর, কর্মীদল, মুবাল্লিগবাহিনী মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র ও পুস্তকাদির মুদ্রন ইত্যাদি বাবতে প্রতিমাসে দু'হাজার টাকার অধিক ব্যয় হইতেছে। যেটুকু করা হইতেছে, শুধু আল্লাহর ফযল এবং আহ্‌লেজামাতের বদান্যতা ও মহানুভবতার ফলেই সম্ভবপর হইতেছে কিন্তু তব্‌লীগ ও তন্‌যীমের ব্যবস্থাগুলি অধিকতর বলিষ্ঠ ও নিয়মতান্ত্রিক করিয়া তুলিতে না পারিলে জমঈয়তের উদ্দেশ্যকে সফল ও জামাআতকে অগ্রসর করাইবার এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টা কামইয়াব হইবেনা। সৎসাহিত্যে ও মুবাল্লিগবাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং প্রস্তাবিত দারুল-হাদীসের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য বর্তমান ব্যয়ের পরিমান অন্ততঃ দ্বিগুণ বর্ধিত করিতে হইবে।

স্মরণ রাখিবেন, তব্‌লীগে ইস্‌লামের জন্য আপনাদের যাকাত ও ছাদাকাতুল ফিত্‌র হইতে জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসকে সিকি অংশ দেওয়া হইবে বলিয়া পুনরায় পূর্বপাকিস্তানের ১৭টি যিলার প্রতিনিধিগণ বিগত জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত জমঈয়তের কাউন্সিল সভায় সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

আশাকরি ঈদের আনন্দ কোলাহলের ভিতর আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে আপনাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং প্রতিশ্রুতির কথা আপনারা ভুলিয়া যাইবেনা। আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য আল্লাহর কাছেই তাঁহার দ্বীন ও শরীআতের সেবার পুরস্কার আপনারা প্রাপ্ত হইবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ—সমুদয় টাকা কড়ি জমঈয়তের সদর দফতরে প্রেসিডেন্ট-ক্যাশিয়ারের নামে মনি-অর্ডার যোগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং জমঈয়তের নূতন শীলমোহর যুক্ত ও প্রেসিডেন্টের দস্তখত সম্বলিত রসিদ লইয়া আদায়কারীগণের ও শাখা জমঈয়তগুলির হস্তেও প্রদান করা যাইতে পারে।

সদর দফতর
৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড,
পোঃ রমনা, ঢাকা।
তাং ৯ই রামাযানুল মোবারক ১৩৭৭ হিঃ।

আদ্‌দায়ী ইলাল খায়ের
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
প্রেসিডেন্ট-ক্যাশিয়ার পূর্বপাক জমঈয়তে
আহ্‌লেহাদীস।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Tarjumanul Hadeeth Regd .No. DA—130

প্রকাশিত হইয়াছে ! প্রকাশিত হইয়াছে !!

জামাআতে আহ্‌লে হাদীছের একটি অভাব বিদূরিত হইল।

খুলনা জিলার প্রবীণ আলিম মওলানা আহমদ আলী ছাহেবের

একটি সাম্প্রতিক অবদান

বংগানুবাদ খোতবাহ

(জুমআ, উভয় ঈদ ও বিবাহের বঙ্গানুবাদ খোতবাহ্)

ইহাতে আছে শির্‌ক ও বিদআত হইতে পরহেজ সম্বন্ধে এবং এত্তেবায়ে রছুল সম্বন্ধে পৃথক পৃথক তিনটি, আরকানে ইছলাম (ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত) মোট আটটি সম্বন্ধে পাঁচটি জুমআর এবং উভয় ঈদের পৃথক পৃথক দুইটি এবং সকল খোতবার জন্য ছানী খোতবা একটি এবং বিবাহের খোতবা একটি সর্বমোট বারটি খোতবা। মূল আরাবীর সহিত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল—ছাপা সুন্দর, সুদৃশ্য মলাট। মূল্য—১৷৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস—পাবনা।

২। মওলানা আহমদ আলী, আহমদিয়া লাইব্রেরী, সাং বুলারাটি পোঃ গুরুগ্রাম, জিলা খুলনা।

আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের নিবেদন

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের

১। নবুওতে মোহাম্মদী—	মূল্য ২৷৷০	৭। তারাবীহ—	মূল্য ১৷৷০
২। আহ্‌লে কিবলার পিছনে নমায	„ ৵০	৮। যউউল লামে' (উর্দু)—	„ ১৲
৩। যুক্ত নির্বাচন-	„ ৵০	৯। ছিয়ামে রামাযান—	„ ।৵০
৪। ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের সভাপতির অভিভাষণ—	„ ৵০	১০। মুছাফাহা-এক হস্তে না দুই হস্তে	„ ।৵০
৫। ইছলামী শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব—	„ /০	১১। ইছলামী জামাআত বনাম আহ্‌লে-হাদীছ আন্দোলন—মূল্য	„ ৵০
৬। সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স পাবনা অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবলী—	„ /০	১৩। ঈদে কোরবান (২য় সংস্করণ)	„ ।০

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan, Jamiate Ahle-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই মাত্র বাহির হইল

কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিবিদ, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সুসাহিত্যিক আলেমকুল-শিরোমণি মরহুম আল্লামা **মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী আলকোরায়শী ছাহেব প্রণীত**

এবং

তদীয় সুযোগ্য অনুজ জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব কর্তৃক সুসম্পাদিত—

পীরের ধ্যান

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

এই পুস্তিকায় "তাছাউওয়ারে শায়েখ বা হৃদয়পটে পীরের ছবি ধ্যানতথা বরযখ সাধনের অসিদ্ধতার স্বপক্ষে কোর্‌আন ও হাদীছের অকাট্য প্রমাণ এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সুপ্রসিদ্ধ আলেম এবং সর্বজনমান্য ধর্মীয় নেতাগণের উক্তি ও আচরণ উধৃত করিয়া সহজ সরল ভাষায় প্রতিপক্ষদলের দাবী ও বক্তব্য খণ্ডন করা হইয়াছে। আজই এক কপি সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান—আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

একনিষ্ঠ সমাজ সেবক ও সমাজ দরদী আলেম

মওলবী জিনাতুল্লা আনছারী

সাহেবের লিখিত অতি উপাদেয় কেতাবগুলি পড়ুন!

১। নামাজ শিক্ষা—৵০
২। হাদীছ শিক্ষা—৵০
৩। হাজার মসয়ালা—১৷০
৪। কোরআনী দোওয়া—
৫। দোওয়ায়ে নবী—৵০
৬। বর্ণ উপদেশ—।০
৭। কণ্ঠহার বা গার্হস্থ্য নীতি (নারীদের দ্বীন ও দুনিয়ার অমূল্য সম্পদ)—১৷০

প্রাপ্তিস্থান:—কোরআন মঞ্জিল

প্রসিদ্ধ কোরআন মজীদ, ধর্মগ্রন্থ, পুস্তক, কেতাব বিক্রেতা ও প্রকাশক।

প্রোঃ—মৌলবী মনিরউদ্দীন আহমদ, মোঃ ও পোঃ কলারোয়া, খুলনা

www.ahlehadeethbd.org